পরের ঘরে আপন বাসা

সমরেশ বসু

সমকাল প্রকাশনী

৮।২এ গোয়ালটুলি লেন

কলকাতা-৭০০০১৩

প্রথম প্রকাশ ঃ

স্নানযাত্রা ঃ ১৩৫৯

প্রকাশক ঃ

প্রসূন কুমার বসু

সমকাল প্রকাশনী

৮।২এ. গোয়ালটুলি লেন

কলিকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদপট ঃ

গৌতম রায়

প্রচ্ছদ ব্লক করেছেন ঃ

সিবিএইচ প্রসেস (ক্যালকাটা)

কলকাতা-২

মুদ্রাকর ঃ

সুনীল কুমার ভাণ্ডারী

জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স

৫৯।২, পটুয়াটোলা লেন

কলকাতা-৭০০০০৯

পরের ঘরে
আপনবাসা

PARER GHARE APAN BASA

By SAMARESH BOSU

মাথা ঢাকা দেওয়া রিক্‌শা এসে দাঁড়ালো চওড়া পেভমেণ্টের সামনে, যেখানে কয়েকটা থামের ওপর রয়েছে খোলা ছাদ। বাড়িটা যে নিতান্ত হাল আমলের না, পেভমেণ্টের মাথার ওপরে খোলা ছাদ দেখলেই বোঝা যায়। কলকাতা পৌরসভার কৃপা-সংবাদ যেমন সুবিদিত, কৃপণতাও সেই রকম। এক যুগ আগেও, কেউ অনেক দরবার করেও ফুটপাতের ওপর এ রকম খোলা ছাদ পায়নি। কেউ বিনা দরবারেই পেয়েছে। এমন কি ভ্রূকুটি করেও।

রিক্‌শাওয়ালা আরো এগিয়ে যাবার উদ্যোগ করছিল। মহিলা যাত্রীর নির্দেশে ছাদ ঢাকা ফুটপাথের সামনে দাঁড়ালো, এবং রিক্‌শা নিচু করলো। মহিলা যাত্রী একজন তরুণী। তার কোলে একটি দেড় দুই বছরের শিশু কন্যা। তরুণীর কাঁধে ঝোলানো পাটের দড়ির বিনুনি পাকানো একটি ব্যাগ। শিশুকন্যাটিকে নিয়ে সে রিক্‌শা থেকে নামলো। এক হাতে শিশুকে চেপে ধরে, আর এক হাত ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে, তরুণী মুখ তুলে, ফুটপাতের ওপরে রেলিং ঘেরা খোলা ছাদের দিকে তাকালো।

ওপরে রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন প্রায় মধ্যবয়স্কা বিবাহিতা মহিলা। এই সকাল আটটায় মহিলাটি সম্ভবত তাঁর কাজের অবকাশে. বাইরের খোলা আকাশের নিচে ক্ষণিকের জন্য এসে দাঁড়িয়েছিলেন। নিচের তরুণীকে বাড়ির সামনে নামতে দেখে ঝুঁকে পড়েছেন। নারীদের অকারণ কৌতূহল বেশি, এই প্রবাদটি মেনে নিলে বলতে হয়, রেলিং-এ ঝোঁকা খোলা ছাদের ওপর মহিলার দু' চোখে. গভীর কৌতূহল জেগে উঠেছে। কোনো জিজ্ঞাসা নেই দৃষ্টিতে, কিঞ্চিৎ অনুসন্ধিৎসা হয়তো আছে।

নিচের তরুণীটি যেন কিছুটা অপ্রস্তুত ভাবে মুখ নিচু করলো, এবং তার ফরসা মুখে রক্ত ছটা ফুটে উঠলো। সে অতি মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে কাঁধে ঝোলানো মুখ খোলা ব্যাগের মধ্যে ঢোকানো হাতে ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলো। রিক্‌শাওয়ালার ভাড়া মেটাবার জন্য নিশ্চয়ই সে পয়সা খুঁজছে। কিন্তু অপ্রস্তুত ভঙ্গির মধ্যেও, সে যেন অকারণেই একটু বেশি ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে মাথায় একরাশ থুপিথুপি কোঁকড়ানো চুলে, লাল ফিতের ফুল ঝুঁটি বাঁধা শিশুকন্যাটি, মায়ের দেখাদেখি ওপরের দিকে তাকালো। মায়ের মতোই তার গায়ের রঙ ফরসা। স্বাস্থ্য তেমন ভালো না হলেও, কোমল কচি মুখখানি মিষ্টি। চোখ দুটি কালো আর ডাগর। ওপরে দাঁড়ানো মহিলার সঙ্গে ওর দৃষ্টি বিনিময় হতেই, কচি দাঁত দেখিয়ে হাসলো।

ওপরের মহিলাটি না হেসে পারলেন না। তাঁর চোখে ফুটে উঠলো স্নেহ। কিন্তু তরুণী যেন ব্যাগের মধ্যে পয়সা হাতড়াতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে উঠলো। কোলের কন্যাকে ওপরের দিকে তাকিয়ে হাসতে দেখে, তার মুখে যেন নতুন করে রক্তের ছটা ঝলকিয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত সে একটি টাকা ব্যাগ থেকে বের করে রিক্‌শাওয়ালার দিকে এগিয়ে দিল।

রিক্‌শাওয়ালা বিস্মিত রুষ্ট মুখে বললো, 'থালকে উসপার নয়া রাস্তাসে লে আয়া, এক রুপেয়া দেতা? কমসে কম অওর আট আনা দিজিয়ে।'

তরুণী ব্যাগের মধ্যে হাতড়ে দুটি দশ পয়সার মুদ্রা তুলে আনলো। লজ্জা আর হতাশা তার মুখে। রিক্শাওয়ালাকে বললো, 'ভাই, আমার কাছে আর পয়সা নেই।'

রিক্শাওয়ালা রুষ্ট হলেও, সম্ভবত ভাই সম্বোধন শুনে, কিছুটা প্রসন্ন হলো। পয়সা নিয়ে বললো, 'ঠিক হ্যায় মাজী, কোই বাত নহি হ্যায়।'

তরুণীর শিশুকন্যাটি ইতিমধ্যে মাথা ঝাঁকিয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে হাসছে। ওপরের মহিলাও মাথা ঝাঁকিয়ে হাসছেন। তাঁর দুই চোখে বিচ্ছুরিত হচ্ছে একটি খুশি স্নেহ। যেন একটি শিশু আর এক মধ্যবয়স্কা মহিলা নিজেদের মধ্যে নীরবে হাসি ভরা ইঙ্গিতে অনেক কথা বলে চলেছে।

তরুণীর লজ্জারক্ত মুখে একটু হাসির আভাস দেখা গেল। একটি অতি সাধারণ, সাদা জমির ওপরে লাল ফুল ছাপা সুতির শাড়ি, গায়ে লাল জামা। এক বেণী ঝোলানো, মাথার মাঝখানের সিঁথেয় সিঁদুর, কিন্তু কপালে সিঁদুরের টিপ নেই। তার ফরসা মুখ, নাক, কালো চোখে একটি মিষ্টি চটক আছে।

চোখ দুটি বুদ্ধিদীপ্ত, যদিও তার চোখের কোল বসা, এবং সারা মুখে একটি ক্লান্তির ছাপ। তার মাঝারি গড়নের শরীরে স্বাস্থ্যের দীপ্তি কিছুটা অনুজ্জ্বল। বলতে গেলে, কোনো অলংকারই তার শরীরে নেই, দুটি লাল প্রবাল রঙের বালা, যা আদৌ প্রবাল নয়, এবং একটি সরু লোহার বালা।

তরুণী একবার মাত্র ওপরের দিকে তাকিয়েছিল, তারপরে আর যেন কিছুতেই চোখ তুলতে পারছে না। এখন হঠাৎ-ই যেন তার খেয়াল হলো, তাই ঘাড়ের আঁচল টেনে মাথায় একটু ঘোমটা তুলে দিল।

এই সময়েই ওপরের খোলা ছাদে একটি বালকের স্বর শোনা গেল, 'জ্যাঠাই, তুমি এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছো ? আমি তোমাকে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

মহিলা জবাবে কী বললেন, তরুণী তা শুনতে পেল না। সে আবার ওপরের দিকে মুখ তুলে তাকালো। দেখলো, মহিলার পাশে একটি আট দশ বছরের ছেলের মুখ। শিশুকন্যাটির দিকে তাকিয়ে সেও হাসছে। তরুণী জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, এটা তো চৌধুরিদের বাড়ি ?'

ওপরের মহিলার চোখে ভ্রূকুটি বিস্ময় ফুটলো। তিনি একবার পাশের বালকের মুখের দিকে তাকালেন, আবার নিচের তরুণীর দিকে। বললেন, 'হ্যাঁ, পাশাপাশি তিনটে বাড়িই চৌধুরিদের। আপনি কোন্ চৌধুরিদের বাড়ি খুঁজছেন ?'

তরুণী কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলো না। কিছুটা যেন বিব্রত লজ্জায় মুখ নামালো। বালক বলে উঠলো, 'এটা বিমলকান্তি চৌধুরির বাড়ি।'

তরুণী তৎক্ষণাৎ মুখ তুলে বললো, 'আমি তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। তিনি কি বাড়িতে আছেন ?'

ওপরের মহিলা ও বালক, পরস্পরের সঙ্গে অবাক দৃষ্টি বিনিময় করলো। বালকই জবাব দিল, 'হ্যাঁ আছেন। জেঠু চান করে, আহ্নিক করতে বসেছেন। তারপরে খেয়ে অফিসে যাবেন।'

মহিলার চোখের কৌতূহলে তখন তীব্র জিজ্ঞাসা। বললেন, 'আপনি ভেতরে আসুন, বাইরের ঘরে বসুন।' বলে বালকের দিকে ফিরে বললেন, 'যা তো বিলু, গোরাকে দরজা খুলে দিতে বল্।'

বালক তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হলো। তারপরেই ওপরের মহিলাও। তরুণী ছাদ ঢাকা ফুটপাতের সামনে, ভারি আর চওড়া পাল্লার বন্ধ দরজার দিকে তাকালো। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল দরজার সামনে। শিশুকন্যাটি মায়ের গালে হাত দিয়ে বললো, 'মা, বাবাই ?'

দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে একটি পঁচিশ তিরিশ বছরের যুবক। নিশ্চয়ই এর নাম গোরা। খাটো ধুতি আর গেঞ্জি দেখে বাড়ির ভৃত্য বলে মনে হয়। তরুণীর দিকে অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়ে বললো, 'আসুন, ভেতরে বসুন। বড়বাবু আসছেন।'

তরুণী দুই ধাপ সিঁড়ি উঠে, ঘরের মধ্যে ঢুকলো। গোরা দরজা বন্ধ করে, তরুণীর দিকে তাকালো। ভিতর বাড়িতে যেতে যেতে বললো, 'আপনি বসুন।'

ঘরটির আসবাব-পত্র তেমন আধুনিক না। দুদিকে দুটো কাঠের আলমারি। পুরনো সোফা সেট ছাড়াও, সাবেকি আমলের চারটি গদী মোড়া চেয়ার। মাঝখানে একটি সেণ্টার টেবিল। একপাশে পুরনো রেক্সিন মোড়া একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। তার ওপরে কিছু বই পত্র। দেওয়ালে কয়েকটি ফটোর মধ্যে, একটি তেলরঙের পুরুষের খালি গা ছবি। উপবীতটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মাথার চুল ছোট, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতো গোঁফ। ক্যালেণ্ডার মাত্র একটি।

শিশুকন্যাটি কোল থেকে নামবার জন্য ছটফটিয়ে উঠলো, আবদারের স্বরে বললো, 'ঘোলা ঘোলা।'

তরুণী শিশুকে কোলে রাখতে পারলো না। ওকে নামিয়ে দিতেই, ছোট ছোট পায়ে প্রায় ছুটে গেল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে। টেবিলের একপাশে রয়েছে একটি দোলনা ঘোড়া। তরুণীর চোখে পড়েনি। যার চোখে পড়ার ঠিকই পড়েছে। কিন্তু কন্যাটির পক্ষে সেই ঘোড়া বেশ উঁচু। ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরে ও পা তোলবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ঘোড়ার পিঠের নাগাল পেল না।

এই সময়ে বিলু ছেলেটি এসে দাঁড়ালো ভিতরের দরজার ওপরে। তরুণীকে একবার অবাক জিজ্ঞাসু চোখে দেখে, ছোট মেয়েটির দিকে তাকালো। ওর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠলো। ঘোড়ার কাছে গিয়ে বললো, 'ঘোড়ায় চাপবে?'

শিশুকন্যাটি মাথার ফুল ঝুঁটি নাচিয়ে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে শব্দ করলো—'হুঁ'।

বিলু ওকে কোলে তুলে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিতেই, দোলনা ঘোড়া সামনে পিছনে নেচে উঠলো। মেয়েটি ভয় পেয়ে বিলুর দিকে হাত বাড়িয়ে ককিয়ে উঠলো, 'পলে দাবো।'

বিলু মেয়েটিকে দু'হাত দিয়ে ধরে, দোলা দিতে লাগলো। মেয়েটি খুশিতে ডগমগ হয়ে নানা শব্দে হেসে উঠলো। মায়ের দিকে তাকিয়ে ডাকলো, 'মা মা, ঘোলা।'

তরুণীর দৃষ্টিতে যেন একটা বিষণ্ণ উদ্বেগ। সে হাসতে পারলো না। বালককে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নাম বিলু?'

বালক বললো, 'আমার নাম হিরণকান্তি চৌধুরি। বিলু আমার ডাক নাম।'

'তোমার বাবার নাম কী?' তরুণী জিজ্ঞেস করলো।

বিলু জবাব দিল, 'অমলকান্তি চৌধুরি।' এবং বলতে ভুললো না, 'আমার জেঠুর নাম বিমলকান্তি চৌধুরী।'

তরুণীর বুক দুলে উঠলো, একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। মেয়েটি তখন ডাকতে আরম্ভ করেছে, 'দাদা—এ দাদা।'

বিলু হঠাৎ খুব খুশি হয়ে উঠলো, বললো, 'কী?'

মেয়েটি ঘোড়ার পায়ের কাছে ওর ছোট তর্জনী দিয়ে দেখিয়ে বললো, 'ওতা কী?'

'তুমি নেবে?' বিলু জিজ্ঞেস করলো।

মেয়েটি যেন হঠাৎ লজ্জা পেয়ে, মুখের মধ্যে তর্জনীটি পুরে দিয়ে, হাসি গোপন করার চেষ্টা করলো। কালো চোখের তারা ঘুরিয়ে, মায়ের দিকে তাকালো। কিন্তু মায়ের দৃষ্টি অন্যমনস্ক। ও বিলুর দিকে তাকিয়ে ঘাড় বাঁকালো। আর দু' হাত বাড়িয়ে দিল। বিলু ওকে কোলে করে, নিচের মেঝেয় বসে পড়লো। ঘোড়ার পায়ের কাছে পড়ে ছিল কলের পুতুলের হাতি। যার বুকের সামনে ড্রাম, আর ওপরের দু'পায়ে দুটো প্লাস্টিকের কাঠি। বিলু হাতির পিছনে চাবি ঘুরিয়ে মেঝেয় ছেড়ে দিতেই, হাতিটা নেচে নেচে, শুঁড় দুলিয়ে, টিং টিং করে ড্রাম বাজাতে লাগলো।

শিশু উল্লাসে ধ্বনি করে, বিলুর কোলের ওপর হেলে পড়ে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে এই অভূতপূর্ব জীবন্ত হাতির কাণ্ড দেখতে লাগলো। বিলুও হেসে উঠলো, আর আদর করে জড়িয়ে ধরলো।

এই সময়েই এক দীর্ঘকান্তি শ্যামবর্ণ ভদ্রলোকের আবির্ভাব হলো। তাঁর ধুতির কোচা কোমরে গোটানো। গায়ে গেঞ্জি। দেহে কিছু মেদ নেমেছে। চোখে চশমা। পায়ে রবারের স্যাণ্ডেল। কপালে একটি চন্দনের ফোঁটা। গোঁফ দাড়ি কামানো মুখ। তিনি প্রথমেই তাকালেন বিলু আর শিশুকন্যাটির দিকে। গোপন করার ইচ্ছে থাকলেও, স্নেহ স্নিগ্ধ হাসি চাপতে পারলেন না। বললেন, 'কী রে বিলু, তুই যে একেবারে—দেখিস, ওর লাগে না যেন।' বলেই তিনি তরুণীর দিকে তাকালেন, 'দাঁড়িয়ে কেন মা, বসুন। আমার নাম বিমলকান্তি চৌধুরি।'

তরুণীর মুখে লজ্জা, ভয়, সম্ভ্রম ও সংকুচিত হাসি মেশানো বিচিত্র অভিব্যক্তি। একটু যেন ব্যথার ছায়াও ফুটে উঠলো। দ্রুত হাতে মাথার ঘোমটা আরো একটু টেনে দিয়ে বিমলকান্তির কাছে এগিয়ে গিয়ে, আভূমি নত হয়ে প্রণাম করলো।

বিমলকান্তি রীতিমত সম্ভ্রম মিশ্রিত স্নেহের স্বরে হা হা করে উঠলেন, 'আহাহা, এ কি করছেন মা! উঠুন উঠুন, জয়স্তু। বসুন।'

তরুণী উঠে দাঁড়িয়ে, মুখ নীচু করেই বললো, 'আমাকে আপনি করে বলবেন না। আমার নাম শর্মিষ্ঠা।'

বিমলকান্তির সদাশয় অমায়িক মুখে এখনো একটি কৌতূহলাক্রান্ত জিজ্ঞাসা। ঈষৎ হেসে বললেন, 'তা বৈ কি, তা বৈ কি মা, আপনি ছেলেমানুষ, তবু কখনো দেখিনি তো! আপনি বসুন।'

তরুণী, যার নাম শর্মিষ্ঠা, সে সহসা কিছু বললো না। ইতিমধ্যেই কাঁধের ব্যাগ থেকে সে একটি রিবুট বের করে, ডান হাতের মুঠিতে রেখেছিল। অন্যদিকে বিলুর সঙ্গে শিশুকন্যাটির খুব ভাব জমে গেছে। বিলু যতোবারই কলের হাতির চাবি ঘুরিয়ে দিচ্ছে, হাতি ততোই নেচে নেচে সামনের দুই গোদা পায়ে ধরা কাঠি দিয়ে, ড্রাম বাজিয়ে চলেছে। শিশু খিলখিল করে হেসে, হাততালি দিয়ে বিলুরই কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বিলু উচ্ছল খুশিতে শিশুটিকে চুমো দিয়ে আদর করছে। ওর স্নেহ উথলিয়ে উঠছে।

বিমলকান্তি চৌধুরির বিব্রত বিস্মিত জিজ্ঞাসু চোখের দৃষ্টিও কয়েকবার শিশুকন্যাটির দিকে পড়লো, এবং খুশি আর স্নেহ ঝিলিক দিয়ে উঠলো। শর্মিষ্ঠা মুখ নিচু করেই বললো, 'আপনাকে সব কথা আমি মুখে বলতে পারবো না, তাই এই কাগজে লিখে এনেছি। যা ভালো বোঝেন, করুন।'

শর্মিষ্ঠার স্বর শেষ দিকে রুদ্ধ হয়ে এলো। সে ডান হাতের চিরকুটটি বিমলকান্তির দিকে বাড়িয়ে ধরলো। বিমলকান্তি অবাক চোখে ভ্রূকুটি করলেন। চিরকুট নিয়ে, চোখের চশমার ফ্রেমটা নাকের ওপর ভালো করে চেপে চিরকুট পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে, তাঁর অবাক মুখে কতকগুলো অসহায় রেখা গভীরতর হয়ে উঠলো, এবং বলে উঠলেন, 'আমি তো এ সবের কোনো মানেই বুঝতে পারছি না। তুমি—।'

শর্মিষ্ঠা চকিতের জন্য একবার ওর জলে ভেজা চোখ তুলে তাকালো। ওর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠলো। কিন্তু কান্নায় গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল। আবার মাথা নিচু করলো।

বিমলকান্তি যেন সন্দিগ্ধ ও অসহায় বিস্ময়ে একবার বিলু আর হাসি খুশি শিশুকন্যাটির দিকে দেখলেন। লক্ষ্য করলেন না, ভিতরের দরজার কাছে, কিছুক্ষণ আগে ফুটপাতের খোলা ছাদে দাঁড়ানো সেই মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন।

বিমলকান্তি শর্মিষ্ঠাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কোথায়?'

শর্মিষ্ঠা নিচু মাথা নেড়ে, অস্ফুট রুদ্ধ স্বরে বললো, 'জানি না।'

'কিন্তু—।' বিমলকান্তি কিছু বলতে গিয়েও না বলে, ভুরু কুঁচকে, আবার চিরকুট চোখের সামনে তুলে ধরলেন, পড়লেন।

শ্রীচরণেষু,

আমি আপনার ছোট ভাই কোমলকান্তির বিবাহিতা স্ত্রী। আমার নাম শর্মিষ্ঠা। আমার কোলের এই মেয়ে টুসি আপনার ছোট ভাইয়েরই মেয়ে। আমাকে আর মেয়েকে ছেড়ে, কোমলকান্তি আজ প্রায় দু'মাসের ওপর নিরুদ্দেশ। বাড়িওয়ালা অত্যন্ত অসৎ ব্যক্তি,

বাড়ির বাকি ভাড়া ছাড়াও, তার না-বলা দাবীর ইতর ভাষা আমি বুঝতে পারি। তা ছাড়া, আমার নিজের পেট চলুক না চলুক, টুসিকেই আমি কী খাওয়াব? আমি আপনাদের পরিবারের বধূ। স্বামী ছাড়া, আমার আপনার বলতে আপনারাই আছেন। আত্মসম্মান বিসর্জন দেওয়ার থেকে মৃত্যুকেই আমি শ্রেয় জ্ঞান করি। কিন্তু টুসির কথা ভেবে আমি আত্মহত্যার পথও নিতে পারিনি। আমার সামান্য শিক্ষা দীক্ষা যা আছে, তা নিয়ে জীবনধারণের জন্য হয়তো আমি ছুটোছুটি করে বেড়াতে পারতাম। সেখানেও টুসিই কেবল আমার পথের বাধা নয়, আমার মতন একটি মেয়ের পক্ষে এই শিশুকে নিয়ে, আত্মীয় স্বজন বান্ধবহীন জীবনযাপন কী কঠিন, সে কথা আপনাকে বুঝিয়ে বলার কোনো অর্থ হয় না। আপনি আমার পিতৃতুল্য। টুসি আপনাদের কন্যা। এখন আপনারা যা ভালো বোঝেন তাই করুন। আপনাদের নির্দেশই আমি মাথা পেতে নেব।

— প্রণামান্তে, শর্মিষ্ঠা।'...

বিমলকান্তি চোখ তুলে শর্মিষ্ঠার দিকে তাকালেন, কিন্তু চশমার কাঁচের ভিতরে তাঁর অসহায় দৃষ্টির মধ্যে অন্যমনস্কতা। বলে উঠলেন, 'ঠিক ঠিক!'

নিজের গলার স্বরে, বিমলকান্তি নিজেই যেন চমকিয়ে উঠলেন, এবং হঠাৎ মুখ কঠিন করে হুংকার দিয়ে উঠলেন 'না না, এ হতে পারে না।'

তাঁর হুংকারে টুসির খিলখিল হাসি বন্ধ হয়ে গেল। বিলু অবাক ভীরু চোখে জেঠুর দিকে তাকালো। আর ওর জ্যাঠাই, অর্থাৎ ভিতর দরজার কাছে দাঁড়ানো মধ্যবয়স্কা মহিলা উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে দু' পা এগিয়ে এলেন। শর্মিষ্ঠা জলে ভেজা চোখ তুলে, উৎকণ্ঠিত অসহায় স্বরে বললো, 'হতে পারে না?'

'হ্যাঁ, হতে পারে না, মানে চলতে পারে না।' বিমলকান্তি আবার হুংকার দিলেন, 'ড্যাম রাস্কেল ছোটকা, ওর এই ধাষ্টামো আর এই

রেকলেস্‌নেস, সহ্য করা যেতে পারে না। বড় বউ, বড় বউ—!' তিনি স্বর চড়িয়ে চিৎকার করলেন।

পিছন থেকে মধ্যবয়স্কা মহিলা এবার এগিয়ে এসে বললেন, 'কী বলছো? কী হলো?'

'কী হয়নি, তাই বলো।' বিমলকান্তি বড় বউয়ের দিকে ফিরে, শর্মিষ্ঠাকে আর টুসিকে দেখিয়ে বললেন, 'এই দুজনকে দেখ, আর এই কাগজটা পড়ো। তোমার ছোট দেবরের কাণ্ড-কারখানা সব দেখ। রাস্কেল আমাদের পাগল না করে ছাড়বে না।'

বড় বউ চিরকুট হাতে নিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'তুমি ও রকম চেঁচামেচি করো না, শরীরের কথা কি ভুলে গেলে? তুমি বসো, ঠাণ্ডা হও। আমি দেখছি।'

'ঠাণ্ডা? ঠাণ্ডা আর আমি কোনোদিন হতে পারবো না। একমাত্র ছোটকার জন্য।' বিমলকান্তি রীতিমত অস্থির ভাবে পায়চারি করতে করতে, হঠাৎ থেমে বলে উঠলেন, 'অমল কোথায়? শ্যামল কোথায়? মেজো সেজোকে ডাকো। বউমাদেরও ডাকো। যা তো বিলু, তোর বাবা মা, রাঙা কাকু আর কাকীমা, সবাইকে ডেকে নিয়ে আয়।'

বিলু জেঠুর উত্তেজনা দেখে ভীরু চোখে একবার জ্যাঠাইয়ের দিকে দেখে, ছুটে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। টুসিও রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছে। ও টলমল পায়ে ছুটে এসে, শর্মিষ্ঠার হাঁটু জড়িয়ে ধরলো। শর্মিষ্ঠা এক হাত মেয়ের মাথার ওপর রেখে, অন্য হাতে চোখের জল মুছলো। কিন্তু বিমলকান্তির অবস্থা দেখে, এখন ওর চোখেও উদ্বেগ ফুটে উঠলো। ও দেখলো বড় বউ, অর্থাৎ বিমলকান্তির স্ত্রী চিরকুটটা অনেকখানি দূরে সরিয়ে, ভুরু কুঁচকে পড়বার চেষ্টা করছেন। ও বিমলকান্তির দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনার শরীর খারাপের কথা আমি জানতুম না, আমারই অপরাধ। আপনি দয়া করে বসুন।'

বিমলকান্তি হঠাৎ থমকিয়ে দাঁড়িয়ে, শর্মিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অ্যাঁ, তুমি আমাকে বলছো? আমি বসবো? আমি কি করে বসবো?'

বলেই হঠাৎ তাঁর চোখ পড়লো বড় বউয়ের দিকে, এবং যেন অবাক হয়ে বলে উঠলেন, 'কি আশ্চর্য, আমার কাছ থেকে চশমাটা চাইবে তো। খালি চোখে পড়বে কি করে?'

বড় বউ বললেন, 'তুমি যে রকম করছো, আমি তো ভয়ই পাচ্ছি, চশমা চাইবো কী করে? তুমি জানো, তোমার উত্তেজনা চেঁচামেচি মোটেই ঠিক নয়।'

বিমলকান্তি স্ত্রীর হাতে, চশমা খুলে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আর উত্তেজনা—।'

'কী হয়েছে বড়দা?' বলতে বলতে একজন ছুটে এলেন। তাঁর শার্টের বোতাম গলা অবধি বন্ধ, কাঁধে আবাঁধা অবস্থায় নেকটাই ঝুলছে।

পায়জামা পাঞ্জাবী পরা একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক বিমলকান্তির পাশে এসে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে বাবা?'

'বড়দা, তুমি বসো।' আরো একজন এলেন লুঙ্গি আর পাঞ্জাবী গায়ে।

পিছনে পিছনে এলেন আরো দুই বিবাহিতা মহিলা, দাঁড়ালেন বড় বউয়ের পিছনে। দুজনেরই মাথায় খানিকটা ঘোমটা টানা। তাদের সঙ্গে বিশ থেকে আট দশ বছরের বিলু সহ, দুজন এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। গোটা ঘরটা ভিড়ে ভর্তি হয়ে গেল।

বিমলকান্তি বলে উঠলেন, 'মুখে বলার কিছু নেই। সবাই ওঁর হাতের ওই কাগজটা পড়ো, তাহলেই বুঝতে পারবে।'

যাঁর কাঁধের ওপর নেকটাই ঝুলছিল, তিনি সেটা হাতে নিয়ে শর্মিষ্ঠার দিকে একবার সন্দিগ্ধ কৌতূহলে দেখলেন, তারপরে বড় বউয়ের কাছে গিয়ে বললেন, 'কী লেখা আছে কাগজে বউদি, দেখি।'

বড় বউয়ের নির্বাক সন্দিগ্ধ চোখ এখন শর্মিষ্ঠার ওপর। তিনি চিঠিটা কিছু না বলে এগিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে টুসি ঘরের ভিড় আর সকলের অবাক কৌতূহলিত সন্দিগ্ধ ভ্রূকুটি দৃষ্টি দেখে ভয়ে কেঁদে

উঠে, মায়ের হাত ধরে টানতে লাগলো। শর্মিষ্ঠা টুসিকে কোলে তুলে নিল। বিমলকান্তি এগিয়ে এসে বললেন, 'কি হয়েছে মা, তুমি আমার কাছে আসবে?' বলে হাত বাড়ালেন। টুসি ভয় পেয়ে, মাকে আঁকড়ে ধরে আরো জোরে চিৎকার করে উঠলো। বিমলকান্তি অস্থির অথচ ব্যাকুল ভাবে বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা মা, তোকে আমার কাছে আসতে হবে না।'

বিলু ছুটে এসে হাত বাড়াতেই, টুসি অনায়াসে ওর কোলে চলে গেল। যদিও বিলুর পক্ষে টুসিকে কোলে নিয়ে সামলানো দায়। এই সময়ে যিনি চিঠি পড়ছিলেন, তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার শর্মিষ্ঠাকে দেখে, গম্ভীর চাপা কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলে উঠলেন, 'অসম্ভব! এ সব মেনে নেওয়া চলে না। আমি এ সবের মধ্যে নেই। এই নে শ্যামল, তুই এটা পড়ে ছ্যাখ। খোকাকে দে, বউদের সবাইকে পড়া। তারপর যা খুশি তোরা কর।'

ইনি অমলকান্তি। কথাগুলো বলেই তিনি জুতোর শব্দ তুলে গট গট করে ভিতরে চলে গেলেন, এবং যাবার পথে ভিতর দরজার সামনে, ঝি চাকর ঠাকুরের ভিড় দেখে হেঁকে উঠলেন, 'তোমরা এখানে কী করছো? সং দেখতে এসেছো? কাজ কম্মো নেই? যাও, সব ভেতরে যাও!'

বলতে গেলে, মেজ কর্তা অমলকান্তি সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। এখন বড় বউ, ন' বউ, রাঙা বউ সকলেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। সকলেরই অবাক অনুসন্ধিৎসু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শর্মিষ্ঠার প্রতি। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যেও দৃষ্টি বিনিময়টা ন' এবং রাঙা বউয়ের মধ্যেই ঘন ঘন ঘটছে। কারণ তারা দুজন এখনো অন্ধকারে। দৃষ্টি বিনিময়ের দ্বারা ঘটনা অনুমানের চেষ্টা হচ্ছে।

সকলের দৃষ্টির সামনে শর্মিষ্ঠা এখন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মুখ নিচু করে। সেজো শ্যামলকান্তি চিরকূট পড়তে পড়তে প্রায়ই চোখ তুলে শর্মিষ্ঠাকে দেখছিলেন। তাঁর চিন্তিত গম্ভীর মুখে কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা থাকলেও, অমলকান্তির মতো রেগে উঠলেন না। বিমল-

গান্তির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কথাটা যে আমাদের কানে কখনো আসেনি, তা বলা যায় না। তবে ছোটকার ব্যাপার বলেই আমরা কথাটা বিশ্বাস করিনি, গায়েও মাখিনি।'

'সে কথা ঠিক। কথাটা আমার কানে বছর দুয়েক আগে এসেছিল।' বিমলকান্তি বললেন, 'কিন্তু সবই তো পরের মুখে শোনা কথা। তাও আবার ছোটকার বিষয়ে। হ্যাঁ, ছোটকা রাস্কেল হলো বংশের একটা কুলাঙ্গার। কোন্ কোম্পানির ক্যাশ ভেঙেছে, কাকে টাকা ঠকিয়েছে, কার কাছে ধার করেছে, সে সব শুনে শুনে তো আমার কান পচে গেছে। খারাপ ছাড়া ভালো কথা একটাও শুনি নি। ঈশ্বর জানে, কী করে ও এমন বংশ ছাড়া উড়নচণ্ডে হয়েছে! এমন কি মেয়েদের নিয়ে নানান্ কেচ্ছাও কানে এসেছে। কোন্টা সত্যি কোন্টা মিথ্যা, কে বিচার করবে? যে ছেলে ঘরে থাকে না, সম্পর্ক রাখে না, তার কোন্ কথাটা বিশ্বাস করা যায়? তা বলে বিয়ে! তাও ছোটকার মতন ছেলে? আর তা-ই কী না আমাকে চাক্ষুষ দেখতে হচ্ছে?'

ইতিমধ্যে ছেলের দল সবাই টুসিকে নিয়ে পড়েছে। সবাই টুসিকে আদর করতে ব্যস্ত, সবাই ওকে খেলাতে ব্যস্ত, আর তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাও লেগে গিয়েছে। ন' বউ আর রাঙা বউ কিছুতেই কৌতূহল দমন করতে পারছিলেন না। বড় বউ একপাশে সরে গিয়ে চুপি চুপি স্বরে সব কথাই তাদের ব্যক্ত করে চলেছেন।

বিমলকান্তির বড় ছেলে, খোকা যার ডাক নাম, সে বললো, 'রাঙা কাকা, কাগজটা আমাকে একটু দেখাবে?'

'হ্যাঁ, দ্যাখ।' শ্যামলকান্তি চিরকূটটা খোকার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বিমলকান্তির দিকে ফিরে তাকালেন, 'তাহলে কী ঠিক করলে বড়দা? তোমার তো আবার এখন অফিসে যাওয়া আছে।'

বড় বউ বললেন, 'আমি তো তাই ভাবছি, ওঁর যাওয়ার সময় হয়ে গেল। এখুনি গাড়ি এসে পড়বে।'

'পড়ুক।' বিমলকান্তি প্রায় হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন, 'আমি তো জীবন ভোরই অফিস করে আসছি। একটা কিছু হেস্তনেস্ত না করে, এখন আমি অফিসে যাই বা কেমন করে? এ রকম একটা ব্যাপার তো আর রোজ রোজ ঘটবে না। একটা বাচ্চাকে কোলে করে এসে কোনো মেয়ে যদি বলে, সে আমাদেরই বাড়ির ছেলের বউ, তার একটা বিহিত না করে, আমি অফিসে গিয়ে বসে থাকলেই চলবে? আমি কোনো কাজে মন দিতে পারবো কেন? আর এই ছোটকা উল্লুক গাধাটাকে আমি আমার নিজের ছেলের মতো মানুষ করেছি—।'

'আর তোমার লাই পেয়ে পেয়েই ছোট্‌ঠাকুরপো আজ এই হয়ে দাঁড়িয়েছে।' বড় বউ বলে উঠলেন, 'বলতে গেলেই তো তুমি—।'

'হ্যাঁ, আমি আমি—তোমরা কিছু বলতে গেলেই আমি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠি।' বিমলকান্তিও বউয়ের কথার মাঝখানে, দু'হাত তুলে চিৎকার করে উঠলেন, 'কেন না তোমরা যা বলো, তাই ঠিক, আর আমি যা করেছি, সবই অন্যায়। ছোটকাকে আমি নিজের ইচ্ছায় একটা অমানুষ করে তুলেছি, আর তোমরা তাকে মানুষ করতে চেয়েও পারোনি।'

বড় বউ এই অপ্রত্যাশিত বাধায় থমকিয়ে গেলেন। তাঁর মুখের রুষ্টতায় একটা সংকোচের ভাব ফুটে উঠল। খোকা বললো, 'বাবা, তুমি এত এক্‌সাইটেড হয়ো না।'

'আমাকে একসাইটেড করলে, আমি কী করবো?' বিমলকান্তি উত্তেজিত ভাবেই বললেন।

শ্যামলকান্তি বললেন, 'এ সব তর্ক পরে করলেও হবে, এর কি শেষ আছে? এখন একটা ডিসিসনে আসা তো দরকার।'

বিমলকান্তি বললেন, 'আমিও তো সে কথাই বলছি। কিন্তু আমি একলা তো কিছু করতে পারি না। এই তো দেখলি অমলের ব্যাপার। ও তো সোজা বলেই দিয়ে গেল, এ সব মেনে নেওয়া চলে না, ও এ সবের মধ্যে নেই।'

বড় বউ বললেন, 'মেজো ঠাকুরপোই শুধু নয়, মেজো বউয়েরও একই কথা। আমার মুখ থেকে সব শুনে, সে-ও ওই কথা বলে ভেতরে চলে গেল।'

'তাহলে এখন তোমরা যা ভালো বোঝ, তাই করো।' বিমলকান্তি এবার নিজে থেকেই একটি সোফায় বসে পড়লেন।

বড় বউ তাড়াতাড়ি স্বামীর কাছে এগিয়ে এলেন, উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী গো, তোমার শরীর খারাপ লাগছে নাকি?'

বিমলকান্তিকে কিছুটা অবসন্নই দেখাচ্ছে। বললেন, 'আমাকে আধখানা সারবিট্রেট ট্যাবলেট এনে দাও তো।'

বড় বউ মুখ তুলে কিছু বলার আগেই, সেজো বউ বললো, নিয়ে আসছি বড়দি!'

বলেই দ্রুত বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

শর্মিষ্ঠার চোখে এখন জলের দাগ শুকিয়ে গিয়েছে। ও অপ্রস্তুত উদ্বিগ্ন চোখে বিমলকান্তির দিকে এবার তাকালো, তারপরে করুণ অস্ফুটে বললে, 'আমার জন্য এ বাড়ির কোনো ক্ষতি হয়, আমি তা চাই না। আমি বরং এখন যাই।'

'তার মানে!' বিমলকান্তি অবাক ভ্রূকুটি চোখে শর্মিষ্ঠার দিকে তাকালেন, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে শ্যামলকান্তি এবং বড় বউয়ের দিকে দেখলেন।

বড় বউ এবার শর্মিষ্ঠার দিকে ফিরে, বেশ স্পষ্ট স্বরে বললেন, 'ছাখ বাপু, তুমি সকালে এলে, আমাদের হাতে একটা চিরকূট ধরিয়ে দিয়ে, তারপরে এখন চলে যাবো বললে কি হয়? এটা তো আর ছেলেখেলার ব্যাপার নয়?'

শর্মিষ্ঠা বড় বউকে কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলো না। ওর চোখের কুল ছাপিয়ে জল এলো। ও মুখ নিচু করলো।

এই সময়ে সেজো বউ দ্রুত এগিয়ে এসে আধ টুকরো ওষুধের বড়ি বিমলকান্তির দিকে বাড়িয়ে ধরলো। বিমলকান্তি বড়ি নিয়ে জিভের নিচে দিলেন।

শ্যামলকান্তি বললেন, 'বড়দা, মেজদা যা বললো তা আমরা শুনলাম। কিন্তু এখনো তুমিই আমাদের মাথার ওপরে। বাবা থাকলে যা হতো, তুমি থাকা মানেও আমাদের কাছে তাই। বাবা বেঁচে থাকলে যা বলতেন, আমরা তাই মেনে নিতাম। এখন তুমি আর বড় বউদি যা বলবে, তাই হবে। আমি তো তাই বুঝি।' বলে তিনি তাঁর স্ত্রী সুপ্রিয়ার দিকে তাকালেন।

সুপ্রিয়া হ্যাঁ না কিছু না বলেও, স্বামীর প্রতি একবার প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করে, এগিয়ে গেল বাড়ির ছেলেদের দঙ্গলের মাঝখানে, যেখানে টুসি রয়েছে। শর্মিষ্ঠার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলেও, ওকে কোনো কথা বললেন না।

এই সময়ে বাড়ির বাইরে রাস্তা থেকে মোটরের হর্নের চেনা শব্দ ভেসে এলো। বিমলকান্তিকে রোজই অফিসের গাড়ি এ সময়ে নিতে আসে। অফিসের এই গাড়িটি প্রধানত তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্যই। কিন্তু তিনি পারতপক্ষে পারিবারিক ব্যাপারে গাড়ি ব্যবহার করেন না, যদিও অনেক সময়েই তা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে, শনি ও মঙ্গলবার গাড়িকে ভোরবেলা আসতেই হয়। বড় বউ শশীসুধা প্রত্যেক শনিবার মঙ্গলবার কালিঘাটে পূজা দিতে যান।

গাড়ি অমলকান্তিরও আছে। তাঁরও অফিসের গাড়ি, কিন্তু তিনি নিজে ড্রাইভ করেন। তিনি একটি মারোয়াড়ি ফার্মের চীফ এ্যাকাউন্টেন্ট। বিমলকান্তি একটি ইণ্ডো-বৃটিশ ফার্মের পার্সোনাল রিলেশন অফিসার।

স্বাধীনতার আগে ফার্মটি পুরোপুরি ব্রিটিশ ছিল। তখন সেখানে বিমলকান্তির পিতা একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁর জীবিতকালেই বিমলকান্তি মাত্র একুশ বছর বয়সে সেখানে চাকরিতে প্রবেশ করেছিলেন। তার কারণ আর কিছু না, বিমলকান্তির পিতা অকালে মারা গিয়েছিলেন। ব্রিটিশ আমলে, পিতার অকাল অথবা বয়সকালে মৃত্যু হলেও, ছেলের চাকরি সেখানে সেই ফার্মে একটি প্রথার মতো ছিল। ফলে বিমলকান্তি অল্প বয়সেই বিধবা মা ভগ্নি

এবং ভাইদের সহ সংসারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কোমলকান্তি, যার ডাক নাম ছোটকা, তার বয়স তখন দু' বছর মাত্র।

বিমলকান্তি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অলোককান্তিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'খোকা, ড্রাইভারকে বলে দে, আমি আজ দুপুরের পরে অফিসে যাবো। সেই অনুযায়ী তুই ডিরেক্টর মিঃ লিডবিটারকেও একটা টেলিফোন করে দিস অফিসে।'

খোকা বাইরের দরজা খুলতেই দেখা গেল, ছাদ ঢাকা পেভমণ্টের সামনেই, গাড়ির মধ্যে উর্দি পরা ড্রাইভার বসে রয়েছে। সে ঘরের ভিতরে বিমলকান্তির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, ড্রাইভারকে কি এখন গাড়ি নিয়ে অফিসে চলে যেতে বলবো ?'

'অ্যাঁ!' বিমলকান্তিকে এক মুহূর্তের জন্য চিন্তিত দেখালো, তারপর বললেন, 'না, ও এখানেই থাক। কেবল জানিয়ে দাও, আমি ও-বেলা অফিসে যাবো।'

ড্রাইভার খোকাকে দরজায় দেখে ইতিমধ্যে নেমে দাঁড়িয়েছিল। খোকা বললো, 'সাব আজ লাঞ্চ টাইমকে বাদ দপ্তর যায়েঙ্গে। আপ আভি ইধার ঠাহ্‌র যাইয়ে।'

ড্রাইভার কপালে হাত ঠেকিয়ে বললো, 'বহুত আচ্ছা সাব।'

খোকা দরজা বন্ধ করে দিল। শ্যামলকান্তি বললেন, 'তবে বড়দা, ব্যাপারটার মধ্যে ভাববারও কিছু রয়েছে।'

'নিশ্চয় রয়েছে।' বিমলকান্তি বললেন, এবং স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, 'বড় বউ, তুমি ওকে বসতে বলো। আর ওরে এই, ছেলেগুলো—!' তিনি টুসিকে ঘেরা ছেলের দঙ্গলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোরা সবাই মিলে ওকে আর ঘাঁটাঘাঁটি করিস না। বাড়িতে একটা মেয়ে নেই তো, সবগুলো পাগল হয়ে উঠেছে।' বলতে বলতে টুসির দিকে তাকিয়ে, তাঁর চোখে যুগপৎ একটি স্নিগ্ধ স্নেহের কিরণ ও বিষণ্ণতার ছায়া ফুটে উঠলো। তিনি আবার বললেন, 'তোরা ওকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে যা, আমি—আমরা এ ঘরে একটু কথা বলবো।'

সুপ্রিয়া টুসিকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। শশীসুধার দিকে তাকিয়ে বললো, 'বড়দি, আমিও সবাইকে নিয়ে ভেতরে যাচ্ছি।'

টুসি যেন গভীর মনোযোগ সহকারে ওর কালো বড় বড় চোখে সুপ্রিয়ার মুখের দিকে ঝুঁকে দেখছিল। শশীসুধা বললেন, 'যা।'

সুপ্রিয়ার সঙ্গে ছেলের দল এমন কলরব তুলে বাড়ির মধ্যে ছুটলো, যেন বাড়িতে কোনো উৎসব লেগেছে। বিমলকান্তি স্বগতোক্তির মতো বললেন, 'একটা মেয়ে পেয়ে সবগুলো যেন পাগল হয়ে গেছে।'

ঘরের মধ্যে বিমলকান্তি ছাড়া রইলেন শশীসুধা, শ্যামলকান্তি খোকা আর শর্মিষ্ঠা। শশীসুধা একটি বড় শোফায় বসে ডাকলেন 'শর্মিষ্ঠা, তুমি এখানে বসো।' বলে নিজের পাশে জায়গা দেখিয়ে শ্যামলকান্তি আর খোকার দিকে ফিরে বললেন, 'রাঙা ঠাকুরপো, তুমি বসো। খোকা, তুই বোস।'

সকলে বসার পরেও শর্মিষ্ঠা কয়েক মুহূর্ত যেন আড়ষ্ট হয়ে রইলো। তারপরে শশীসুধার কাছে গিয়ে নিচু হয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। শশীসুধা 'থাক থাক' বললেও, প্রসন্ন চোখে শর্মিষ্ঠার মুখের দিকে দেখলেন, এবং ওর চিবুকে হাত স্পর্শ করলেন। শর্মিষ্ঠা বসলো না, এগিয়ে গেল শ্যামলকান্তির দিকে এবং নিচু হয়ে তাঁর পায়ের দিকে হাত বাড়াতেই, তিনি লুঙ্গি চেপে ধরে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন 'আ-হা-হা, আমাকে আবার কেন?'

খোকা ঠোঁট মুচকে নিঃশব্দে হাসলো। মায়ের দিকে তাকালো।

শশীসুধা বললেন, 'কেন আবার, সম্পর্কের কথা না [illegible] ছেড়েই দিচ্ছি, বয়সে তো তুমি বড়।'

'আচ্ছা সে সব পরে দেখা যাবে।' শ্যামলকান্তি বিব্রত ভাবে বললেন।

অতএব যথাবিহিত প্রণাম অসম্পূর্ণ রেখেই, শর্মিষ্ঠাকে শশীসুধার পাশে বসতে হলো। ঘরের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত, পিন-পতন নৈঃশব্দ বিরাজ করল। বিমলকান্তি গলা খাকারি দিলেন, তারপরে সকলের

মুখের দিকে দেখে, শশীসুধার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাগজের লেখাটা পড়ে, মোটামুটি একটা আচমকা খবর আমরা পেলাম, কেমন, তাই তো?' বলে তিনি শ্যামলকান্তির দিকে তাকালেন।

শ্যামলকান্তি ঘাড় ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালেন। বিমলকান্তি আবার শশীসুধার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন কথা হচ্ছে, ছোটকা আমার ছোট ভাই। ওর যা চরিত্র, ওর দ্বারা সবই সম্ভব। কিন্তু আমার মনে কয়েকটা কথা আসছে, যার জবাব না পেলে আমি শান্তি পাচ্ছি না।' বলে আবার শ্যামলকান্তির দিকে ফিরে বললেন, 'মানে স্বস্তি পাচ্ছি না।'

শ্যামলকান্তি অগ্রজের মনের কথা যথার্থ অনুমান করতে না পেরে, খানিকটা দ্বিধার সঙ্গে মাথা ঝাঁকালেন।

বিমলকান্তি আবার শশীসুধার দিকে তাকালেন, এবং তার মধ্যেই এক পলকে নতমুখী শর্মিষ্ঠাকেও দেখে নিলেন। গলা খাকারি দিয়ে বললেন, 'তোমার বাপের বাড়ি কোথায়? তোমার বাবা মা আছেন কী না? থাকলে, তাঁরা কোথায় আছেন? ছোটকার সঙ্গে কী ভাবেই বা তোমাদের যোগাযোগ হলো, আর কী ভাবেই বা এই বিয়ে হলো?' বলে তিনি শ্যামলকান্তির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন, ঠিক কী না?'

শ্যামলকান্তি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ঠিক। ছোটকা বউ ফেলে পালিয়ে যেতে পারে, এ কথা আমরা বিশ্বাস করি।' কিন্তু এ সব আমাদের জানা দরকার।'

শর্মিষ্ঠা মনে মনে যতোই শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে, ততোই যেন একটা ভয় আর দ্বিধা ওকে ভিতরে ভিতরে অস্থির করে তুলছে। এখন ওর চোখে জল নেই। কোলের ওপর শাড়ির আঁচলের প্রান্ত নিয়ে দু'হাতে খুলছে, জড়াচ্ছে। শশীসুধা জিজ্ঞাসু প্রত্যাশার দৃষ্টিতে শর্মিষ্ঠাকে দেখছেন।

বিমলকান্তি যেন খানিকটা আশ্বস্ত করার স্বরে বললেন, 'আমরা এ ঘরে যারা আছি, তুমি আমাদের কাছে অকপটে সব কথা খুলে

বলতে পারো। যে কোনো কথা—মানে আমি বলতে চাইছি—।' তিনি শ্যামলকান্তির দিকে ফিরে বললেন, 'হতেও তো পারে, সে হতভাগা তোমাকে মিথ্যা কথা-টথা বলে নানা রকম ভুল বুঝিয়েছে আর তুমি তাই শুনে হয়তো ছোটকাকে ইয়ে—মানে কথাটা—।' কিন্তু কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না। জিজ্ঞাসু চোখে শ্যামলকান্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শ্যামলকান্তি একটু নড়েচড়ে বসে, অগ্রজের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মানে তুমি বলছো ছোটকার সঙ্গে যদি ওর ইয়ে হয়ে থাকে।'

'হ্যাঁ, আমি সেই ইয়ের কথাই বলছি।' বিমলকান্তি বললেন, 'ছোটকা যা ছেলে, ও খুব ভালো সেজে, যে কোনো মানুষের মন ভোলাতে ভীষণ ওস্তাদ। হয়তো ওর ভালো ভালো কথা শুনে, তুমি ওকে ইয়ে করেছো মানে, হ্যাঁ, ওর ইয়েতে পড়েছো।'

খোকার গোঁফের ফাঁকে হাসি ফুটে উঠলো। ও মায়ের দিকে তাকালো। শশীসুধার ভুরু কুঁচকে উঠেছিল। তিনি বললেন, 'তখন থেকে দু' ভাইয়ে কী ইয়ে ইয়ে করে যাচ্ছো? বলো যে, ছোট ঠাকুরপোর মন ভোলানো কথা শুনে, আর আচার আচরণ দেখে, দুজনের ভাব-ভালবাসা হয়েছে, এই তো?'

'এই, এই, ঠিক এই কথাটাই, বড় বউ, আমি বলতে চাইছিলাম।' বিমলকান্তির ভাষার রুদ্ধ প্রস্রবণ যেন হঠাৎ খুলে গেল। তিনি শ্যামলকান্তির দিকে ফিরে বললেন, 'কি রে, তাই তো?'

শ্যামলকান্তি মাথা ঝাঁকিয়ে বয়সের থেকেও ভারিক্কি চালে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। হতেও তো পারে, ছোটকার কথায় ভুলে হয়তো ও বাবা মাকে ছেড়ে, বাড়ি থেকে ইয়ে করেই চলে এসেছে। যা আজকাল আখচার চটছে।'

'আবার ইয়ে!' শশীসুধা শ্যামলকান্তিকে প্রায় ধমকিয়ে বলে উঠলেন, 'বলো যে, বাড়ি থেকে হয়তো পালিয়েই এসেছে।'

বিমলকান্তি বলে উঠলেন, 'ঠিক ঠিক, ঠিক এই কথাটাই আমি বলতে চাইছিলাম।'

'আমিও।' শ্যামলকান্তি প্রতিধ্বনি করলেন।

খোকার পক্ষে হাসি সামলানো ক্রমেই দায় হয়ে উঠছিল। কিন্তু শর্মিষ্ঠার জবাব শোনবার জন্য ব্যগ্র কৌতূহল ওকে সামলিয়ে রাখছে।

শর্মিষ্ঠা বুঝতে পারছে ক্রমেই অগ্নিপরীক্ষার লেলিহান শিখা ওকে স্পর্শ করছে। ভিতরের ভয় দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে, মুখ না তুলে ও নিচু স্বরে বললো, 'একদিক থেকে আপনারা ঠিকই বলেছেন।'

'হতেই হবে, হতেই হবে। ছোটকাকে আমি চিনি না?' বিমলকান্তি বলে উঠলেন, 'রাস্কেলটা সারা জীবন আমাকে জ্বালিয়ে খেয়েছে, খাচ্ছেও।'

শ্যামলকান্তি বললেন, 'ছোটকার ব্যাপার যখন, তখন এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।'

'কিন্তু আমি ওঁর সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসিনি।' শর্মিষ্ঠা নতমুখে নিচু স্বরে বললো।

বিমলকান্তি শ্যামলকান্তির দিকে ফিরে বললেন, 'তাই নাকি?'

'আশ্চর্য তো!' শ্যামলকান্তি বললেন।

শশীসুধা বললেন, 'কেন, এতে তোমাদের আশ্চর্য হবার কি আছে, শুনি? কোন্ বুদ্ধিতে তোমরা ধরেই নিলে, ও ছোট্‌ঠাকুরপোর সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছে?'

'হ্যাঁ, তাও তো বটে। বড় বউ ঠিকই বলেছে।' বিমলকান্তি তৎক্ষণাৎ শ্যামলকান্তির দিকে ফিরে বললেন, 'আমরা আগে থেকেই এ রকম একটা ব্যাপার ধরে নিতে পারি না।'

শ্যামলকান্তি বিশেষ চিন্তিত মুখে বললেন, 'হুঁম্, খুব ঠিক কথা, এটা আমরা ধরে নিতে পারি না। তবে ছোটকার ব্যাপার বলেই—'

'ঠিক ঠিক, ছোটকার ব্যাপার বলেই এ রকমটা আমরা ধরে নিতে যাচ্ছিলাম।' বিমলকান্তি বলে উঠলেন, 'কারণ আমি যে ঘর পোড়া গরু। ও যে আমাকে কতোবার কতো রকম মিষ্টি কথা বলে ভুলিয়েছে, উহ!' আশাহত বিস্ময়ের শব্দ বেরুলো তাঁর গলা দিয়ে।

শশীসুধা ঈষৎ ব্যঙ্গ হেসে বললেন, 'যেন আর কখনো ভুলবে না!'

খোকার গোঁফের ফাঁকে হাসি মিটমিট করছে। বিমলকান্তি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। নতমুখী শর্মিষ্ঠা তা দেখতে পায়নি। ও কিছুটা স্বস্তি বোধ করছিল এঁদের কথায়, এবং সুযোগ খুঁজছিল, এঁদের কথার সঙ্গে তাল মিলিয়ে, এঁদের মনের মতো জবাব দেবার। ও বললো, 'তবে উনি—।'

বিমলকান্তি বাধা পেয়ে, অবাক হয়ে শর্মিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কে উনি?'

'কে আবার?' শশীসুধা বললেন, 'নিশ্চয় ছোট্‌ঠাকুরপোর কথাই বলছে। তাই তো?'

শর্মিষ্ঠা মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'স্বামী নিন্দে করতে নেই, তবে উনি আমাকে, আমার মাকে অনেক বাজে কথা বলেছিলেন।'

'আরে, এ হতেই হবে, হতেই হবে।' বিমলকান্তি যেন তাঁর মনের মতো জবাব পেয়ে, হঠাৎ অতি মাত্রায় উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, 'তবে বউমা—।' সম্বোধনটা উচ্চারণ করেই থমকিয়ে গেলেন, এবং শশীসুধা শ্যামলকান্তির দিকে অপ্রস্তুত ভ্রূকুটি চোখে তাকালেন। দেখলেন, দুজনেই তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করে আছেন। বিমলকান্তি অপ্রস্তুত ভাবেই একটু হেসে উঠে বললেন, 'যাই হোক, সেটা পরে ভেবে দেখা যাবে, তবে তোমাকে বলছি—কী যেন তোমার নাম?'

'শর্মিষ্ঠা।' শশীসুধা জবাবে বললেন।

বিমলকান্তি তর্জনী তুলে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, শর্মিষ্ঠা। মাইকেলের একটা নাটকের নাম ছিল শর্মিষ্ঠা, ঠিক কী না?' শ্যামলকান্তির দিকে তাকালেন

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কী বলতে যাচ্ছিলে?' শ্যামলকান্তি বললেন।

বিমলকান্তি শশীসুধার দিকে ফিরে বললেন, 'হ্যাঁ, যা বলতে যাচ্ছিলাম। বলছিলাম, তোমাকে আর তোমার মাকে কেন, ছোটকা গোটা কলকাতার লোককে বাজে কথা বলে বেড়াচ্ছে, আর সে সবই আমাদের কানে আসে। আমি বলছি, সত্যি কথা বললে, তাতে স্বামী নিন্দে করা হয় না। কিন্তু তুমি বললে, তোমাকে আর তোমার

মাকে ছোটকা বাজে কথা বলেছিল। তার মানে কি তোমার—?' তিনি গলায় জিজ্ঞাসা বজায় রেখে, কথাটা থামিয়ে দিলেন।

শর্মিষ্ঠার এ জিজ্ঞাসার তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধা হলো না, বললো, 'আমার বাবা নেই, আমার ছেলেবে[illegible]ভই তিনি মারা গেছেন।' ওর স্বর রুদ্ধ হয়ে এলো।

বিমলকান্তি গলা খাকারি দিলেন। শ্যামলকান্তি নড়েচড়ে বসলেন। শশীসুধা নারীজাতি বলেই বোধহয় তাঁর পক্ষে সব বিষয়ে বেশি আবেগপ্রবণ হওয়া চলে না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে তোমাদের সংসার কে দেখাশোনা করেন? তোমরা ক'ভাই বোন?'

'আমরা তিন বোন, দুই দাদা।' শর্মিষ্ঠা মাথা নামিয়ে রেখেই নিচু স্বরে বললো, 'বাবা মারা যাবার পরে আমার বড়দাই কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছেন।'

'তার মানে আমার মতো অবস্থা।' বিমলকান্তি বলে উঠলেন, 'অল্প বয়সে বাবা মারা গেলে যা হয়। আর মেজদা কি করেন?'

শর্মিষ্ঠা বললো, 'মেজদা বড়দার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেছে, আমাদের সঙ্গে থাকে না।'

'আশ্চর্য, একটা না একটা ঝামেলা থাকবেই।' বিমলকান্তি বলে উঠলেন, 'তা নইলে আর সংসার হয় কেমন করে। তা তোমার বড়দা কোথায় কাজ করেন?'

শর্মিষ্ঠা একটি স্টীল মেসিন ম্যানুফ্যাকচারিং বিখ্যাত কারখানার নাম করে বললো, 'বড়দা সেখানে মেকানিক্যাল সুপারভাইজারের কাজ করেন। আগে অবিশ্যি উনি একজন সামান্য ফিটার হয়ে ঢুকেছিলেন।'

'তোমার বড়দার নাম কী?' শশীসুধা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন।

শর্মিষ্ঠা চকিতেই বুঝতে পারলো, শশীসুধা কেন এ কথা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি শর্মিষ্ঠার পৈতৃক পদবী শুনতে চান। এতক্ষণ এই প্রসঙ্গ ওঠেনি, এবং এ বিষয়ে শর্মিষ্ঠার কোনো সংকট ছিল না। বরং উৎকণ্ঠার মধ্যেও যেন একটা স্বস্তি অনুভব করলো। বললো,

'আমার বড়দার নাম রবিশেখর চক্রবর্তী। তবে দাদাকে সবাই শেখর চক্রবর্তী বলেই জানে, মেজদার নাম চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী।'

'তাঁদের গোত্র কী?' শশীসুধাই আবার জিজ্ঞেস করলেন।

শর্মিষ্ঠা এক মুহূর্ত থমকিয়ে থেকে জবাব দিল, 'গৌতম গৌত্র।'

'গৌতম গোত্র?' শশীসুধার ভুরু কুঁচকে উঠলো, 'তার মানে তোমাদের বাবার বংশ—।'

শর্মিষ্ঠা বলে উঠলো, 'বৈদিক। পাশ্চাত্য বৈদিক।'

'মা, এ সব কথা কেন তুলছো?' খোকা অর্থাৎ পুত্র হিসাবে এ বাড়ির এখন জ্যেষ্ঠ, আলোককান্তি, এই প্রথম কথা বললো, 'আজকের দিনে কি এটা কোনো যাচাইয়ের বিষয়?'

বিমলকান্তি তাড়াতাড়ি শ্যামলকান্তির দিকে ফিরে বললেন, 'খোকার সঙ্গে আমি একমত। জাতের বিচার দিয়ে কিছু হয় না। আসল হলো শিক্ষা দীক্ষা রুচি। আমাদের হলো কাশ্যপ গোত্র, চৌধুরি হলো নবাবী খেতাব, আসলে আমরা চাটুয্যে। মানে রাঢ়ি, কিন্তু তাতে কী এলো গেল?'

'ও সব জাতিপাতির কথা আমার মাথায় আসেই না।' শ্যামলকান্তি বললেন, 'আমি হলাম টি-টেস্টার, তা সে চা যে বাগানেরই হোক, আমার জানবার দরকার নেই।'

শশীসুধা তাঁর বাঁ হাত তুলে বললেন, 'থাক রাঙা ঠাকুরপো, থাক। তবু যদি না জানতাম! প্রেম করে বিয়ে করেছ, কিন্তু তার বেলায় তো বেছে গুছে কুলিন বামুনের মেয়ের সঙ্গেই করেছ।'

শ্যামলকান্তি বিমলকান্তির দিকে তাকিয়ে প্রায় চোখ বুজে সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'বড় বউদির এই এক কথা। সুপ্রিয়াকে আমি যখন প্রথম দেখেছিলাম, তখন কি ওর গায়ে মুখুজ্যেদের ছাপ লাগানো ছিল?'

'ও সব আমার জানা আছে।' শশীসুধা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললেন, 'তা বলে ছোট ঠাকুরপো কাদের বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করেছে, সে খোঁজখবর করবো না নাকি?

বিমলকান্তি বললেন, 'নিশ্চয় করবে। করাও তো হলো। রাঢ়ি বৈদিক আজকাল তো আখচার বিয়ে হচ্ছে। পাশ্চাত্য বৈদিকরা তো আর ছোট না!'

খোকা আবার বললো, 'আর্য ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বলো। ছোট কাকার জ্ঞান দেখছি এ ব্যাপারে খুব টনটনে।'

'ওরে, ও যে কতো বড় সেয়ানা, সে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।' বিমলকান্তি বললেন, 'কিন্তু হতভাগা কেন এই মেয়েটিকে এনে কষ্ট দিল?'

শ্যামলকান্তি বললেন, 'ছোটকার বিষয়ে এ সব কথা তোলার মানেই হয় না।'

বিমলকান্তি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই শশীসুধা জিজ্ঞেস করলেন, 'তিন বোনের মধ্যে তুমিই কি সব থেকে বড়?'

শর্মিষ্ঠা নতমুখে মাথা নেড়ে বললো, 'না, বোনদের মধ্যে আমি মেজো। দিদির বিয়ে হয়েছে বছর ছয়েক আগে, ও আছে রাণীগঞ্জে। জামাইবাবু, কয়লাখনির ওভারসিয়ারের কাজ করেন।' কথা বলতে বলতে যেন গলা ওর শুকিয়ে উঠেছে, এবং আবার একটা ভয় আর অস্থিরতা ওর মনের মধ্যে জেগে উঠছে। বললো, 'ছোট বোনের এখনো বিয়ে হয়নি।'

'বাড়ি কোথায়? নিজেদের বাড়ি?' বিমলকান্তি শশীসুধার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

শশীসুধা শর্মিষ্ঠার দিকে তাকালেন। শর্মিষ্ঠা জবাব দিল, 'না, নিজেদের বাড়ি নয়, ভাড়া বাড়ি। খিদিরপুরে আমাদের নিজেদের বাড়ি যেখানে ছিল, তার পাশেই একটা বাড়িতে আমরা ভাড়া থাকি। আমাদের নিজেদের বাড়ি অনেক কাল আগেই বিক্রি হয়ে গেছে।'

'কিন্তু—' শশীসুধা শর্মিষ্ঠার দিকে খানিকটা ঘুরে বসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছোট্‌ঠাকুরপোর সঙ্গে তোমাদের চেনা জানা হলো কেমন করে?'

শর্মিষ্ঠার বুকের মধ্যে একবার কেঁপে উঠলো। শশীসুধাকেই ওর ভয় বেশি। এ সব ক্ষেত্রে নারীকেই নারী সব থেকে বেশি ভয় পায় পুরুষের সামনে তু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে, করুণ স্বরে কথা বলেই অনেক সময় কাজ হাসিল করা যায়। পুরুষ শত হলেও পুরুষ। নারীকে সে চিরদিন জয় করে এসেছে। কিন্তু নারীও কি চিরদিন পুরুষকে জয় করে আসেনি? পুরুষ ঢাক ঢোল পিটিয়ে পৌরুষের দ্বারা তা ঘোষণা করে। নারী অন্তরালে আপন মনে হাসে। কিন্তু নারীর সমুখেই নারী সর্বাপেক্ষা বিড়ম্বিতা। যদিও শর্মিষ্ঠার জবাব তৈরিই ছিল, আর ও খুব স্বাভাবিক ভাবেই বললো, 'আমার বড়দার সঙ্গে টুসির বাবার পরিচয় ছিল। কী ভাবে তাঁদের পরিচয়. সে সব আমি কিছুই জানি না। প্রায় বছর চারেক আগে, আমার বড়দার সঙ্গে তিনি আমাদের বাড়ি যান, আর সেই থেকেই যাতায়াত চলতে থাকে। বড়দা জানতেন—' শর্মিষ্ঠা হঠাৎ থেমে গেল।

'বড়দা কী জানতেন?' বিমলকান্তি এবার সোজাসুজি নতমুখী শর্মিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। সকলেরই চোখে কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা। সকলেরই দৃষ্টি শর্মিষ্ঠার দিকে।

শর্মিষ্ঠা বললো, 'বড়দা জানতেন, উনি খুব বড়লোকের বাড়ির ছেলে। বড়দা আমাদের সেই রকম বলেছিলেন, আর আমরাও দেখতাম, তাঁর পোশাক-আশাক থেকে খরচের বহরে, তিনি সত্যি বড়লোক। ট্যাক্সি ছাড়া কখনো চলাফেরা করতেন না। মা শত বারণ করলেও, তিনি আমাদের জন্য নানান্ কিছু কিনে নিয়ে যেতেন। আমাদের সংকোচকে তিনি এমন ভাবে হেসে উড়িয়ে দিতেন—'।

'যেন তিনি তোমাদেরই পরিবারের একজন, তাই তো?' বিমলকান্তি বলে উঠলেন।

শর্মিষ্ঠার নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠেছে। কপালে চিবুকে নাকের ডগায় কিছু কিছু ঘাম জমেছে। ও মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো।

শ্যামলকান্তি বললেন, 'আর এমন মিষ্টি কথাবার্তা বলতো, যেন ও একটা দেবতা, তাই না?'

শর্মিষ্ঠা আবার মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো। বিমলকান্তি ডান হাত তুলে তর্জনী নেড়ে উচ্চস্বরে বললেন, 'হতেই হবে, হতেই হবে। সে হতভাগা ওই করে আমার সর্বনাশ করে ছেড়েছে। কিন্তু তা বলে একটা মেয়ের সর্বনাশ করবে? আর এইটুকু শিশু যার সন্তান!'

'আহা, তার পরের ব্যাপারটা জানতেই দাও না।' শশীসুধা বললেন, 'বিয়েটা ঘটলো কী করে, সেটা জানতে হবে তো!'

বিমলকান্তি বললেন, 'তা হবে, কিন্তু তার আগে, আমি অন্য একটা ব্যাপার মিলিয়ে নিতে চাইছি।' তিনি শ্যামলকান্তির দিকে ফিরে বললেন, 'এদের বাড়িতে ক'বছর আগে ছোটকা গেছলো বললে?'

'চার বছর।' শ্যামলকান্তি বললেন।

বিমলকান্তির কপালে গভীর রেখা ফুটলো, 'চার বছর। তার মানে তখন ছোটকা সেই বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ক্যাশিয়ার। সেই ক্যাশিয়ারের চাকরির জন্য পঁচিশ হাজার টাকা আমাকে স্টোরের ব্যাঙ্কে জামিন হিসাবে জমা রাখতে হয়েছিল।'

'আর ছোটকা টোটাল ক্যাশ ভেঙেছিল পঞ্চান্ন হাজার টাকা।' শ্যামলকান্তি বললেন, 'তারপরেই সট্‌কেছিল।'

বিমলকান্তি বললেন, 'আর ঠিক তখনই বড়লোকি চাল দেখিয়ে এদের বাড়ি যাতায়াত করছিল। এ আর দেখতে হবে না।'

'কিন্তু এখন দেখতে হবে, বিয়েটা হয়েছে ক'বছর আগে।' শশীসুধা বললেন, 'চারবছর আগে ছোট্‌ঠাকুরপো ক্যাশ ভেঙেছিল।'

শর্মিষ্ঠার বুক আবার কেঁপে উঠলো, বললো, 'আমাকে উনি বিয়ে করেছেন, এখন থেকে প্রায় তিন বছর আগে।'

'ব্যাস, এর ওপরে আর কথা নেই।' বিমলকান্তি বললেন, 'সব ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে।'

শশীসুধা বললেন, 'বিয়েটা হয়েছিল কি ভাবে?'

শর্মিষ্ঠার শিরদাঁড়ায় কাঁপুনি লাগলো, কিন্তু নিজেকে শক্ত করে, সহজ ভাবে বললো, 'রেজিস্ট্রী করে।'

'কেন, রেজিস্ট্রী করে কেন ?' শশীসুধা প্রশ্ন তুললেন, 'তোমার মা দাদার সঙ্গে ছোট্‌ঠাকুরপোর যখন এতই চেনা-জানা ছিল, আপনা আপনি হয়েছিল, তখন শাস্ত্রমতে বিয়েতে বাধা ছিল কোথায় ?'

শর্মিষ্ঠার কপালের ঘাম গালে ঝরে পড়লো। ও তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বললো, 'বিয়েতে মায়ের আপত্তি ছিল, কারণ উনি আপনাদের না জানিয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন।'

'তা তো চাইবেই।' বিমলকান্তি বলে উঠলেন, 'তা নইলে যে রাস্কেলটার ভাণ্ডাফোঁড় হয়ে যেতো। ঠিক কী না ?' তিনি শ্যামলকান্তির দিকে তাকালেন।

শ্যামলকান্তি কিছু বলার আগেই শশীসুধা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মায়ের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও রেজিস্ট্রী বিয়ে হলো কী করে ?'

শর্মিষ্ঠা এবার কোনো জবাব দিল না, মাথা নীচু করে চুপ করে রইলো। কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথাই বললেন না। শর্মিষ্ঠাই নিচু স্বরে বললো, 'উনি আমাকে যা বলেছেন, আমি তাই করেছি।'

'ঠিক ঠিক, তাই তো হবে বড় বউ।' বিমলকান্তি বললেন, 'তা নইলে এতক্ষণ ধরে আর কী শুনলে। ছোটকার সঙ্গে তো তখন ওর ইয়ে হয়েছে।' তিনি শ্যামলকান্তির দিকে তাকালেন।

শ্যামলকান্তি বললেন, 'ছোটকার মিষ্টি আর ভালোমানুষি কথায়, তখন তো ওদের ইয়ে চলেছে। না, ছোটকা তখন ওর চোখে দেবতা।'

'সেই তো... মানুষের মন ভোলাতে ছোটকার জুড়ি মেলাই ভার।' বিমলকান্তি বললেন।

শশীসুধা ঈষৎ বিরক্ত স্বরে বললেন, 'তাহলে তোমরাই যা বলবার বলো, ওকে আর কিছু বলতে দিও না।'

বিমলকান্তি অপ্রস্তুত বিস্ময়ে শ্যামলকান্তির দিকে তাকালেন। শ্যামলকান্তির দৃষ্টিও তাঁর দিকে, এবং দুজনের মুখের অবস্থা এক রকম। শশীসুধা সে সব লক্ষ্য না করে, শর্মিষ্ঠার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর কী হলো ? রেজিস্ট্রী বিয়ে তো হলো। ছোট্‌ঠাকুরপো তোমাকে নিয়ে কোথায় তুললো ?'

'আলিপুরে।' শর্মিষ্ঠা প্রায় স্খলিত স্বরে বললো, 'খুব সুন্দর একটা সাহেব বাংলো মতন বাড়িতে।'

'তা তো তুলবেই, তা তো তুলবেই!' বিমলকান্তি শ্যামলকান্তির দিকে ফিরে চোখের তারা ঘুরিয়ে বললেন, 'তখন যে পঞ্চান্ন হাজার-টাকার ছিনিমিনি চলছে।'

শশীসুধা জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর?'

শর্মিষ্ঠা হোঁচট খেল। সমস্ত সাজানো কথাবার্তার খেই হারিয়ে যেতে লাগলো যেন। বললো, 'তারপরে? তারপরে ইয়ে—দেখলাম, তিনি যা তা সব খেয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরতেন। 'অথচ আগে কখনো ও সব দেখিনি। আস্তে আস্তে জানলাম, রেস্ আর জুয়া ছাড়া তিনি থাকতে পারেন না। ওঁর যে এত বাজে লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকতে পারে, তাও কখনো ভাবতে পারিনি। 'আর সেই সব বন্ধুরা যখন আমাদের বাড়ি আসতেন, তখন মনে হতো বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাই।'

'ইচ্ছে করছে, রাস্কেলটাকে পেলে, এখনই আমি সজুত করি।' বিমলকান্তি উত্তেজিত রাগে বলে উঠলেন।

শশীসুধা মোটেই ভবি ভোলবার নন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর? তুমি কি এখন আলিপুরের সেই বাড়ি থেকেই এলে?'

শর্মিষ্ঠা প্রস্তুত ছিল, জবাব দিল, 'না না, আলিপুরের সে বাড়িতে আমরা আট দশ মাসের বেশি ছিলাম না।'

'তার মানে, সেই পঞ্চান্ন হাজার তখন শেষ করে এনেছে।' বিমলকান্তি শ্যামলকান্তির দিকে তাকিয়ে বললেন।

শ্যামলকান্তি তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মাথা ঝাঁকালেন। শশীসুধা জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন তুমি কোথা থেকে এলে?'

'এখন এলাম টালিগঞ্জের লেক গার্ডেনের কাছ থেকে।' শর্মিষ্ঠা জবাব দিল এবং একটা ঠিকানাও বললো, 'কিন্তু তার আগে রিজেন্ট পার্কের কাছে একটা বাড়িতে ছিলাম। টুসি সেখানেই—।' ও আর কথা শেষ করলো না।

'মানে স্বর্গ থেকে আস্তে আস্তে মর্ত্যে।' বিমলকান্তি বললেন, 'বড় বউ, এ তো সোজা হিসেব। এর পরে একেবারে বস্তিতে—মানে, নরকে নামতো। তার একটা মানে বুঝতাম। কিন্তু ছোটকা ওদের ফেলে তার আগেই শট্‌কেছে। কতো দিন হলো চলে গেছে?'

শর্মিষ্ঠা বললো, 'দু'মাসের ওপর। বাড়িভাড়া তার কয়েক মাস আগে থেকেই বাকি ছিল।'

'এ বাড়ির ঠিকানা, আমাদের কথা তোমাকে কে বলেছে?' শশীসুধা জিজ্ঞেস করলেন।

শর্মিষ্ঠার গলা যেন হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে এলো, চোখে জল দেখা দিল, বললো, 'ওঁর মুখেই শুনেছিলাম, তা ছাড়া আমি আর কোথা থেকে জানবো বলুন।—কিন্তু—'

'আরে এ তো জানা কথাই, আমাদের কথা ওকে আর কে বলবে?' বিমলকান্তি বলে উঠলেন শ্যামলকান্তির দিকে তাকিয়ে।

শশীসুধা বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু বলে যেন কী বলতে যাচ্ছিলে?'

শর্মিষ্ঠা বললে, 'কিন্তু উনি আমাকে বরাবর শাসিয়েছেন, আমি যেন কখনো এ বাড়িতে আসার চেষ্টা না করি। যদি আসি—।' ওর গলার স্বর কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এলো। তথাপি কান্না ভাঙা স্বরে বললো, 'যদি আসি উনি নাকি অস্বীকার করবেন আমি ওর বিবাহিতা স্ত্রী।' ওর শেষের কথাগুলো উচ্ছ্বসিত কান্নায় বিকৃত শোনালো।

শশীসুধার চোখ দুটিও হঠাৎ ছলছলিয়ে উঠলো। তিনি শর্মিষ্ঠার কাঁধে একটি হাত রেখে এই প্রথম আবেগ স্ফুরিত করুণ স্বরে বললেন, 'কাঁদিস না ভাই। মেয়ে হয়ে এ যে কতো বড় অপমান আমি বুঝি। স্বামী তার স্ত্রীকে বলছে অস্বীকার করবে?'

শর্মিষ্ঠার কান্না যেন সহসাই আরো তীব্র হয়ে উঠলো। শশীসুধা ওর গলা জড়িয়ে নিজের আরো কাছে টেনে নিলেন, 'ছোট্‌ঠাকুরপোর মনটা যে ভগবান কি দিয়ে গড়েছেন!'

'যা দিয়েই গড়ুন, কিস্‌সু এসে যায় না।' বিমলকান্তি এবার উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন। আরক্ত মুখে যুগপৎ ব্যথা ও ক্রোধের

আলোছায়া, চিৎকার করে বললেন, 'অস্বীকার করতে চাইলেই হলো ? সমাজ সংসার আইন কানুন সব কি রসাতলে গেছে ?'

'তা ছাড়া স্নেহ মমতা, মর্যাদা বলেও তো কথা আছে।' শ্যামলকান্তি বললেন।

বিমলকান্তি বললেন, 'নিশ্চয়ই। করুক অস্বীকার। কে মানছে ওর অস্বীকার ? রাস্কেলটার সাহস থাকে আমাকে এসে বলুক, দেখি ওর কতো বড় বুকের পাটা।'

'ওগো, তুমি আবার উত্তেজিত হয়ে ?' শশীসুধা বললেন।

বিমলকান্তি কিছু জবাব দেবার আগেই, সুপ্রিয়া ঘরের মধ্যে এলো। তার চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া। শশীসুধা তাকে বললেন, 'ওরে রাঙা বউ, তোর বড়দাকে আরো আধখানা বড়ি এনে দে।'

সুপ্রিয়া শশীসুধার গলা জড়ানো ধরা অবস্থায় শর্মিষ্ঠাকে একবার দেখে, বাড়ির ভিতরে যেতে উদ্যত হতেই, বিমলকান্তি বললেন, 'আর আমাকে যা হোক একটু কিছু খাবার আর এক কাপ চা দিতে বলো। আমি একবার বেরোব।'

সুপ্রিয়া ঘাড় কাত করে, বাড়ির মধ্যে চলে গেল। এ সময়েই অমরকান্তি স্যুটেড বুটেড হয়ে বাড়ির ভিতর থেকে বাইরের ঘরে এলেন। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সকলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। তারপরে একটি কথাও না বলে, নিরেট গম্ভীর মুখে, জুতোর ভারি শব্দ তুলে, বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। দরজাটা টেনে দেবারও চেষ্টা করলেন না।

অমলকান্তির ব্যবহারে, সমস্ত ঘরের মধ্যে মুহূর্তের স্তব্ধতা নেমে এলো। খোকা উঠে গিয়ে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল।

বিমলকান্তি বলে উঠলেন, 'অমলটার আবার সন্দেহ বাতিক, আর হাড় গোঁয়ার। ও যা খুশি ভাবুক গিয়ে, এখন ও সব দেখতে গেলে চলবে না।'

শশীসুধা বললেন, 'ন' ঠাকুরপোর এমন একটু স্থিরতা নেই, যে সব কথা শুনে তবে বিচার করবে।'

'সে আর তুমি কী করবে বড় বউদি।' শ্যামলকান্তি বললেন, 'ন'দা বরাবরই ওই রকম।'

বিমলকান্তি বললেন, 'যে যে রকম খুশি থাকুক, আমার কিছু বলার নেই। ফলেন পরিচিয়তেঃ। এখন বড় বউ, তুমি একে নিয়ে বাড়ির ভেতরে যাও।'

শশীসুধা শর্মিষ্ঠার হাত টেনে ধরে দাঁড়ালেন, বললেন, 'চলো ভাই. আমরা ভেতরে যাই। টুসিটা আবার কী করছে দেখি গিয়ে।'

শর্মিষ্ঠা ভিতরে পা বাড়ালো। কিন্তু বিমলকান্তির কথায় ওর মনে হরিষে বিষাদ জাগলো। বিষাদ অর্থাৎ ভয়। উনি এখন কোথায় যাবেন? মনে মনে উদ্বিগ্ন প্রার্থনা করলো, আর যেখানেই যান, খিদিরপুরে আমাদের বাড়ি যেন না যান। তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই প্রার্থনার সঙ্গে ওর প্রাণে একটাই সান্ত্বনা, ও খিদিরপুরের ওদের বাড়ির রাস্তাঘাটের ঠিকানা বলেনি।

শশীসুধা শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে ভিতরে চলে যাবার পরেই, বিমলকান্তি শ্যামলকান্তির দিকে ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, 'কী রকম বুঝলে?'

শ্যামলকান্তি আমতা আমতা করে বললেন, 'এমনিতে তো খারাপ কিছু মনে হচ্ছে না।'

'তোমার কী মনে হলো?' বিমলকান্তি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের দিকে ফিরলেন।

খোকা বললো, 'আমি তো এতে মনে হওয়া-হওয়ির সে রকম কিছু দেখছি না। ছোট্‌কাকার দ্বারা সবই সম্ভব। তবে, আমাদের বোধহয় কিছুটা খোঁজ খবর নেওয়া দরকার।'

'ঠিক, ঠিক বলেছিস খোকা।' শ্যামলকান্তি বলে উঠলেন, 'অবিশ্যি যদিও আমি মেয়েটিকে মোটেই সন্দেহ করছি না, তবু খোঁজ খবর একটু নেওয়া দরকার।'

বিমলকান্তি ভুরু নাচিয়ে, তাঁর মুখে একটি রহস্যের হাসি ফুটিয়ে তুললেন, বললেন, 'হুঁ হুঁ, তোরা ভেবেছিস, খোঁজ খবর নোব কথাটার

আমার মনে আসেনি? তাহলে আর বললাম কেন, আমি এখন একটু বেরোব। আমি যা হোক একটু মুখে দিয়ে, এখনই যাবো টালিগঞ্জের লেক গার্ডেন্‌সের সেই ঠিকানায়, যেখান থেকে শর্মিষ্ঠা এখন এলো। সেখানে গেলেই খবর কিছু পেয়ে যাবোই। অবিশ্যি তোদের সঙ্গে আমিও একমত, শর্মিষ্ঠাকে আমি সে ধরণের মেয়ে ভাবতেই পারি না, যে এ রকম একটা জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা বলতে পারে। মানুষের মুখ দেখলে বোঝা যায় না সে সত্যি বলছে না মিথ্যে বলছে? আর বলতে নেই, ছোটকাকে যদি কোনো দিন মেয়ে দেখে আমাকে বিয়ে দিতে হতো, তাহলে আমি এমন একটি মেয়েকেই খুঁজে বের করতে চেষ্টা করতাম। বড় লক্ষ্মীশ্রী রূপ মেয়েটির। কথাবার্তাও ভারি সুন্দর। ওসব হেজিপেজি ঘরের মেয়ের মুখের কথা না, মনে হয় পেটে কিছু বিদ্যেও আছে। আর এই মেয়েটাকে কী না ছোটকা এমন ভাবে ডুবিয়ে দিয়ে পালিয়েছে?'

'তার চেয়ে বলো, এমন একটি মেয়ে ছোটকার পাল্লায় পড়লো কেমন করে!' শ্যামলকান্তির স্বরে বিস্ময়।

বিমলকান্তি অবাক হয়ে বললেন, 'এ আবার তুই কী বলছিস? রাস্কেলটার তো ওখানেই ক্রেডিট, হাজার অন্যায় করে এলেও, মনে হবে যেন ঈশ্বরের দূত, বড় ভালো মানুষ! ওর পাল্লায় কি আর মেয়েটি এমনি এমনি পড়েছে?'

খোকা হেসে বললো, 'বাবা, এ সব কথা তোমরা পরেও আলোচনা করতে পারবে। আমার আর একটা কথা মনে হচ্ছে। লেক গার্ডেন্‌সেব ঠিকানায় এখন যাচ্ছো যাও, তবে ছোট্‌কাকীর—।'

'অ্যাঁ!' বিমলকান্তি ভুরু কুঁচকে অবাক চোখে তাকালেন। পরমুহূর্তেই হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, ছোটকাকী—ঠিক, তাই তো বলবি নিশ্চয়! কী বলিস রে শামু?'

শ্যামলকান্তি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, তা ছাড়া আবার কী বলবে? এখন মোটামুটি ধরেই নেওয়া যায়, শর্মিষ্ঠা এ বাড়ির ছোট বউ, মানে ধরে নেওয়া বলতে বলছি, আসলে তা-ই।

'আর মেয়েটা!' বিমলকান্তির চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'কী নাম বললো যেন? টুসি! আহা, কী সুন্দর নাম। ভেবে ছাখ আমাদের বাড়িতে, চার ভাইয়ের ওই একটি মাত্র মেয়ে! বাড়িতে সাত সাতটা ছেলে আমাদের, মেয়ে একটাও ছিল না। উহু, ছোটকাকে কী বলবো! হতভাগা, এই বংশে তুই একটা মেয়ে এনেছিস, আর সেই মেয়েকে কী না এভাবে ফেলে পালিয়েছিস!'

শ্যামলকান্তি বললে, 'সাত ভাই চম্পার, এক বোন পারুল।'

'বাহ্! বাহ্বা! বাহ্বা! বেশ বলেছিস শামু।' বিমলকান্তি উৎসাহে বালকের মতো শরীর দুলিয়ে বলে উঠলেন, 'একেবারে খাঁটি রূপকথা যাকে বলে!'

খোকা বললো, 'কিন্তু বাবা, আমি যে কথা বলছিলাম—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ছোট্‌কাকী বলে যেন তুই কী বলতে যাচ্ছিলি?' বিমলকান্তি ছেলের দিকে ফিরলেন।

খোকা বললো, 'আমার মনে হয়, ছোট্‌কাকীর বাপের বাড়ি খিদিরপুরেও একবার যাওয়া দরকার। কী বলো রাঙাকাকা?'

'নিশ্চয়ই।' শ্যামলকান্তি বিশেষ জোর দিয়ে বললেন, 'বউ যখন এসেছে, তখন তার বাপের বাড়িতে নতুন আত্মীয়দের খোঁজ খবর নিতেই হবে।'

বিমলকান্তি যেন কিঞ্চিৎ বিরক্ত স্বরে বললেন, 'আচ্ছা, তোরা কী ভাবছিস, আমি তা ভাবিনি? লেক গার্ডেন্‌সের কথা যখন ভেবেছি তখন শর্মিষ্ঠার বাপের বাড়ি যাবার কথা ভাবিনি, তোরা ভাবলি কেমন করে? আর তা ছাড়া, সব ভার আমার একলার ওপরে ছেড়ে দিলে তো হবে না। তোরাও আমার সঙ্গে থাকবি।'

'খোকা থাকবে, খোকা থাকবে।' শ্যামলকান্তি বলে উঠলেন।

খোকা ভুরু কুঁচকে বললো, 'বাহ্ রাঙা কাকা, বেশ! ভুলে যাচ্ছো আমার নতুন চাকরি, আমাকে এখুনি বেরিয়ে যেতে হবে।'

'হ্যাঁ তুই তো আবার সি এম ডি এর এঞ্জিনীয়ার সাহেব, নতুন কলকাতা গড়ার কারিগর!' শ্যামলকান্তি বললেন, 'কিন্তু আমা

অফিসে মিনিমাম্ দশটা এ্যাড-ফটো কাম স্কেচ-এর কাজ বাকি পড়ে আছে। এক সপ্তাহের মধ্যে সেগুলো শেষ করতে হবে। চিফ আর্টিস্ট হওয়া তো না, বাঁশ।'

খোকা এঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেই, সি এম ডি এ-তে ভালো সুযোগ পেয়েছে। অবিশ্যি নিতান্ত খুটির জোরে না, ওর যোগ্যতার বশেই পেয়েছে। ওর রেজাল্ট হয়েছিল খুবই ভালো। একটি পাবলিসিটি ফার্মের চিফ কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। ওঁর বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশের বেশি না। শিল্পরসিক মহলেও ওঁর যথেষ্ট সুনাম আছে।

বিমলকান্তি বিরক্ত চোখে দুজনের দিকে দেখে হাত তুলে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোদের কাউকেই আমার সঙ্গে যেতে হবে না। বিমলকান্তি চৌধুরি তার নিজের কাজ নিজেই করতে পারে।'

শ্যামলকান্তি খোকার দিকে দেখলেন। খোকা রাঙাকাকার দিকে। শ্যামলকান্তি বললেন, 'সে কথা বলছি না। এখন লেক গার্ডেন্সে আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারবো, সে সময় আমি করে নিতে পারবো।'

'আর ও বেলা যদি খিদিরপুরে যাও, আমি তাহলে তোমার সঙ্গে তখন যেতে পারবো।' খোকা বললো।

বিমলকান্তি তথাপি আহত অভিমানে কী বলতে যাচ্ছিলেন। এই সময়ে সুপ্রিয়ার প্রবেশ ঘটলো। সে বললো, 'বড়দা, আপনি চা জলখাবার খাবেন আসুন।'

বিমলকান্তি আর কিছু না বলে ভিতরে চলে গেলেন। সুপ্রিয়া নিয়ে গেল ভিতরে। ঘরের মাঝখানে এসে দুজনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কী ব্যাপার, বড়দার কেন যেন রাগ রাগ ভাব দেখা গেল।'

শ্যামলকান্তি বললেন, 'সে এমন কিছু না, ম্যানেজ করে দিয়েছি। এখন এদিকে এসো দেখি।'

খোকা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'তোমরা কথা বলো, আমি ততক্ষণে চানটা সেরে নিই গিয়ে।'

সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসু চোখে স্বামীর দিকে তাকালো। শ্যামলকান্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী গো, কী রকম বুঝলে তোমাদের ছোট বউকে ?'

'বোঝবার সময় এখনো হয়নি।' সুপ্রিয়া জবাব দিল, 'ভেতরে কী ব্যাপার আছে না আছে, জানি না, তবে বাপু আমার এমনিতে মেয়েটিকে খুবই ভালো লেগেছে। একটু মায়াও পড়ে গেছে। আর টুসি! আহা, যেন একটি জীবন্ত মিষ্টি পুতুল !'

শ্যামলকান্তি সুপ্রিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'গুড, হাতে হাত মিলাও।'

'তার মানে ?' সুপ্রিয়া ভুরু কুঁচকে এক পা পিছিয়ে গেল।

শ্যামলকান্তি বললেন, 'কারণ তোমার সঙ্গে আমার মনের কথা একদম মিলে গেছে।'

'ভীমরতি !' সুপ্রিয়া বললো একবার ভিতরের দরজার দিকে তাকিয়ে, 'তাই এখন তোমার সঙ্গে হাতে হাত মেলাতে হবে।'

সুপ্রিয়া সুদর্শনা, বয়স বত্রিশ তেত্রিশের বেশি না। এ বাড়িতে সাবেকি চাল আর আধুনিকতার মেশামিশি। স্বামীর অগ্রজের সঙ্গে দাদা বলে কথা বলার রেওয়াজ চালু আছে, কিন্তু ঘোমটা একটু অনিবার্য। ওটাকে সমীহ এবং শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। সুপ্রিয়া বেথুনে পড়া মেয়ে, বি এ পাশ করেছে। শ্যামলকান্তির সঙ্গে একলা কোথাও নিমন্ত্রণে, সিনেমায় বা পার্টিতে বেরোলে, তার পোশাক আশাক এক রকম। বাড়ির সকলের সঙ্গে বেরুলে, আর এক রকম। এতে স্বয়ং শশীসুধাও আপত্তির কোনো কারণ দেখতে পান না। বরং সেজো গিন্নি নামে মাধুরি হলেও, আচার ব্যবহারে মাধুর্য তেমন নেই। এর জন্যে স্বয়ং সেজো অর্থাৎ ন' বাবু অমলকান্তিই আসলে দায়ী, এ বাড়ির বড় কর্তা গিন্নি থেকে বিষয়টা সকলেই বোঝেন। এই একান্নবর্তী পারিবারে, সব দিক শান্তির মধ্যে যতোটুকু অশান্তি, তা কেবল এই একটি কারণেই। মাধুরির ব্যবহারে প্রায়ই কিঞ্চিৎ স্বার্থপরতা পরিলক্ষিত হয়। অথচ তার দুটি ছেলেই জেঠু জ্যাঠাই ও রাঙাকাকীর ভীষণ ভক্ত।

শশীসুধার ধারণা, তাঁর দেবর অমলকান্তি দেবতুল্য মানুষ। মাধুরিই যতো গোলমালের মূলে। তাঁর এই ধারণাটা, তাঁর স্বামী শ্যামলকান্তি আর সুপ্রিয়াও মেনে নিয়েছে। এটাই নারীজাতির দুর্বলতা কী না, তা এক কথায় বলা যায় না। কিন্তু তাঁরা যতোটা সহজে আপন জাতির ত্রুটি খুঁজে পান, অতো সহজে সম্ভবতঃ পুরুষের ক্ষেত্রে পান না।

অমলকান্তির বিশ্বাস, মনুষ্য চরিত্র তিনি নিজে যতো বোঝেন, বিষয়বুদ্ধি তাঁর যতোখানি তীক্ষ্ণ, এমন কি বড়দা বিমলকান্তিরও নেই। বিমলকান্তি যেহেতু কোমল ও উদার চরিত্রের মানুষ, সেই হেতু, বর্তমান সমাজে তিনি নাকি অনেকখানিই অচল, আর এর জন্য দায়ী নাকি বড় বউদি স্বয়ং। অমলকান্তি তাঁর স্ত্রী মাধুরিকে যেমন বোঝান, মাধুরিও সেই রকমই বোঝে। এই কারণেই তিনি কিছুটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেন, যেটা বাড়ির সকলের চোখেই দৃষ্টিকটু লাগে। এ সবই ফুটে ওঠে, একসঙ্গে সংসার যাপনের খুটিনাটি ঘটনার মধ্য দিয়ে। কিন্তু এ কথা কখনোই স্বীকার করা যায় না, মাধুরির মনে কোনো নীচতা আছে, বা তিনি হৃদয়হীনা। অমলকান্তিও তা নন। তাঁর নিজের বিচারবুদ্ধি বিষয়ে অহংকারই এ সবের মূলে। শিল্পী শ্যামলকান্তিকে তো তিনি বিচারবুদ্ধিশীল ভাই বলে মনেই করেন না। তবে যে কোনো কারণেই হোক, অলোককান্তির (খোকা) ওপরে তিনি কিছুটা আস্থাবান, ওর কথাবার্তার কিছুটা মূল্য দেন।

শ্যামলকান্তির হাত মেলাবার কথা শুনে, সুপ্রিয়া বললো, 'ছবি এঁকে এঁকেই তুমি নষ্ট হয়ে গেলে। আমি তোমার সঙ্গে এখন হাত মেলাই, আর বড়দি বা ছেলেরা কেউ এসে দেখুক, বড় সম্মান বাড়বে, না ?'

'আহা ! এমন ভাবে মেলাবো, যে কারোর চোখেই পড়বে না।' শ্যামলকান্তি বললেন, 'আর ছবি এঁকে কেউ নষ্ট হয় না।'

সুপ্রিয়া ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, 'হয় না আবার। বিজ্ঞাপনের মেয়েদের যা সব খারাপ খারাপ ছবি তুমি আঁকো, যাচ্ছেতাই !'

শ্যামলকান্তি ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসে বললেন, 'হুঁ হুঁ, ওগো ওগুলোকে খারাপ ছবি বলে না। ও সব হলো প্রসাধনের আন্তরিকতায় নারী যখন নিরালা ঘরে আপন মনে সাজে—যেমন তুমি, তুমি যখন একলা ঘরে সাজসজ্জা করো।'

'তুমিই তো আমার চেহারাটাকে মডেল করেছো, অসভ্য!' বলে সুপ্রিয়া হাত তুলে চাটি মারতে এগিয়ে এলো।

শ্যামলকান্তি হাত তুলে বললেন, 'এই, এই ভাল হবে না বলছি। এটা বুঝি হাত মেলাবার থেকে ভালো? আমি যখন মা আর ছেলের ছবি আঁকি—।'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই, শশীসুধা হাসতে হাসতে ঘরের মধ্যে এসে, ভুরু কুঁচকে বলে উঠলেন, 'এখন আবার কিসের লড়াই চলছে?'

সুপ্রিয়া চমকিয়ে উঠে, তৎক্ষণাৎ স্বামীর কাছ থেকে খানিকটা ছিটকিয়ে গেল। শ্যামলকান্তি বললেন, 'লড়াই নয় বউদি, রাঙা বউ আমার গালে মশা মারতে আসছিল।'

সুপ্রিয়া চোখ পাকালো। শশীসুধা হেসে উঠলেন, 'তোমাদের ছেলেমানুষি আর গেল না। ওদিকে যে কী কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, একবার দেখবে এসো।'

শ্যামলকান্তি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কী কাণ্ড বড় বউদি? লঙ্কা কাণ্ড নাকি?'

'তার চেয়েও বেশি।' শশীসুধা বললেন, 'ছেলেগুলোকে কাকতাড়া করে সরিয়ে নিয়ে, ন' (মাধুরি) নিজের হাতে টুসিকে মাজা ঘষা পরিষ্কার করতে আরম্ভ করেছে!'

সুপ্রিয়া আকাশ থেকে পড়া বিস্ময়ের সুরে বললো, 'ও মা, তাই নাকি?' বলেই সে বাড়ির মধ্যে ছুট দিল।

'এ যে অবিশ্বাস্য কথা বড় বউদি।' শ্যামলকান্তি বললেন, 'তাহলে ব্যাপারটা তো দেখতে হয়।'

শশীসুধা বললেন, 'সেটা দেখবার জন্যই তো ডাকতে এলাম।'

'চলো চলো, এ দৃশ্য না দেখলে ফস্কে যাবে!' শ্যামলকান্তি বললেন, 'আর সে কী করছে, তোমাদের ছোট বউ?'

শশীসুধা হেসে বললেন, 'খাবার ঘরে সে এখন তার ভাসুরকে খাওয়াচ্ছে। আমি একটু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি বাবা। ছোট ভাইয়ের বউয়ের চাঁদমুখ দেখে, ভাসুর এখন পেট ভরে খান।' বলে তিনি প্রায় বালিকার মতোই খিলখিল করে হেসে উঠলেন, 'এখন এসো, ন'য়ের কাণ্ড দেখবে!'

শ্যামলকান্তি শশীসুধার পিছনে পিছনে বাড়ির ভিতরে গেলেন। চৌধুরি বাড়ির অন্দরমহল, তথাকথিত জমিদার বাড়ির মতো না হলেও, প্রাচীর ঘেরা অনেকখানি বাঁধানো উঠোন ছাড়াও, একটি ছোটখাটো বাগান আছে। গোড়ায় সিমেন্ট বাঁধানো একটি বকুল গাছ প্রথমেই চোখে পড়ে। তা ছাড়া আছে বুগেনভেলিয়া, রক্তকরবী, কামিনী আর কাঞ্চন ফুলের গাছ। পাচিলের ধার ঘেঁষে রয়েছে বেল ফুল আর যুঁইয়ের ঝাড়ালো গাছ। বারো ফুট উঁচু পাচিলের ওপরে তিন সারি কাঁটাতারের বেড়া।

উনিশ শতকি ধরণের চারদিকে ঘর, মাঝখানে অন্ধকার উঠোন, বাড়ির গঠন মোটেই সে রকম না। দক্ষিণ খোলা বাগান আর উঠোনের ওপরে দোতলা বাড়ি। পুবদিকের পাচিলটা দেখলেই বোঝা যায়, ওটা কালের নিয়মে, শরিকানা ভাগাভাগির জন্য উঠেছে। এ বাড়ির উত্তর দিকে বড় রাস্তা এবং সদর। পশ্চিম দিকটা চৌধুরিদের অন্য শরিকদের বাড়ি, এবং গায়ে গায়ে, অতএব চিররুদ্ধ।

ওপরে ন' বউ মাধুরির দুই ঘর বিশিষ্ট রাজ্যে তখন আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে চলেছে। তার ঘরের দরজায় জানালায় বাড়ির সাত ছেলে ভিড় করে আছে। খোকা সহ সুপ্রিয়া ঘরের মধ্যে। শশীসুধা আর শ্যামলকান্তিও এসে দাঁড়ালেন দরজার সামনে।

মাধুরি ইতিমধ্যেই জলে ভেজানো তোয়ালে দিয়ে, টুসিকে ঝকঝকে করে তুলেছে। ক্রীম দিয়ে ঘষে, পাউডার দিয়ে মেজে, চুল আলাদা ভাবে আঁচড়ে, নতুন ফিতে বেঁধে দিতে দিতে, আপন মনেই বলে

চলেছে, 'এ বাড়ির মেয়ে তো রে বাপু। কোথাকার কোন্ বস্তি-টস্তি থেকে এনে তুলেছে। গায়ের জামাটা সাত বাস্‌টে, এক পুরু ময়লা, নাকের সিকনিও মোছা হয়নি।'

টুসি আশ্চর্য নির্বিকার। হাতের পুতুলটা নিয়ে খেলতে, এবং দাদাদের দেখিয়ে দেখিয়ে কচি কচি দাঁতে হাসতেই ব্যস্ত। মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে, ঝাঁকিয়ে, কি সব ইশারা ইঙ্গিতও চলেছে। এখন ওর খালি গা। কিন্তু বাড়িতে একটাও মেয়ে নেই, মাধুরির কোলের কাছে, গোলাপি রঙের সিল্কের ফ্রিল দেওয়া নতুন সুন্দর ফ্রকটি কোথা থেকে এলো ?

শশীসুধাই অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে ন', ফ্রকটা কোথা থেকে পেলি ?'

মাধুরি বললো, 'কোথা থেকে আবার ? আমার আলমারিতেই ছিল !'

শশীসুধা সুপ্রিয়া শ্যামলকান্তি সবাই নিজেদের মধ্যে অবাক দৃষ্টি বিনিময় করলেন। শশীসুধাই আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর আলমারিতে মেয়েদের ফ্রক ? কই, কোনোদিন দেখাসনি তো ?'

'দেখাবো আবার কী !' মাধুরি বললো, 'আমার মেজদার মেয়ের জন্য দুটো ফ্রক পছন্দ মতন কিনে রেখেছিলাম। যাওয়া হয়নি, দেওয়াও হয়নি। পরে মেজদার মেয়েকে দেবো। এখন ঘরের মেয়ে পরুক তো।' বলেই, শশীসুধার দিকে ফিরে বললো, 'দ্যাখো বড়দি, এ কথা আবার তোমার ন' ঠাকুরপোকে যেন লাগাতে যেও না।'

'আমি লাগাতে যাবো ন' ঠাকুরপোকে ?' শশীসুধা অবাক চোখে তাকালেন সুপ্রিয়ার দিকে।

সুপ্রিয়া চোখের ইশারায় শশীসুধাকে থামিয়ে দিলে বললো, 'সে তো ঠিক কথাই। ন'দা ওঁকে না বলে কোনো কাজ করা আবার পছন্দ করেন না।'

মাধুরির সেদিকে নজর নেই, কথার দিকে তেমন খেয়ালও নেই। নতুন ফ্রকটি টুসিকে পরিয়ে দিয়ে, পিছনের বোতাম এঁটে, বালিকা,

যেমন তার পুতুলটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, সেই ভাবে টুসিকে দেখলো। তারপরে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে টুসিকে বললো, 'কী রে, কেমন হয়েছে ?'

টুসি কচি দাঁত দেখিয়ে কেবল হাসলো, তারপর নিজেকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। যেন একটি তরুণী ! সবাই হেসে উঠলো। মাধুরি বললো, 'এবার আমাকে একটা হাম দিবি তো ?'

টুসি মাধুরির গলা জড়িয়ে ধরে, সশব্দে ওর গালে একটা চুমো খেলো। মাধুরি একেবারে বিগলিত হয়ে, টুসির দুই গাল চুমোয় চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল। তার চোখের কোণ দুটি চিকচিক করছে।

সুপ্রিয়া আর থাকতে পারলো না। প্রায় মেঝের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, টুসির হাত টেনে বলে উঠলো, 'ওরে টুসি, আমার গালটা যে সুড়সুড় করছে। শীগগির আমাকে একটা হাম্ দে মা।'

টুসি সুপ্রিয়ার গলা জড়িয়ে ধরলো। শশীসুধার চোখের কোণ দুটোও চিকচিক করে উঠেছে। তিনিও মেঝেতে সুপ্রিয়ার পাশে এসে বসলেন। শ্যামলকান্তিও বড় বউদির পাশে বসতে যাবার উদ্যোগ করতেই, বিমলকান্তি দরজার কাছ থেকে বলে উঠলেন, 'ও কি রে শামু, তুই এখনো তৈরি হোসনি ? তুই আমার সঙ্গে বেরোবি না ?'

শ্যামলকান্তি ছিট্‌কিয়ে দরজার কাছে গিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার দু'মিনিট লাগবে। আমার তো দাড়ি কামানো চান:করা হয়ে গেছে।' বলেই তিনি বিমলকান্তির পাশ কাটিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

বিমলকান্তিও এখনো বাইরে যাবার জন্য পোশাক বদলাননি। তাঁকে দরজায় দেখে, মাধুরি আর সুপ্রিয়া তাড়াতাড়ি ছোট করে একটু ঘোমটা টেনে দিল। বিমলকান্তির চোখ পড়লো টুসির দিকে, আর তাঁর সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়লো। বললেন, 'বাহ্, এর মধ্যেই মেয়েকে এমন মেমসাহেব করে কে সাজালে ?'

'তোমাদের ন' বউ।' শশীসুধা জবাব দিলেন।

সুপ্রিয়া টুসির কানে কানে কী যেন বললো। টুসি তৎক্ষণাৎ টলতে টলতে বিমলকান্তির কাছে গিয়ে বললো, 'দেথু, তোমাকে এ্যাক্‌তা হাম্ দেবো।'

'সত্যি!' বিমলকান্তি দু'হাত বাড়িয়ে টুসিকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে, গাল বাড়িয়ে দিলেন।

টুসি তাঁর চিবুকে হাত রেখে, দম্‌দম্ শব্দে দুটো চুমো খেলো। বিমলকান্তি আবেগ কম্পিত খুশির স্বরে বলে উঠলেন, 'ওরে, তুই আমার আয়ু বাড়িয়ে দিলি মা!'

বিলুই প্রথম জেঠুর কোল ঘেঁষে এসে বললে, 'এবার বোনকে দিয়ে দাও, ও এখন আমাদের হাম দেবে।'

খোকা ছাড়া সব ছেলের দল বিমলকান্তিকে ছেঁকে ধরলো টুসিকে নেবার জন্য। বিমলকান্তি বললেন, 'ওরে ডাকাতে ভাইয়ের দল, বোনটাকে কি পিষবি? ওগো ও বড় বউ, ধরো।'

কিন্তু ইতিমধ্যে ছেলের দল টুসিকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্য ঘরে চলে গিয়েছে। টুসির কচি গলার খিলখিল হাসি শোনা গেল। শশীসুধা হেসে স্বামীকে বললেন, 'তুমি তোমার কাজে যাও।'

সুপ্রিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো, 'শর্মিষ্ঠা কোথায়?'

'কোথায় আবার? নিচে খাবার ঘরেই রয়েছে হয়তো।' বিমলকান্তি নিজের ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, 'তোমরা কেউ ডেকে না নিয়ে এলে, নতুন মেয়েটা ওপরে আসবে কী করে?'

সুপ্রিয়া তৎক্ষণাৎ উঠে দৌড় দিল।

বিমলকান্তির গাড়ি লেকের কাছে লেভেল ক্রশিং পেরিয়ে লেক গার্ডেন্‌স অঞ্চলে এলো। শর্মিষ্ঠার বলা ঠিকানা অনুযায়ী, রাস্তার ধারে দু-একজনকে জিজ্ঞেস করতেই, তারা বলে দিল, 'বাঁদিকে সোজা চলে যান।'

বাঁদিক দিয়ে সোজা গিয়ে নতুন নতুন সুন্দর বাড়িগুলো ছাড়িয়ে, গাড়ি এসে পড়লো নতুন রাস্তার ওপরে, সেখানে এখনো কচুরিপানা শুকিয়ে যাওয়া আশেপাশে কিছু জলা জমি। তারই এদিকে ওদিকে মাথা তুলেছে নতুন নতুন কিছু বাড়ি। কোনো কোনো বাড়ি এখনও গোটা তৈরি হয়ে ওঠেনি। ভিতরে গলিঘুঁজির মধ্যে দেখা যাচ্ছে পুরনো দু-একটা একতলা বাড়ি, তার আশেপাশে টালির চালাঘর। রাস্তাটা এই বেলা সাড়ে দশটার সময়েও কেমন যেন ফাঁকা। লোকজন নেই বললেই চলে।

বিমলকান্তি ড্রাইভারকে রাস্তার একধারে গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন। শ্যামলকান্তি বললেন, 'বড়দা, তুমি গাড়িতে বসো, আমি একটু খোঁজ নিয়ে আসছি। মনে হচ্ছে, এ জায়গার কাছেপিঠেই হবে। বাড়িওয়ালার নাম যেন কী বললে?'

'পুষ্পগন্ধা দেবী। বাড়ির মালিক একজন মহিলা।' বিমলকান্তি বললেন।

শ্যামলকান্তি হেসে উঠে বললেন, 'মহাভারতের মৎসগন্ধার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ঠিক আছে, তুমি বসো, আমি আসছি।' গাড়ির দরজা খুলে তিনি নামতে উদ্যত হলেন।

'শোন্ শামু।' বিমলকান্তি পিছু ডাকলেন, 'একটু চুপচাপ খোঁজ করিস। ছোটকা রাস্কেলটা যদি থেকে থাকে, ওকে রেড হ্যাণ্ড—'

'কোনো হ্যাণ্ডেই তুমি ওকে ধরতে পারবে না বড়দা, নিশ্চিন্ত থাকো।' শ্যামলকান্তি বললেন, 'যে ছেলে দু'মাস আগে বউ মেয়ে রেখে চলে গেছে, সে এখন এ তল্লাটের ধারে কাছে নেই।'

শ্যামলকান্তি নেমে গেলেন। এদিকে ওদিকে দেখে, একটা ছোট চা আর তেলেভাজার দোকানের সামনে গেলেন। সেখানে মজুর মিস্তিরি শ্রেণীর দু-তিনজন লোক বসে চা খাচ্ছিল। দোকানদারকে দেখে বাঙালী মনে হলো।

শ্যামলকান্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ ভাই, এখানে পুষ্প—পুষ্পগন্ধা দেবীর বাড়ি কোন্‌টা বলতে পারেন?'

দোকানদার বিড়ি টানতে টানতে নির্বিকার চোখে একবার শ্যামলকান্তির দিকে তাকালো, এবং নিতান্ত কৌতূহলীত গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'কী নাম বললেন ?'

'পুষ্প—ইয়ে পুষ্পগন্ধা দেবী।'

'এ রকম নাম তো এ তল্লাটে কখনো শুনিনি।' দোকানদার বললো, 'নতুন বাড়ি তুলেছে ?'

শ্যামলকান্তি একটু ভেবে বললেন, 'বোধহয় না। পুরনো ছোট খাটো বাড়িই হবে।'

দোকানদার বললো, 'পুরনো ছোটখাটো বাড়ি আর ক'টা আছে। সবই তো নতুন উঠেছে। আপনি কি মেয়েছেলের নাম বললেন ?'

লোকটা এতক্ষণে তা বুঝলো ? শ্যামলকান্তি বললেন, 'হ্যাঁ।'

'বয়স কতো ? বামুন না কায়েত ? নাকি অন্য কোনো জাত ?'

শ্যামলকান্তি ফাঁপরে পড়লেন। বয়স জাতের কথা তিনি ভাবেননি।

দোকানদার হঠাৎ ডানদিকে তাকিয়ে ডেকে উঠলো, 'এই স্বপন শোন্।'

শ্যামলকান্তি দেখলেন, দোকানের ডানপাশের মেঠো গলি থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে। কপালের ওপর চুল, গায়ে হাওয়াই শার্ট, চুস্তের মতো ট্রাউজার, পায়ে রবারের হাওয়াই চটি। ছেলেটি এগিয়ে এলো। দোকানদার বললো, 'ভদ্দরলোক কোন্ মেয়েছেলে বাড়িওয়ালির খোঁজ করছে, একটু শোন্ তো।'

স্বপন নামে ছেলেটি শ্যামলকান্তির দিকে ফিরে তাকালো। শ্যামলকান্তি আবার পুষ্পগন্ধাদেবীর বাড়ির নম্বর বললো। ছেলেটি অবাক হয়ে বললো, 'ওটা তো আমাদের বাড়ি। ওটা আমার দিদিমার নাম।'

দোকানদারও অবাক হয়ে বললো, 'ওহ্ আপনি পুপে ঠাকরুণের খোঁজ করছেন ? তা সে কথা বলবেন তো, আপনি কী সব দেবী-টেবী বলছেন, আমি বুঝতেই পারছি না।'

শ্যামলকান্তি মনে মনে বললেন, আমার ঘাট হয়েছে বাবা। পুষ্পগন্ধাদেবী যে তোমাদের পুপে ঠাকরুণ হতে পারেন, তা আমি কি করে জানবো ?

স্বপন নামে ছেলেটি এবার একটু সচকিত তীক্ষ্ণ চোখে শ্যামলকান্তির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন বলুন তো, কি চাই ?'

শ্যামলকান্তি বললেন, 'ওহ্, তুমিই পুষ্পগন্ধা দেবীর নাতি ? খুব ভালো হলো। আচ্ছা, তোমার দিদিমার বাড়িতে কি কোমলকান্তি চৌধুরি নামে কোনো ভদ্রলোক ভাড়া থাকেন ?'

'সে তো মশাই একটা ফোরটুয়েণ্টি লোক !' স্বপন পাকা বুড়োর মতো, উদ্ধত ভঙ্গিতে বললো, 'ওকে আবার কেউ ভদ্রলোক বলে নাকি ?'

শ্যামলকান্তি গম্ভীর মুখে, ঢোক গিলে, এই অপমানকে অনিবার্য জ্ঞানে গিলে নিয়ে বললেন, 'আমরা ঠিক তার খোঁজে আসিনি। তার স্ত্রী—।'

'ইস্তিরি না শালা ইয়ে।' স্বপন বলে উঠলো, 'নইলে ওভাবে ফেলে পালিয়ে যায় ! তবু ছুঁড়ির যা চোট—'

'চোপ রাস্কেল ! এক থাপ্পড়ে তোমার গাল ফাটিয়ে দেবো।' বিমলকান্তি প্রায় বাঘের মতো গর্জন করে, দু'পা এগিয়ে এলেন, 'ভদ্রমহিলাদের সম্পর্কে কী ভাবে কথা বলতে হয় জানো না ? এখুনি জানিয়ে দেবো।'

স্বপন ভয়ে সত্যি দু'পা পিছিয়ে গেল এবং তার চোখে মুখেও কাপুরুষের ভীরুতা।

শ্যামলকান্তি বললেন, 'বড়দা, তুমি আবার গাড়ি থেকে নেমে এলে কেন ?'

'নেমে তো আমি আসতামই।' বিমলকান্তি তর্জন করলেন, 'এই ছোকরা কে, যে শর্মিষ্ঠার বিষয়ে ও রকম করে বলছে ?'

শ্যামলকান্তি বললেন, 'পুষ্পগন্ধাদেবী ওর দিদিমা।'

'হু, তাহলে বাড়িটার খোঁজ পাওয়া গেছে।' বিমলকান্তি স্বপনের দিকে ফিরে বললেন, 'চলো ভদ্রলোকের ছেলের মতো, তোমার দিদিমার বাড়িটা দেখাবে।'

দোকানদার কী মনে করে, হঠাৎ বাইরে এসে বিমলকান্তির প্রতি দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে বললো, 'রাগ করবেন না স্যার। এই সব ছেলেপিলে কথা বলতে শেখেনি।' বলে পিছন ফিরে বললো, 'যা, এনাদের পুপে ঠাকরুণের কাছে নিয়ে যা।'

স্বপন ইতিমধ্যে অনেকখানি মিইয়ে গিয়েছিল, এবং তোতলা হয়ে বললো, 'কিন্তু, পা—পাখি তো হাওয়া হয়ে গেছে।'

'তার মানে?' বিমলকান্তি গর্জন করে উঠলেন।

স্বপন বললো, 'টু—টুসির মা টু—টুসিকে নিয়ে, স—স—সক্কাল বেলা, ঘরের শেকলে তা—তালা মেরে কে—কে—কেটে—'

'চোপ! ফের বাজে কথা।' বিমলকান্তি আবার গর্জন করলেন, 'নিশ্চয় তোমাদের অত্যাচার অপমানের জ্বালাতেই ও চলে গেছে। এখন চলো, তোমার দিদিমার কাছে আমাদের নিয়ে চলো।'

স্বপন হুকুম পালনের ভঙ্গিতে পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করলো। বিমলকান্তি ডাকলেন, 'শামু আয়।'

শ্যামলকান্তি দাদার পাশাপাশি চলতে চলতে, নিচু স্বরে বললো, 'বেশি রাগারাগি করো না দাদা, ভালোয় ভালোয় কাজটা উদ্ধার হওয়া দরকার।'

'আয়াম নাইদার এ্যাংরি, নর একসাইটেড।' বিমলকান্তি ইংরেজিতে বললেন, এবং এক চোখ বুজে ইশারা করলেন, 'আই মাস্ট এ্যাক্ট লাইক দিস্। আদারওয়াইজ দিস্ টাইপ অব এলিমেণ্ট ক্যান্নট বী ম্যানেজেবল্—আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?'

শ্যামলকান্তি তা বুঝেছেন। তিনি জানতেন না, বড়দা আবার চোখের অমন ইশারা করতে জানেন। তিনি ঘাড় ঝাঁকালেন।

স্বপন বেশ হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছে। যেন তাড়া খেয়ে ছুটছে, আর মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখছে। অগত্যা বিমলকান্তিকেও

ওর সঙ্গে তাল রেখে চলতে হচ্ছে। আশেপাশের চেহারার মধ্যে বেশ একটা গ্রাম্যতা। মনে হয়, জায়গাটা যেন কলকাতার বাইরে। গাছপালা, বিশেষ করে নারকেল গাছের ভিড় আর ছায়া, জায়গাটাকে কলকাতার বুকে থেকেও দূরে সরিয়ে রেখেছে। স্বপন একটা ইঁট বের করা একতলা বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

বিমলকান্তি আর শ্যামলকান্তি বাড়িটার খোলা দরজার সামনে দাঁড়ালেন। ভিতরে পাকা উঠোনের ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। পুরনো দিনের সাধারণ মধ্যবিত্তের পাকা বাড়ি। লম্বা বারান্দার ওপরে পর পর তিনটে দরজা। স্বপন উঠোনে দাঁড়িয়েই চিৎকার করে বললো, 'দিদিমা, দেখ, দুটো লোক আমাকে কেমন তেড়ে মারতে এসেছে। সেই শর্মিষ্ঠা ছুঁড়িটার খোঁজে—।'

'ফের অসভ্যের মতো ছুঁড়ি বলছো? বদমায়েস ছেলে।' বিমলকান্তি গাঁক করে চিৎকার করে উঠেই, ধুপধাপ করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

স্বপন লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠে, দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে ছুটে চলে গেল। ভিতর থেকে একটি কাংস অথচ মোটা, মিশ্রিত মহিলার হাঁক শোনা গেল, 'কে? কে রে আমার বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকেছে? আন্‌কা বেওয়ারিশ ছুঁড়ির খোঁজে এসে, বাড়ির মধ্যে ঢুকে তড়পানি?' বলতে বলতে একজন বছর সত্তর বয়সের মোটা-সোটা বৃদ্ধা বিধবা বেরিয়ে এলেন।

বিমলকান্তি যেন একেবারে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে বললেন, 'খবরদার, ভদ্রলোকের মেয়ের সম্পর্কে মুখ সামলে কথা বলবেন, আর ভদ্রলোকের সম্পর্কেও। বেশি তেড়িবেড়ি করলে, সোজা লালবাজারে টেনে নিয়ে যাবো!'

শ্যামলকান্তি ইতিমধ্যে অগ্রজের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বৃদ্ধা ঠিক যতোখানি চোটপাট হাঁক ডাক করে বেরিয়ে এসেছিলেন, বিমলকান্তির হুংকার শুনে এবং দুই ভাইকে উঠোনে দেখে, ঠিক ততোখানিই ভীত অপ্রস্তুত আর ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। তিনি কিছু

বলবার আগেই, বিমলকান্তি আবার বললেন, 'আপনার এই নাতিটি ছাড়া বাড়িতে আর কোনো পুরুষ মানুষ আছেন ? থাকলে ডাকুন।'

বৃদ্ধা এতই হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, হঠাৎ কোনো কথা বলতে পারলেন না। প্রথমে কেবল মাথা নাড়লেন। তারপরে বেশ নরম স্বরেই বললেন, 'না, আমার জামাই মেয়ে দুজনেই কাজে গেছে। তা বাবা তোমরা এই গরীব বুড়িকে এমন চোটপাট করছো কেন ?'

'চোটপাট আমরা করিনি, আপনার গুণধর নাতির কথা শুনে আর কতগুলো অশ্রাব্য কথা আপনিই বলেছেন।' বিমলকান্তি বললেন, 'শর্মিষ্ঠার সম্পর্কে ও সব বেওয়ারিশ ছুঁড়ি-টুড়ি খারাপ কথা বলে আপনিই তেড়ে এসেছেন। এ সব কথা বলার মানে কী ?'

বৃদ্ধার পিছনে তখন স্বপন এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি বললেন, 'তা পাঁচ মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি রেখে, যে সোমত্থ মেয়ের স্বামী বউ বাচ্চা ফেলে পালিয়ে যায়, তাকে কী আর বলবো বলো বাবা।'

'আর কিছু না বলতে পারেন, মেয়ে বলবেন।' বিমলকান্তি গম্ভীর শক্ত স্বরে বললেন, 'স্বামী ফেলে পালিয়ে গেলেই, সে মেয়ে কিছু বেওয়ারিশ হয়ে যায় না। আপনার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, সমাজ সংসার বলতে কি কিছু বোঝেন না ?'

বৃদ্ধা বিব্রত অনুসন্ধিৎসু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা তোমরা কে বাবা ? সে মেয়ে কী করেছে ? না কি সেই কমল ছোকরা কিছু চুরি ডাকাতি করেছে ? তোমরা কি পুলিশের লোক ?'

'না, আমরা পুলিশের লোক নই, কিন্তু এখুনি দরকার হলে লালবাজার থেকে ফোর্স ডেকে নিয়ে আসতে পারি।' বিমলকান্তি বললেন, এবং বৃদ্ধার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত লক্ষ্য করে বললেন, 'শর্মিষ্ঠা আমার ছোট ভাইয়ের বউ। আমরা তার খোঁজ খবর নিতেই এসেছি। আর আপনার যতো টাকা ভাড়া বাকি আছে, সবই মিটিয়ে দেবো।'

বিমলকান্তির শেষ কথায় বৃদ্ধার ভীত বিব্রত মুখ কিছুটা কোমল হলো। বললেন, 'কিন্তু শর্মিষ্ঠা আজ সাতসকালে উঠে, মেয়েকে নিয়ে

কোথায় বেরিয়ে গেছে, আমি কিছুই জানি না বাবা। আর বাবা, সত্যি বলছি, বাড়ি ভাড়ার তাগাদা ছাড়া, আমি তাকে কোনো খারাপ কথা বলিনি, কুপ্রস্তাবও দিইনি। পেছনকার বাড়ির রতন, যে কী সব পাট্‌টি-ফাট্‌টি করে, সে-ই মেয়েটাকে জ্বালাচ্ছিল। আমি বাবা ধর্মতো বলছি, আমি তাকে কোনো কুপ্রস্তাব দিইনি।'

এই সময়ে স্বপন তার দিদিমার কাঁধে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিল। পুষ্পগন্ধাদেবী সেদিকে মোটেই তাকালেন না। বিমলকান্তি আর শ্যামলকান্তি দুজনের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলেন। বৃদ্ধা আবার বললেন, 'রতন খুব সাংঘাতিক ছেলে বাবা, আমার নাম-টাম যেন কোরো না। ওর জ্বালাতেই বোধহয় মেয়েটা খিদিরপুরে পালিয়ে গেছে।'

'খিদিরপুরে?' বিমলকান্তি জিজ্ঞেস করলেন।

বৃদ্ধা বললেন, 'হ্যাঁ, শুনেছিলাম, শর্মিষ্ঠাই বলেছিল, ওর বাপের বাড়ি নাকি খিদিরপুরে।'

'না, শর্মিষ্ঠা খিদিরপুরে যায়নি, আমাদের বাড়িতেই গেছে।' বিমলকান্তি বললেম।

বৃদ্ধা যেন এবার অবাক হয়ে বললেন, 'তা হ্যাঁ বাবা. তোমাদের বাড়ির ছেলে হয়ে, কমলের এমন অধম্মে মতিগতি কেন? রতন যে সাহস পেয়েছে, সে তো ওই কমলের জন্যই। রতনকে নিয়ে সে ঘরে বসে জুয়া খেলতো, ছাই-পাঁশ গিলতো। আর মাগ ভাতারে রোজ ঝগড়া বিবাদ চেঁচামেচি লেগেই ছিল। তুমি বাবা আমাকে দায়ী করছো খারাপ কথার জন্য? তোমার ভাই তার নিজের বউকে বলতো, তোকে আমি বে করিনি, তুই আমার বউ নোস।'

বিমলকান্তি আর শ্যামলকান্তি আবার নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। বিমলকান্তির মুখ শক্ত হয়ে উঠলো, বললেন, 'ভাববেন না, নিজের ভাই হলেও, তার কপালেও অনেক শাস্তি আছে। তাকে পেলে, আমি চাবকে সজুত করবো। এখন বলুন তো, কমল ওর বউকে নিয়ে এখানে কতো দিন আগে এসেছিল?'

বৃদ্ধা এবার নরম স্বরে বললেন, 'তোমরা ভদ্দরলোকের ছেলে। আমরাও জাতে বামুন। উঠোনে দাঁড়িয়ে কতোক্ষণ কথা বলবে? ঘরে এসে বসো।'

'না না, ঘরে বসবো না, বাইরেই বেশ আছি।' বিমলকান্তি বললেন।

বৃদ্ধা বললেন, 'তা হলে স্বপন, ঘর থেকে তুটো চেয়ার এনে এদের বসতে দে।'

'আপনি ব্যস্ত হবেন না।' বিমলকান্তি বললেন, 'আমরা বেশীক্ষণ থাকবো না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলেই চলে যাবো। কতোদিন আগে ওরা এসেছিল?'

বৃদ্ধা এবার বারান্দার ওপরে আরো এগিয়ে এসে বললেন, 'তা বাবা এক বছর পেরিয়ে এক মাস হলো। তখন বুঝতেও পারিনি, কমল ও রকম ছেলে। চেহারাটি তো সুন্দর, আর তা হবেই বা না কেন? কতো বড়ো বাড়ির ছেলে, তা তোমাদের দেখেই বুঝেছি। আর কথাবার্তা কী মিষ্টি। তার পেটে পেটে যে এত ছিল কে বুঝবে বাবা?'

বিমলকান্তি শ্যামলকান্তির সঙ্গে আবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কমল কি কোথাও চাকরি-বাকরি করতো? কিছু জানেন?'

'পেথ্থম তো তাই বলেছিল, আমি বিশ্বাসও করেছিলুম।' বৃদ্ধা বললেন, 'তারপরে যতো দিন যেতে লাগলো, বুঝতে পারলুম, তার সব কথা মিথ্যে। পাঁচ মাস ধরে আমাকে একটি পয়সা দেয়নি। উপরন্তু রতনের সঙ্গে মিলে আমাকেই চোখ রাঙাতো। আহা, মা বেটির কি তুদ্দশা! হিন্দুস্থানী গয়লা তুধ দেওয়া বন্ধ করেছে সেই কবে মেয়েটাকে তু'বেলা ভাত জোটানোই শর্মিষ্ঠার উপায় ছিল না। ত বাবা, শর্মিষ্ঠা তো দেখতে শুনতে খারাপ না। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে, মেয়েটার গায়ে গতরেও বেশ রূপ। খারাপ লোকেরা তে পিছুতে লাগবেই! তবে হ্যাঁ, মেয়ে বড় শক্ত। দেখছি তো চারদিকে

অভাবের জ্বালায় সব কী করে বেড়াচ্ছে। শর্মিষ্ঠাকে সেদিক দিয়ে কেউ কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু বাবা, সত্যি বলছি, আমি কখনও তাকে কোনো কুপ্রস্তাব দিইনি।'

ঠাকুরঘরে কে রে? না আমি তো কলা খাইনি! বৃদ্ধার কথা শুনে সেই রকম মনে হচ্ছে। বিমলকান্তি ছোট ভাইয়ের সঙ্গে আবার দৃষ্টি বিনিময় করে, একটু অসহিষ্ণু হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার ঘর ভাড়া মাসে কতো?'

'ষাট টাকা।'

'তার মানে, আপনার তিনশো টাকা পাওনা হয়েছে।' বিমলকান্তি বললেন 'ঘরের তালা খোলেননি তো?'

বৃদ্ধা ব্যস্তত্রস্ত হয়ে বললেন, 'না বাবা, কখ্খনো না। কেন খুলবো? তোমরা এসে দেখে যাও।'

'থাক, দেখবার দরকার নেই। আপনার কথাতেই বিশ্বাস করছি।' বিমলকান্তি বললেন, 'আজ বিকালে হয়তো হবে না, তবে কাল খুব সকালে এসে, আপনার সব টাকা দিয়ে ঘরের তালা খুলে, যা নিয়ে যাবার তা নিয়ে যাবো। অবিশ্যি শর্মিষ্ঠাকেও সঙ্গে নিয়ে আসবো।'

বৃদ্ধা বললেন, 'খুব ভালো কথা বাবা। তবে ঘরে আছেই বা কী? সামান্য ডেয়ো ঢাকনা, একটা তক্তপোষ, ছ্যাকরা বিছানা। কমল তো তার সব জামা কাপড় ব্যাগে করে নিয়েই পালিয়েছে। মেয়েটাকে একটা কথাও বলে যায়নি, কোথায় যাচ্ছে কবে আসবে!'

বিমলকান্তি আর কথা না বাড়িয়ে কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, আমরা এখন যাচ্ছি। হ্যাঁ, ওই রতনের পুরো নাম কী?'

বৃদ্ধা কিছু বলতে উদ্যত হতেই, স্বপন আবার দিদিমার কাঁধে আঙুলের খোঁচা দিল। বৃদ্ধা বললেন, 'তা তো জানি না বাবা।'

'ঠিক আছে, আমি সে সব বের করে নেবো।' বিমলকান্তি বললেন, 'আয় শামু।'

দুজনে বাড়ির বাইরে আসতেই দুজন চোয়াড়ে চেহারার যুবককে দরজার পাশেই দেখা গেল। একজন রুখে বললো, 'কী মোশাই, একটা বুড়ি মেয়েমানুষকে পেয়ে খুব ভড়পে যাচ্ছিলেন, না? আমার নাম রতন, কী করবেন আপনি আমার?'

বিমলকান্তি অবিশ্বাস্য ভাবে হুংকার দিয়ে উঠেই, রতনের গালে একটা থাপ্পড় কষালেন, 'তবে রে শুয়ার, আমাকে মস্তানি দেখাতে এসেছিস? জানিস আমি কে?'

রতন মস্তানের কাছে ব্যাপারটা এতই আকস্মিক আর অবিশ্বাস্য, খেঁকিয়ে ওঠা কুকুর হঠাৎ আক্রান্ত হলে যে রকম ল্যাজ গুটিয়ে পেছু হটে, এই ভাবেই দু'পা পিছিয়ে গেল। ওর সঙ্গীর অবস্থাও সেই রকম। কিন্তু বিমলকান্তি এক মুহূর্তও সুযোগ না দিয়ে, তাঁর দীর্ঘ শরীর নিয়ে, আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলেন রতনের ওপর। এ রকম উপর্যুপরি আক্রমণে রতন আরোই ভড়কিয়ে গিয়ে, অনেকটা পিছনে হটে গেল। তার জীবনে এ রকম অভিজ্ঞতা বোধহয় নেই। সে-ই বরাবর প্রতিপক্ষকে প্রথম আক্রমণ করেছে। তা ছাড়া, বিমলকান্তির মতো বয়সের, এবং পোশাক-আশাকের লোক যে হঠাৎ এমন কাণ্ড করতে পারেন, রতন বোধহয় তা কল্পনাও করতে পারেনি।

'ডিজেনারেট ইম্‌বেসিল!' বিমলকান্তি আবার আক্রমণোদ্যত হয়ে চিবিয়ে বললেন, 'গুলি করে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো। আমি এখুনি থানা থেকে ঘুরে আসছি, তারপর তোমাকে দেখাচ্ছি।'

ইতিমধ্যে আশেপাশে এবং বড় রাস্তার ওপারের দোকানদার আর কিছু খদ্দের এগিয়ে এসেছে। রতন কিন্তু আর এগোবার সাহস পেলো না। শ্যামলকান্তি তাঁর টাই বুকের জামার ফাঁকে ঢুকিয়ে, শার্টের হাতা গুটিয়ে ফেলেছেন। রতন দূর থেকেই বললো, 'ঠিক আছে, ওই রুস্তমি দেখে নেবো।'

'রাস্কেল!' বিমলকান্তি বললেন, 'চল্‌ শামু।'

দুজনে গাড়ির দিকে ফিরে চললেন। সেই দোকানদার এবার বিশেষ ভক্তি ভরে বললো, 'নমস্কার স্যার।'

বিমলকান্তি আর শ্যামলকান্তি এসে গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি হাড়তেই শ্যামলকান্তি ঝুঁকে পড়ে অগ্রজের জুতোয় হাত ছুঁয়ে .মাথায় ঠেকালো, 'তোমার এমন মূর্তি তো কখনো দেখিনি ?'

'দাঁড়া, আগে ওষুধ খাই।' বিমলকান্তি তাঁর ট্রাউজারের পকেট থেকে কৌটো বের করে একটি গোটা ট্যাবলেট জিভের তলায় দিয়ে বললেন, 'এমন অবস্থায় কি কোনোদিন পড়েছি, যে এমন মূর্তি দেখবি ? কী মূর্তি যে ধারণ করেছিলাম, তা আমি নিজেই জানি না।'

শ্যামলকান্তি অবাক হয়ে, চোখ বড়ো করে বললেন, 'নিজেই জানো না, কী মূর্তি ধারণ করেছিলে ? সর্বনাশ ! আমি তো ভাবছিলাম, ওই রতনটা তোমাকে একটা ঘুষি মারলে তোমাকে বোধহয় আর বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না !'

'সেটা অবিশ্যি ঠিকই বলেছিস। নাউ মাই হার্ট ইজ পাউণ্ডিং !' বিমলকান্তি বললেন, 'তবে ব্যস্ত হোস না, আমার এমনি কোন কষ্ট হচ্ছে না। আসলে কী জানিস, পৃথিবীতে কিছু জীব আছে, তাদের যদি তুই আগেই আক্রমণ করে ঘায়েল না করিস, তাহলে ওদের হাতেই আক্রমণের সুযোগ চলে যায়। তা সে পুপে ঠাকরুণই হোক, আর রতন মাস্তানই হোক, ওরা হলো শক্তের ভক্ত।'

শ্যামলকান্তি অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি এ সব জানলে কী করে ?'

'অভিজ্ঞতা দিয়ে।' বিমলকান্তি বললেন, 'ভুলে যাসনি, আমি একটা বাঘা কোম্পানির পি আর ও। ওখানে হাত তুলতে হয় না বটে, কথা আর আচরণের দ্বারাই কাজ সারতে হয়।'

শ্যামলকান্তি আবার অগ্রজের পায়ের দিকে ঝুঁকে পড়তেই, বিমলকান্তি বাধা দিয়ে বললেন, 'ফাজলামি করিস না রাস্কেল।'

'সত্যি ফাজলামি করছি না বড়দা।' শ্যামলকান্তি বললেন, 'আমি তো ভাবতেই পারছি না, বাড়িতে গিয়ে কী ভাবে এ সব কথা বলবো। কিন্তু তুমি কি এখন সত্যি থানায় যাবে নাকি ?'

'মাথা খারাপ !' বিমলকান্তি বললেন, 'থানায় যাওয়া মানেই ঘরের কেচ্ছা বের করা। তা ছাড়া, ছোটকা কোথায় কী করে

বেড়াচ্ছে কে জানে। পুলিশ হয়তো ওকেই খোঁজাখুঁজি শুরু করবে। তবে হ্যাঁ, কাল সকালে আসবার সময়, পকেটে করে রিভলবারটা নিয়ে আসবো। ওই সব রতন স্বপন এলিমেন্টদের কোনো বিশ্বাস নেই, হয়তো বোমা-টোমাই ছুঁড়ে বসবে।' বলে তিনি ড্রাইভারকে বললেন, 'আভি মেরা ভাইকো দপ্তর পোঁছাও, ইস্‌কা বাদ ঘরমে চলো। হম লাঞ্চকে বাদ অফিস যায়েঙ্গে।'

'জী বহুত আচ্ছা সাব!'

শর্মিষ্ঠা আজ অনেক কাল পরে কিংবা জীবনে বোধহয় এই প্রথম, দোতলার দক্ষিণ খোলা ঘরের, একটি আরামপূর্ণ শয্যায় শুয়েও, এক ভয়ংকর বিপদের আশংকায় কাঁটা হয়ে আছে। কার্তিক মাসের হেমন্তের এই প্রথমে, এখনো বেশ গরম আছে। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে বন্‌বন্‌ করে। কিন্তু ও বিন্‌বিন্‌ করে ঘামছে। হাত পা সব ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

শর্মিষ্ঠার মনের অবস্থা যারা জানে না, তারা ওকে এখন দেখলে মুগ্ধ হয়ে ভাববে, যেন এক প্রোষিতভর্তৃকা রূপসী রমণী অলস শয্যায় শায়িতার একটি চিত্র। টুসিকে যেমন মাধুরী নিজের হাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়েছিল, শর্মিষ্ঠাকে তেমনি সুপ্রিয়া ঘরে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে সুগন্ধি চোঁয়ানো সাবান দিয়ে ঘষে মেজে স্নান করিয়েছে। মাথা ঘষে দিয়েছে দামী শাম্পু দিয়ে। শর্মিষ্ঠার ব্যাগে নিজের জন্য একটিমাত্র ধোয়া ব্লাউজ ছিল। কিন্তু ঢাকাই শাড়িটি সুপ্রিয়া নিজের আলমারি থেকে খুলে পরিয়েছে। কপালে আর সিঁথেয় পরিয়ে দিয়েছে সিঁদুরের টিপ এবং রেখা। শশীসুধা দুটি সোনার বালা পরিয়ে দিয়েছেন হাতে, গলায় একটি সোনার সরু চেন হার।

শর্মিষ্ঠা আর কোনো প্রসাধন করেনি। তবু যে-শর্মিষ্ঠা সকালে মেয়েকে নিয়ে রিক্‌শায় করে এসেছিল, এখন আর সে সেই শর্মিষ্ঠা

নেই। চেনা যায় না। ওর নরম কোমল কেশপাশ বালিশের দু'পাশে ছড়ানো, বাতাসে উড়ছে। নিরালা ঘরের একান্তে ও অনেকখানি নিশ্চিন্ত। বুকের আঁচল খসা, ছড়ানো বিছানায়, চুলের মতোই উড়ছে। সুপ্রিয়া সুগন্ধি অডিকোলোন দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছিল গলা চিবুক কপাল। এখন, সেই গন্ধের টানে ভ্রমর এলেই হয়।

কিন্তু শর্মিষ্ঠার মনের কোণেও সে রকম কোনো চিন্তা নেই। প্রোষিতভর্তৃকাও বটে, প্রশ্ন শুধু, কে সেই স্বামী, কোন্ সেই পুরুষ যার জন্য এমন বিরহে ওর এই কার্তিক মাসেও নিদাঘ বেলা কেটে যায়? সেই প্রশ্নেই ওর মনে আতঙ্কের তীর বিঁধে আছে। আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে আছে। ভিতরের উত্তেজনা আর দুশ্চিন্তায়, পাখার বাতাসেও বিন্‌বিন্ করে ঘামছে। আর মনে মনে বলছে, অন্তর্যামী, তুমি যে-ই হও, সত্য তোমার কাছে গোপন নেই। এ বাড়ির কোমল-প্রাণ নারী পুরুষদের কাছে, আমাকে যে মিথ্যা বলতে হয়েছে, তার জন্য আমার প্রাণ পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তুমি জানো, আমি অসহায়, নিরুপায়। একমাত্র তুমিই জানো, আমার সত্যের জোর কোথায়। নারীর নারীত্ব, মায়ের মাতৃত্ব, সবকিছুকে আমি অনায়াসে পাপের পঙ্কে ডুবিয়ে দিতে পারি না। কিন্তু আমার এক অগ্নিপরীক্ষা এগিয়ে আসছে। আমাকে তুমি শক্তি দাও। শক্তি দাও।...

টুসি ওর মনের মতো আশ্রয়ে এসে উঠেছে। সে যে এখন তার কোন্ জ্যাঠাইমার কোলের কাছে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে ; কে জানে। ওর জন্য আর শর্মিষ্ঠার দুশ্চিন্তা নেই। শর্মিষ্ঠার মনে যতোই সংশয় থাক, তবু এই বিশ্বাস ওর মনে ছিল, এ বাড়িতে নিজেদের মেয়ের পরিচয়ে একবার টুসিকে তুলতে পারলে, রাজকন্যার স্নেহে লালিত হবে। এই বিশ্বাসই কি ওর ছিল না? ছিল। ছিল, এবং তা এক বেলাতেই কার্যকরী হয়েছে। এখন সুইচ্ টিপে মাথার ওপরে এই পাখা বন্ধ করে, পরনের ঢাকাই শাড়ি গলায় ঝুলিয়ে ও যদি মরে, তাহলেই বা আর ক্ষতি কী? কমলকান্তি ভবিষ্যতে এসে যা-ই বলুক, টুসিকে কি আর বাড়ির লোকেরা ত্যাগ করতে পারবে?

শর্মিষ্ঠার এটাও পরম বিশ্বাস, পারবে না। তবু, এ ভুবন সুন্দর কী না, শর্মিষ্ঠা এখনো বিচার করতে পারছে না, কিন্তু গলায় ঢাকাই শাড়ি জড়িয়ে মরতে চায় না। ভিতর থেকে সেই আত্মহত্যার উন্মাদনা আসছে না। যখন এসেছিল, পুপে ঠাকরুণের বাড়িতে, তখনো পারেনি। বীভৎস সেই সব রাত্রি, বন্ধ দরজায় দুর্দান্ত বাঘের নখের আঁচড় আর গোঙানো ফোঁস ফোঁস গর্জন। গতকাল রাত্রেও সেই ভয়ংকর নখ ওর বন্ধ দরজায় আঁচড়েছে। অবিশ্যি ও নিজেও বাঘিনীর মতোই, বন্ধ ঘরের ভিতর ঘুমন্ত মেয়ে নিয়ে অপলক চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে বসে থেকেছে। যক্ষ রক্ষ যম, তুমি যে-ই হও, একবার দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকলে, শর্মিষ্ঠা বাঘিনীর মতোই তোমার টুঁটি কামড়িয়ে ধরার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। সামান্য অস্ত্রও ওর কাছে ছিল না। ওর অস্ত্র বলতে ছিল, নিজের দাঁত আর নখ আর বুকের আগুন। মনে মনে ও ভয়ংকরী হয়ে উঠেছিল।

শর্মিষ্ঠা তথাপি জানতো, ও রকম ভাবে বেশি দিন চলে না। পুপে ঠাকরুণ নিজে কূটনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নানান্ পুরুষের নানান প্রস্তাব তিনি নিয়ে আসতেন, কারণ কেবল বাড়ি ভাড়া আদায়ের জন্যই না, পরিষ্কার বলতেন, 'কী খেয়ে বাঁচবি, মেয়েটাকে কেমন করে বাঁচাবি? জীবনে অনেক দেখেছি। তুইও দেখেছিস। তুই কোন্ ছার, তোর থেকে যার অবস্থা ভালো, সেই মেয়েরাই কী করছে আজকাল, ছাখ্ গিয়ে। আমার বাড়ি ভাড়া না হয় না-ই পেলাম, তুই বাঁচবি কি করে? কমলের তুই বিয়ে করা বউ নোস্, সে নিজে আমাকে বলেছে। বাপের ঘর যখন ছেড়েছিস, তখন নিজেকেই তোকে নিজের ঘর গড়ে নিতে হবে। মনকে তৈরি কর।'

পুপে ঠাকরুণ ছাড়া, রতনের দল তো ছিলই। স্বপনের মতো ছেলে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে, আক্রমণ করে, ওর সবনাশ করার চেষ্টা করেছে। স্বপনকেই ও প্রথম বুঝিয়ে দিয়েছে, বেড়াল হয়ে বাঘিনীর সঙ্গে লড়াই চলে না। শর্মিষ্ঠার নখের আঘাতে ওকে ডাক্তারের

কাছে গিয়ে বিষমুক্ত হওয়ার ওষুধ খেতে, আর ইনজেকশন নিতে হয়েছিল। অতি অল্পের জন্য, স্বপনের একটি চোখ ওর নখের আক্রমণ থেকে বেঁচে গিয়েছে। পুপে ঠাকরুণকে শর্মিষ্ঠা একটি মোক্ষম কথা বলে শাসিয়ে রেখেছিল, যদি তিনি বেশি বাড়াবাড়ি করেন, তবে শর্মিষ্ঠা নিজের কাছে লুকিয়ে রাখা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে। তার আগে, থানার দারোগাকে চিঠি লিখে সব জানিয়ে ডাকঘরে ফেলে আসবে।

পুষ্পগন্ধা দেবী, অর্থাৎ পুপে ঠাকরুণ ভয় পেয়েছিলেন বৈকি! সাধে কি আর সর্বনাশী কালামুখী বলে ডাকতেন। যদিও শর্মিষ্ঠার কাছে বিষ তো দূরের কথা, একটি ঘুমের বড়িও ছিল না। জীবন ওকে যে অভিজ্ঞতা দিয়েছে, সেই অভিজ্ঞতা থেকেই পুপে ঠাকরুণকে ও সাবধান করেছিল। কিন্তু এ ভাবে বেশি কাল চলতে পারে না, পারতো না, শর্মিষ্ঠা তা বুঝেছিল। বুঝেছিল বলেই, অনেক ভেবে চিন্তা করে, টুসিকে নিয়ে এ বাড়িতে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা কার্যকরী না হলে কী করতো, ও তা স্থির করে উঠতে পারেনি।

কিন্তু বিকালে বিমলকান্তি যখন অফিস থেকে ফিরে আসবেন, তখন কী হবে? বিমলকান্তি শ্যামলকান্তিকে নিয়ে লেক গার্ডেনস্-এ গিয়েছিলেন, এবং সেখানে কী কী ঘটেছে, সবই ওর শোনা হয়েছে। বিমলকান্তি এবং এই পরিবারের মনে, ওর সম্পর্কে বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে, সমবেদনায় সবাই আরো ব্যাকুল হয়েছেন। ধিক্কার দিয়েছেন কমলকান্তিকে। অবিশ্যি অমলকান্তি সে সব শোনেননি, এবং তিনি কী ভাবে শর্মিষ্ঠাকে নেবেন, এখনো সংসারের বিচার্য বিষয়। যদিও মাধুরী অকপট ভাবেই গ্রহণ করেছে।

এ পর্যন্ত সবই ঠিক আছে। এবার বিকালের পালা। কি করবে শর্মিষ্ঠা? বিকালে বিমলকান্তি খোকাকে নিয়ে, খিদিরপুরে ওর পিত্রালয়ে যাবেন। কথাটা ভাবতেই ওর সারা গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। শিরদাঁড়া কেঁপে কেঁপে উঠছে। সেখানে গেলেই যে সব কিছু

জানাজানি হয়ে যাবে। ওর মা দাদা কী বলতে, কী বলবেন, ওর সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই স্নেহময় বিমলকান্তি কি আর তখন ওকে বিশ্বাস করবেন?

শর্মিষ্ঠা উঠে বসলো। ও আর স্থির থাকতে পারছে না। খাটে বসেই ড্রেসিং টেবিলের আয়নায়, নিজের সঙ্গে ওর চোখাচোখি হলো। বাস্তব আর প্রতিবিম্বের চার চোখেই আতঙ্ক ফুটে উঠলো। কী করবে শর্মিষ্ঠা? কী বলবে? বিমলকান্তি যখন ওর বিশ্বাসঘাতকতায় স্তম্ভিত হয়ে, অপমানে কালো ক্রুদ্ধ মুখ নিয়ে ফিরে আসবেন, তখন শর্মিষ্ঠা কী বলবে? নেই, কিছু বলার নেই, এই মুহূর্তে আত্মহত্যা করা ছাড়া। তবু হয়তো টুসির প্রতি স্নেহবশত ওঁরা ওকে ত্যাগ করতে পারবেন না। টুসির তো একটা গতি হবে।

মা দাদা শর্মিষ্ঠাকে ত্যাগ করেছেন। অথচ শর্মিষ্ঠার জীবনে যা ঘটেছে, কোনোটাই ওর আপন ইচ্ছায় ঘটেনি। আকস্মিক কতকগুলো ঘটনার দুর্বার টান ওকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ভুল কি কেবল শর্মিষ্ঠাই করেছে? মা দাদা করেননি? তাঁরা যদি প্রথমে ভুল না করতেন, তাহলে পর পর ভুলগুলো বোধহয় ওর নিজের জীবনেও ঘটতো না। অথচ ওর মা দাদা ওর প্রতি একতরফা দোষ চাপিয়ে রেখেছেন। অন্যথায় হয়তো টুসিকে নিয়ে ও তাঁদের কাছেও উঠতে পারতো। কিন্তু মা দাদা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, ওকে আর ওর মেয়েকে তাঁরা কোনো মতেই মেনে নেবেন না।

'কী গো বিরহিনী, এমন করে বসে কোন্ যক্ষরাজার কথা ভাবছো?' সুপ্রিয়া দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, নিচু ঠাট্টার স্বরে হেসে বললো, 'কমলকান্তির জন্য নাকি?'

শর্মিষ্ঠার মুখ চকিতের জন্য রক্তহীন ফ্যাকাসে হয়ে উঠলো, চোখে শঙ্কিত দৃষ্টি। পরমুহূর্তেই ওর মুখে রক্তাভা ফুটে উঠলো, আর তা লজ্জায় না, মনের ভিতরের উত্তেজনায়। কিন্তু ও নিজেকে দ্রুত সামলিয়ে নিয়ে, হাসবার চেষ্টা করে বললো, 'না না, ওসব কিছু না। আসুন রাঙাদি।'

'আসুন!' সুপ্রিয়া ভুরু কুঁচকে, ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, এবং ঘরের মধ্যে ঢুকে বললো, 'আপনি আজ্ঞে করলে তো তোর ঘরে আমি পা-ও দেবো না।'

শর্মিষ্ঠা তাড়াতাড়ি বুকে আঁচল তুলে দিয়ে, ব্যস্ত ভাবে খাট থেকে নামবার উদ্যোগ করে বললো, 'আচ্ছা আচ্ছা, রাঙাদি, আর কখনো আপনি করে বলবো না।'

'থাক, এখন খাট থেকে নামতে হবে না।' সুপ্রিয়া নিজেই খাটের ওপর শর্মিষ্ঠার পাশে এসে বসলো, 'সারা দিনের মধ্যে ও প্রতিজ্ঞাটা কতোবার করলি বল দিকিনি? আবার যদি ভুলেও আপনি করে বলবি, তবে তোর দুই গালে হাতে আলতা মাখিয়ে চাপড় মারবো।'

শর্মিষ্ঠা না হেসে পারলো না, বললো, 'আলতা মাখিয়ে কেন?'

'সবাই দেখবে, আমি মেরে তোর গাল লাল করে দিয়েছি। সুপ্রিয়া বললো, 'হাতের মারের জোরে তো আর লাল করতে পারবো না।'

শর্মিষ্ঠা আবার হেসে উঠলো। সুপ্রিয়া বললো, 'না, সত্যি করে বল তো, অমন করে কী এত ভাবছিলি? আমি কখন থেকে দরজা ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখছি। মেয়ের কোনো খেয়ালই নেই।'

শর্মিষ্ঠার বুকে চকিতে একবার বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল। তারপরে একটু ম্লান হেসে বললো, 'রাঙাদি, আমি আর কি ভাবতে পারি! তোমাদের কাছে এসেও আমার কেবলই মনে হচ্ছে, এত সুখ আমার সইবে তো?'

'ও আবার কী কথা!' সুপ্রিয়া শর্মিষ্ঠার গালে আঙুল দিয়ে টিপে বললো, 'স্বামীর ঘরে এসেছিস, এর আবার সুখ অসুখ কী, না সইবারই বা কী আছে? অনেক কষ্ট পেয়েছিস তো, তাই ও রকম মনে হচ্ছে। আমি তোকে দেখছি আর ভাবছি, সত্যি, ছোট্‌ঠাকুরপোর প্রাণটা পাথর দিয়ে গড়া। এ বাড়ির কোনো পুরুষের প্রাণ অমন নয়। এমন কি ন'দা, যে অমন গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক, তাঁরও মন অমন কঠিন না।'

শর্মিষ্ঠা বললো, 'রাঙাদি, এ বাড়িতে না এলে আমিও বুঝতে পারতাম না যে, একই গাছের ফলের একটি একেবারে অন্য রকম হতে পারে, ভাবা যায় না।'

সুপ্রিয়া হেসে বললো, 'তাহলে ফল দিয়ে ভাবিস না। ভাব, হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হয় না। তা না হলে ছোট্‌ঠাকুরপো, বড়দার মতন পিতৃতুল্য মানুষকে দুঃখ দেয় কেমন করে? এ বাড়ি ছেড়েই বা সে অমন উড়নচণ্ডে হয়ে ঘুরে বেড়ায় কেন? বড়দি সেইজন্যে মাঝে মাঝে বলে, ছোট্‌ঠাকুরপোর জন্মের সময় নিশ্চয়ই কোনো গ্রহের ফের ঘটেছিল। চাকরি করে দেওয়া, ব্যবসার জন্য টাকা, বড়দা কী না করেছেন ওর জন্যে। কিছু করা যায়নি। অথচ ছ্যাখ, ছোট্‌ঠাকুরপো লেখাপড়া কিছু কম করেনি। এম্‌. এ. পড়তে পড়তেই, কী একটা দলের সঙ্গে গিয়ে যে পড়লো, তখন থেকেই রেস্‌ জুয়ার শুরু। রেস্‌ খেললে আর মদ খেলেই একটা মানুষ একেবারে খারাপ হয়ে যায় না, সেও তো কতো দেখছি। তারা বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে দিব্যি সংসার করছে, মানুষও তারা খারাপ না! ছোট্‌ঠাকুরপো—' সুপ্রিয়া হঠাৎ থেমে গিয়ে, ফিক্‌ করে একটু হাসলো, 'আমার যে কী কাণ্ড। যার সঙ্গে তুই তিন চার বছর ধরে ঘর করছিস্‌ তার কথা আমি তোকে বোঝাতে যাচ্ছি মায়ের কাছে মাসীর গল্প, একেই বলে।'

শর্মিষ্ঠা বললো, 'তা নয় রাঙাদি, ওর আগের জীবন সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। এই ক'বছরে যা দেখেছি, তা দিয়ে একটা মানুষের সব কিছু জানা যায় না।'

'কিন্তু প্রেম করা যায়।' সুপ্রিয়া হেসে উঠে, শর্মিষ্ঠার কোলের ওপর একটি চাটি মারলো, 'সেটা বল্‌। আমার ছোট্‌ঠাকুরপো সেদিকে খুব ওস্তাদ।'

শর্মিষ্ঠা উদ্‌গত দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে মাথা নীচু করে হাসলো হ্যাঁ, এই অভিনয় ছাড়া ওর এখন আর উপায় নেই। শর্মিষ্ঠা কি সত্যি কখনো কমলকান্তির প্রেমে পড়েছিল! কমলকান্তিই কি

কখনো ওর প্রেমে পড়েছিল ? প্রেম ! আহ্, এর থেকে মিথ্যা এ জগতে আর কী আছে ? লোভ আর মিথ্যা দিয়ে মন ভোলানো, কাজ গোছানো ছাড়া আর কিছুই নেই। এখন ভাবতে গেলে সবই এলোমেলো হয়ে যায়। ওর জীবনে বিবাহ একদিকে ব্যর্থ হয়েছে, প্রেম হয়েছে অসার্থক। অপমান লাঞ্ছনা গঞ্জনা ছাড়া জীবনে আর কিছুই নেই।

'এই মেয়েটা!' সুপ্রিয়া শর্মিষ্ঠার চিবুকে হাত দিয়ে মুখ তুলে বললো, 'মুখটা অমন প্যাঁচার মত করে রাখবি তো দেবো দুই কিল। বেশ, ছোট্‌ঠাকুরপোর কথা এখন আর বলবো না। তোকে মন ভার করতে হবে না। এবার তোর অন্য খোঁজ খবর নিই। তুই লেখাপড়া কদ্দুর করেছিস বল তো ?'

শর্মিষ্ঠা বিষণ্ণ হেসে বললো, 'সামান্য রাঙাদি, টাকার অভাবে পার্ট টু পরীক্ষা দিতে পারিনি।'

'বাহ্, তাহলে বি. এ: অবধি পড়েছিলি বল!' সুপ্রিয়া বিস্মিত খুশিতে বললো।

শর্মিষ্ঠা বললো, 'কিন্তু কোনো কাজেই লাগলো না। আমার মতন কতো মেয়ে আজ ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'তা যা বলেছিস।' সুপ্রিয়া বললো, তবে এখন তো আর কাজে লাগাবার ভাবনা নেই। ছোট্‌ঠাকুরপো, আপাতত তোর কাছে নেই। তুই বরং আবার পড়াশুনা শুরু কর, পার্ট টু পরীক্ষাটা দিয়ে ফ্যাল।'

শর্মিষ্ঠা আন্তরিক খুশি হয়ে উঠলো, বললো 'খুব ভালো বলেছ রাঙাদি। আমি সত্যি আবার পড়াশোনা করতে চাই। কিন্তু—।' শর্মিষ্ঠার মুখে হতাশার ছায়া পড়লো, 'বইপত্র পাবো কোথায় ? বাড়ির দাদারা যদি রাজী না হন ?'

'বাড়ির দাদাদের কথা ছাড়। সুপ্রিয়া বললো, 'তুই পড়বি শুনলে, তাঁরা কেউ অমত তো করবে না, বরং খুশিই হবেন। এখন বল তো, তোর কী সাবজেক্ট ছিল ?'

শর্মিষ্ঠা বললো, 'আর্টস্। বাঙলায় অনার্স পড়ার খুব চেষ্টা করেছিলাম, পাইনি।'

'অনার্স থাক, পাশ কোর্সেই পাশ করবি।' সুপ্রিয়া বললো, 'ভানু—ন'দার বড় ছেলেরও আর্টস্, ওর বই দিয়েই তোর পড়া হয়ে যাবে। ওর অবিশ্যি ইংরেজিতে অনার্স আছে, সিলেবাসের তফাত হবে। তবে ভানু তোকে বই যোগাড় করে দিতে পারবে।'

শর্মিষ্ঠা কিছু বলার আগেই, পাচক ঠাকুর দু' কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো। আর ঠিক এ সময়েই নিচে বিমলকান্তির গলার স্বর শোনা গেল, 'খোকা এসেছে?'

শর্মিষ্ঠা চমকিয়ে উঠলো। সুপ্রিয়া বললো, 'বড়দা এসে পড়েছেন। খোকাও এবার আসবে। ঠাকুর, তুমি তাড়াতাড়ি নিচে যাও।'

ঠাকুর মধ্যবয়স্ক নিরীহ গোছের মানুষ, কিন্তু মুখে হাসি আছে, বললো, 'যাচ্ছি।' সে খাটের শিয়রের কাছেই, সংলগ্ন একটি ডেস্কের ওপরে চায়ের কাপ দুটো রেখে বেরিয়ে গেল। শর্মিষ্ঠার বুকের কাছে যেন নখের আঁচড় লাগছে। সুপ্রিয়া বললো, 'নে ছোট, চা খা।'

শর্মিষ্ঠা যেন চমকিয়ে উঠে, চায়ের কাপের দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, 'হ্যাঁ। বড়দা কি এখন ওপরে আসবেন?'

'না, বড়দা সকালে নিচে নামেন, আর রাত্রে খাওয়ার 'পরে ওপরে আসেন।' সুপ্রিয়া বললো, 'আজ সকালে বোধহয় ন'দির টুসিকে সাজানো দেখার জন্যই, একবার ওপরে এসেছিলেন। আমাদের সকলেরই সারাদিন নিচেই কাটে। দুপুরটা আর রাত্রিটা ওপরে।'

সুপ্রিয়ার কথা শেষ হবার আগেই, নিচের সিঁড়ি এবং বারান্দায় অনেকগুলো পায়ের ছোটাছুটির শব্দ ভেসে এলো। শর্মিষ্ঠা বললো, 'কারা বোধহয় এলেন।'

'দস্যিগুলোর একটা গ্রুপ এলো। ইস্কুলের গাড়ির শব্দেই বুঝেছি।' সুপ্রিয়া স্নেহের হাসি হেসে বললো, 'বড়দাই বরং আজ একটু তাড়াতাড়ি চলে এলেন। অন্যান্য দিন ছেলেদের ইস্কুল থেকে ফেরার বেশ পরে তিনি ফেরেন।'

ওপরের বারান্দায় ছুটোছুটির শব্দ শোনা গেল। এ ঘরের দরজায় বিলুর সঙ্গে কয়েকটি মুখ দেখা দিল। এখনো কারোরই ইস্কুলের উনিফর্ম ছাড়া হয়নি। সমবেত স্বরে প্রশ্ন ভেসে এলো, 'বোন কোথায় ?'

সুপ্রিয়া চোখ পাকিয়ে বললো, 'চোখে হারাচ্ছে!' বলে ফিক করে হেসে বললো, 'ছ্যাখ্ গিয়ে, মা জ্যাঠাইয়ের ঘরে কোথাও ঘুমোচ্ছে। কিন্তু খবরদার, বোন যদি ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে এখন ওকে তুলবি না।'

সুপ্রিয়ার শেষের কথা কেউ শুনতে পেল কী না সন্দেহ, চকিতে সবাই উধাও হলো। সুপ্রিয়া শর্মিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে হাসলো, বললো, 'একটা বোনের জন্য সবগুলো পাগল! আমাদেরও সকলের মনটা বড় খা খা করতো একটা মেয়ের জন্য। বড়দা এখুনি টুসির খোঁজ করবেন।'

শর্মিষ্ঠার প্রাণ আহ্লাদিত হতে চাইছে, কিন্তু আসন্ন বিপদের এক নিষ্ঠুর থাবা যেন ওর হৃদ্‌পিণ্ডটাকে খামচিয়ে ধরে রেখেছে। সুপ্রিয়া তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ শূন্য করে বললো, 'ওরে ছোট, তোর চা ঠাণ্ডা হচ্ছে, এত কি ভাবছিস ? বড়দা এসেছেন, আমি নীচে যাচ্ছি।'

শর্মিষ্ঠা ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে বললো, 'আমিও যাবো ?'

'তুই ধীরে সুস্থে চা খেয়ে আয়।' সুপ্রিয়া ডেস্কের ওপর চায়ের কাপ নামিয়ে, খাট থেকে নেমে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শর্মিষ্ঠা এখন অস্বাভাবিক ঘামছে। ও যন্ত্রের মতো চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে, আর ভাবছে, কোনো রকমে কি বিমলকান্তির খিদিরপুরে যাওয়া আটকানো যায় ? অন্যথায় সর্বনাশকে রোধ করার কোনো উপায় নেই। সেখানে বিমলকান্তি গেলেই, তিনি শুনতে পাবেন এক কলংকিত কাহিনী। অন্তত তিনি খিদিরপুর যাবার আগে, শর্মিষ্ঠা যদি একবার ঘুরে আসতে পারতো, যদি একবার—।...

'ছোটকাকী!' শর্মিষ্ঠার চিন্তায় বাধা দিয়ে খোকা এসে ঘরের দরজায় দাঁড়ালো। ওর গায়ে এখনো অফিসের পোশাক। শাদা ফুল স্লীভ শার্টের গলায় ইটালিয়ান সিল্ক টাই, সাদা ট্রাউজার। বললো,

'বাবা জিজ্ঞেস করলেন, খিদিরপুরে তোমার বাপের বাড়ির রাস্তাটার নাম কী, আর বাড়ির নম্বর কতো ?'

শর্মিষ্ঠা খোকার প্রশ্ন শুনতে শুনতেই, ঝটিতি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। ও দ্রুত খাট থেকে নেমে বললো, 'খোকাবাবু, শুনুন।'

খোকার চোখে মুখে ফুটে উঠলো, অপার বিস্ময়। আপন মনে উচ্চারণ করলো, 'কী ? খোকা—আবার বাবু, তারপরে শুনুন !' বলেই ও সেখান থেকে চিৎকার করে উঠলো, 'ও মা, শুনে যাও, ছোটকাকী আমাকে কী ভাবে বাবু আপনি আঁজ্ঞে করছে।'

শর্মিষ্ঠা নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললো, 'আচ্ছা, আর বলবো না, কখনো না। খোকা, আমার একটা কথা রাখবে ?' বলতে বলতেই ওর চোখ ছলছলিয়ে উঠলো।

খোকা অবাক হয়ে ঘরের মধ্যে পা দিয়ে বললো, 'কী হয়েছে ছোটকাকী ? কী কথা আছে তোমার বলো, রাখবার হলে নিশ্চয়ই রাখবো।'

শর্মিষ্ঠা এখন অভিনয় করে কাঁদছে না, ভয়ের দৌরাত্মে আপন থেকেই ওর চোখের কূল ছাপিয়ে জল এলো, গলা রুদ্ধ হয়ে এলো। খোকা আরো উদ্বিগ্ন বিস্ময়ে ডাকলো, 'ছোটকাকী !'

শর্মিষ্ঠা নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললো, 'বড়দাকে আমি বলতে পারবো না, কিন্তু মাকে আমি অনেক দিন দেখিনি। তোমাদের সঙ্গে আমাকে নিয়ে যাবে ?'

খোকা এক মুহূর্ত ভেবে বললো, 'ওহ্, এই কথা, তাহলে আমি বলছি, তুমি তৈরি হয়ে নাও। তুমি নিজে একবার মাকে বলো। আমি বাবাকে বলে ঠিক রাজী করে ফেলবো।'

জল ভরা ঝাপসা চোখে, খোকার দিকে তাকিয়ে, শর্মিষ্ঠার মনে হলো, ওর সামনে যেন কোনো দেবদূত দাঁড়িয়ে আছে। খোকা আবার বললো, 'আরে, এর জন্যে তুমি এত চোখের জল ফেলছো কেন ? আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, বাবাকে রাজী করাবো, তুমি আমাদের সঙ্গে খিদিরপুর যাবে। তুমি কেবল মায়ের অনুমতিটা

একবার নিয়ে নাও। বোঝোই তো, তোমাকে আমি আর কি বলবো ?'

শর্মিষ্ঠা ঘাড় কাত করে জানালো, ও বুঝতে পেরেছে। খোকা চলে যাবার আগে আর একবার বলে গেল, 'তুমি তৈরি হও।'

শর্মিষ্ঠার এর বেশি তৈরি হবার আর কিছু ছিল না। কেবল নিজেকে একটু বিন্যস্ত করে নিতে হবে। চুল বাঁধবার এখন সময় নেই। চিরুণি চালিয়ে, একটা খোঁপা জড়িয়ে নিলেই যথেষ্ট। তার আগে শশীসুধার কাছে যাওয়া দরকার। বড়দা এসে গিয়েছেন, তিনিও এখন নিশ্চয় নিচে রয়েছেন। নিজেকে বিন্যস্ত করার আগে, ও নিচে যাবার মনস্থ করলো। ঘরের বাইরে ছাদ ঢাকা বারান্দায় দাঁড়াতেই দেখতে পেলো, বাগানে টুসিকে নিয়ে ছেলেদের খেলার উৎসব লেগে গিয়েছে। দোলনা ঘোড়াটাকে বাগানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুপ্রিয়ার হাতে একটি বাটি। তিনি ঘোড়ায় চড়া টুসিকে কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু টুসি এখন ওর দাদাদের সঙ্গে খেলায় মত্ত। শর্মিষ্ঠার বুকটা টনটন করে উঠলো, ভাবলো, গতকালও মেয়েটা পেট ভরে খেতে পায়নি। আর আজ ওকে সেধেও খাওয়ানো যাচ্ছে না। জীবন কী বিচিত্র !

শর্মিষ্ঠা সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই দেখতে পেল শশীসুধা উঠে আসছেন। তিনি বারান্দায় শর্মিষ্ঠার কাছে আসতে আসতে, কিছুটা অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে ছোট, তুই নাকি আমাকে খুঁজছিস খোকা বললে ?'

এক বেলার মধ্যেই, শর্মিষ্ঠার নাম এ বাড়িতে বদলিয়ে গিয়েছে। শর্মিষ্ঠা কিছু বলবার আগেই, শশীসুধা ওর মুখের দিকে ভালো করে দেখে বললেন, 'হুঁ, খোকা ঠিকই বলেছে, তুই কাঁদছিলি। এখন চোখ দেখেই তা বুঝতে পারছি। কিন্তু কেন রে ছোট, কী হয়েছে ?'

শর্মিষ্ঠার চোখে খোকা আর একবার দেবদূতরূপে ভেসে উঠলো। ও বিব্রত ভাবে বললো, 'না না, তা নয়, কিন্তু বড়দি, আপনি কেন এলেন। আমিই তো আপনার কাছে যাচ্ছিলাম।'

'তাতে কী হয়েছে?' শশীসুধা বললেন, 'খোকার মুখে শুনে আমি ছুটে আসছি। কী ব্যাপার বল্ তো?'

শর্মিষ্ঠার চোখের কোণে আর একবার উদ্গত অশ্রু দেখা দিল, বললো, 'বড়দি, বড়দা তো আজ এখন আমাদের খিদিরপুরের বাড়ি যাচ্ছেন। আমি মাকে অনেক দিন দেখিনি। আমার শ্বশুরবাড়ির গুরুজনের সঙ্গে আর একবারটি যেতে ইচ্ছে করছে। আপনি অনুমতি দিলে, আমি খোকা আর বড়দার সঙ্গে যাবো।'

খোকার মতোই শশীসুধা বললেন, 'ওহ্, এই কথা। তাতে কি হয়েছে, যাবি। আমি তো মা বাপ সবই খেয়ে বসে আছি, আমি কষ্টটা বুঝি। তুই ঘুরে আয়। টুসিকে সঙ্গে নিয়ে যাবি নাকি?'

শর্মিষ্ঠা অনায়াসেই বললো, 'কী দরকার বড়দি। ও যে-ভাবে দাদাদের সঙ্গে মেতে আছে, ও আমার সঙ্গে যেতেও চাইবে না।'

শশীসুধার মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠলো। বললেন, 'আমিও সেই কথাই বলছিলাম। শুধু দাদারা কেন, এখন আমরাও আদেখ্‌লে হয়ে গেছি। টুসি যে এ বাড়ির আদেখ্‌লেদের ঘটি।' বলে বাগানের দিকে একবার মুগ্ধ চোখে দেখে বললেন, 'তাহলে তুই নিজেকে একটু গুছিয়ে নে, আমি তোর বড়দাকে গিয়ে বলছি।'

শশীসুধা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন, শর্মিষ্ঠা ঘরে ঢুকে, আয়নার সামনে নিজের মুখোমুখি দাঁড়ালো। তাকালো নিজের চোখে চোখে। ফিসফিস্ করে বললো, 'মা, দাদা! এবার তোমাদের সঙ্গে আমার বোঝাবুঝি। আর একটি অগ্নিপরীক্ষা।' বলে ও চিরুণিটা তুলে নিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। বেলা ইতিমধ্যেই ছোট হতে আরম্ভ করেছে। বিমলকান্তির গাড়ি সেতু পার হয়ে, খিদিরপুর এলাকায় ঢুকলো। তিনি বসে আছেন সামনের বাঁদিকের আসনে। পিছনে খোকা আর শর্মিষ্ঠা।

খোকা বললো, 'ছোটকাকী, এবার বলো, গাড়ি কোন্‌দিকে যাবে।'

শর্মিষ্ঠা নিচু স্বরে খোকাকে বললো, 'সামনের ট্রাফিক পুলিশের সিগন্যাল ছাড়িয়ে ডানদিকের রাস্তায়।'

বিমলকান্তি কথাগুলো শুনতে পেলেন না, বললেন, 'তার মানে, মাইকেল মধুসূদনের এলাকা। খিদিরপুরের এ সব জায়গার এক সময়ে খুব নাম ডাক ছিল। মাইকেল যে-বাড়িটায় ছিলেন, সে বাড়িটা কাছেপিঠেই কোথায় যেন আছে। ডানদিকের কোথায় যেন থাকতেন হেমচন্দ্র।'

খোকা হেসে বললো, 'বাবা, তোমার দেখছি আদি কলকাতার সব প্লেস এ্যাণ্ড হিস্ট্রি জানা আছে।'

গাড়ি ডানদিকে মোড় নিল, ট্রামলাইনের ওপর দিয়ে। বিমলকান্তি বললেন, 'তা হবে না কেন? আমরা হলাম এই কলকাতার এক আদি পরিবার। নিজেদের শহরটাকে মিনিমাম চিনতে হবে বৈকি। তোরা এখন সি. এম. ডি. এ করছিস, কলকাতাকে কতোটা চিনিস জানিস, তোরাই বলতে পারিস। ভুলে গেলে চলবে না, একদা ব্রিটিশ ভারতের ক্যাপিটাল ছিল এই কলকাতা।'

'এবার বাঁদিকে।' শর্মিষ্ঠা খোকার দিকে ফিরে বললো।

বিমলকান্তিই ড্রাইভারকে বললেন, 'বাঁয়ে চলো। এ সব রাস্তার নাম এখন ভুলে গেছি, কিন্তু সবই চেনা।'

শর্মিষ্ঠার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠলো। সবই চেনা! তার মানে কী? শর্মিষ্ঠাদের পরিবারকেও চেনেন নাকি? ও বললো, 'শুনেছি, আমার ঠাকুর্দা ঢাকা থেকে এসে এখানে বাড়ি করেছিলেন।

'তার মানে, ছোট কাকী, তোমরা বাঙাল!' খোকা হেসে উঠলো।

বিমলকান্তি বললেন, 'আরে এখন আর বাঙাল ঘটি বলে কিছু আছে নাকি? দেশ বিভাগের পরে, ওসব চুকে বুকে গেছে।'

'এবার ডাইনে।' শর্মিষ্ঠা বললো।

বিমলকান্তি বললেন, 'ছোট বউমা, তুমি না এলে দেখছি, তোমাদের বাড়ি খুঁজে বের করতে আমাদের বেশ অসুবিধে হতো।'

শর্মিষ্ঠা বললো, 'এসে গেছি। ডানদিকের বাড়ি।'

বিমলকান্তি ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে নির্দেশ দিলেন। ড্রাইভার বাঁয়ে চেপে গাড়ি দাঁড় করালো। রাস্তাটা তেমন চওড়া না, এবং মোটামুটি নিরিবিলি। দোকানপাটও সামান্যই কয়েকটা আছে। অঞ্চলটা কিছুটা অভ্যন্তরে বলেই বোধহয়। বাঁদিকে ঢোকবার মুখে অনেক দোকানপাট, নিয়নের আলোও দেখা গিয়েছিল। এ রাস্তায় আলোর ঔজ্জ্বল্য তেমন নেই। কিন্তু ডানদিকের বাড়িটা, রীতিমতো প্রাচীন। উনবিংশ শতাব্দীর তো বটেই, হঠাৎ দেখলে ভূতুড়ে বাড়ি বলে মনে হয়। বিরাট বাড়িটার দোতলা একতলার দু-একটা জানালায় আলো দেখা যচ্ছে।

শর্মিষ্ঠা বললো, 'আমরা থাকি একতলার একেবারে পেছন দিকে।'

বিমলকান্তি বললেন, 'আমি একলা এলে তো এ বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই সাহস পেতাম না। পোড়ো বাড়ির মতো দেখাচ্ছে।'

'অথচ কম করে, গোটা বাড়িতে আট ঘর ভাড়াটে আছে।' শর্মিষ্ঠা বললো, 'বড়দা, আমি কি আগে গিয়ে মাকে দাদাকে একটু খবর দেবো?' কথাটা বলতে ওর বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্ করছে। আবার ঘামতে আরম্ভ করেছে।

বিমলকান্তি বললেন. 'তোমার যা ইচ্ছে। আমরাও তোমার সঙ্গে যেতে পারি।'

'ভেতরে ঢোকবার আলো-টালোগুলো আমি জ্বালিয়ে দিতে চাই, নইলে অন্ধকারে ঢুকতে আপনার কষ্ট হবে।' শর্মিষ্ঠার স্বর উত্তেজনায় আর আতংকে রুদ্ধ হয়ে এলো, 'খবর পেলে আমার মায়েরও একটু স্বস্তি হবে।'

খোকা বললো, 'সেই ভালো। ছোট কাকী, চলো, আমি তোমার সঙ্গে নেমে বাড়িটার সামনে দাঁড়াই. তুমি ভেতরে গিয়ে খবর দাও, আলো জ্বালো।'

বিমলকান্তি সম্মতি দিলেন, 'তাই যা তাহলে।'

খোকার সঙ্গে শর্মিষ্ঠা নামলো। খোকাকে বাড়িটার উঁচু বারান্দার সামনে দাঁড় করিয়ে বললো, 'একটু দাঁড়াও, কেমন ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি যাও ভেতরে।' খোকা বললো।

শর্মিষ্ঠা সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে, বিশাল খোলা দরজার ভিতরে, প্রায় অন্ধকারে হারিয়ে গেল। ওর কোনো কিছুই অচেনা না, তবু দু'পাশের ভাড়াটিয়াদের ঘরের মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে কয়েকবার হোঁচট খেল। ওদের সীমানায় এসে দেখলো, দেড়খানি ঘরের সামনের ঘরে ওর বড়দা রবিশেখর খবরের কাগজ পড়ছেন, একটি টুলের ওপর বসে। পাশেই মা বঁটি নিয়ে বসে রাত্রের রান্নার কুটনো কুটছেন। ডানদিকে ছোট একটি উঠোনের পাশে, টিনের দরজা খোলা বাথরুম থেকে, ওর ছোট বোন সুমিত্রার স্বর ভেসে এলো, 'বড়দা, তোমার ছাপা কাপড়ের জামাটা, আর সব জামা কাপড়ের সঙ্গে, সাবানের জলে মেশাবো ? রঙ উঠবে না তো ?'

রবিশেখর খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললেন, 'রঙ উঠবে না, ওটা পাকা রঙ, দিয়ে দে।'

সেই মুহূর্তেই শর্মিষ্ঠার মা দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। চমকিত বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে ওখানে ?'

'আমি মা।' শর্মিষ্ঠা ঘরের মধ্যে ঢুকে একেবারে ওর মায়ের গা ঘেঁষে বসলো। রবিশেখর অবাক হয়ে, মুখের কাছ থেকে খবরের কাগজ সরিয়ে বললেন, 'কী রে শমি, কোথা থেকে এলি ?'

মা তাড়াতাড়ি বঁটি কাত করে রাখতে রাখতে বললেন, 'তোর মেয়ে কোথায় ?'

'সব ঠিক আছে মা।' শর্মিষ্ঠা উদ্বেগে কম্পিত রুদ্ধ স্বরে বললো, 'মা, ওর বড়দা আর তার বড় ছেলে এসেছেন। আমি আজ সকালে টুসিকে নিয়ে ওঁদের বাড়ি গেছি। ও তো দু' মাসের ওপর আমাদের ফেলে পালিয়েছে। ওদের বাড়িতে না গেলে, আমি নিজেও বাঁচতাম না, মেয়েকেও বাঁচাতে পারতাম না।'

মায়ের মুখ সহসাই যেন কেমন শক্ত হয়ে উঠলো। তিনি তাঁর পুত্রের সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় করে বললেন, 'ও মানে কার কথা বলছিস তুই? কমল?'

'হ্যাঁ।' শর্মিষ্ঠা মাথা ঝাঁকিয়ে বললো।

মা শক্ত গলায় বললেন, 'কমলের দাদা ভাইপোর সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক? আমরা কমলের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিইনি, সে তোমার স্বামীও না। যাঁরা এসেছেন, তাঁরা তোমার শ্বশুরবাড়ির লোক না। তাঁরা কেন এসেছেন এখানে?'

শর্মিষ্ঠা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললো, 'মা, বিয়েটাই কি সব থেকে বড়? কী বলতে চাও তুমি আমাকে? আমার পাপটা কোথায়, আজ যদি ও বাড়িতে গিয়ে থাকি? আর আমার জায়গা কোথায়? তাহলে তোমরা কি চাও, আমি মেয়েটাকে নিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরবো?'

'কিন্তু আজ আমি ভদ্রলোকদের মিথ্যা বলবো, তারপর?' মা অবিচলিত স্বরে বললেন, 'দু'দিন বাদে যখন সব জানাজানি হবে, তখন কী হবে?'

শর্মিষ্ঠা মায়ের পায়ে হাত রেখে বললো, 'সে সব দায়-দায়িত্ব আমার, মা। আমাকে রক্ষা করো। তুমি তো জানো, আমি সত্যি-কারের কোনো পাপ করিনি।'

রবিশেখর কাগজ রেখে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'মা, শমি তো ঠিকই বলেছে। ওর জীবনটা আমরা চোখের সামনে দাঁড়িয়ে নষ্ট হতে দেখবো কী করে?'

'কিন্তু তা বলে মিথ্যে কথা বলতে হবে?' মা জিজ্ঞেস করলেন।

রবিশেখর বললেন, 'কিসের মিথ্যে মা? একদিকে যেমন মিথ্যে আছে, আর একদিকে তেমনি চরম সত্যিও রয়েছে। সেই চরম সত্যের মুখ চেয়ে না হয় আমরা মিথ্যেই বলবো।'

'তুইও এ কথা বলছিস!' মা অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, 'তুই যদি মেনে নিতে পারিস, তাহলে আমি কেন আপত্তি করবো।'

রবিশেখর বললেন, 'হ্যাঁ, মা আমি মেনে নিচ্ছি। কেননা, আমার কেবলই মনে হচ্ছে, শমি যেন শাঁখের করাতের তলায় পড়ে আছে। যে-মাধবের সঙ্গে শমির বিয়ে হয়েছিল, সে-ই বা কী সুবিচার ওর ওপর করেছে?' তিনি এক মুহূর্ত থেমে বললেন, 'মা, ধর্মরক্ষা করতেও অনেক সময় মিথ্যা কথা বলা ছাড়া উপায় থাকে না।'

মাকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখালো, বললেন, 'বেশ, তুই যা ভালো বুঝবি, তাই হবে।'

শর্মিষ্ঠা উঠে, রবিশেখরের কাছে গিয়ে বললো, 'দাদা, আমি তোমার কাছে একটা বড় অপরাধ করেছি। আমি এঁদের কাছে বলেছি, ওর সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল, সেই সূত্রেই ও আমাদের বাড়ি যাতায়াত করতো।'

রবিশেখর সহসা অপ্রস্তুত বিস্ময়ে থমকিয়ে গিয়ে বললেন, 'কেন শমি, এ কথা আবার বলতে গেলি কেন? কমল অথবা মাধব, ওরা, তো সবাই আসলে চন্দরের (চন্দ্রশেখর, মেজো ভাই) বন্ধু ছিল '

'তা ছিল।' শর্মিষ্ঠা বললো, 'মেজদা যে চরিত্রের মানুষ, ওর কথা আমার মুখ ফুটে কিছুতেই বেরোল না। এঁরা তাঁদের ছোট ভাইটির চরিত্র আমার থেকে ভালো জানেন। আমি ওঁদের বোঝাবার চেষ্টা করেছি ও তোমাকে মাকে সবাইকেই মিথ্যা বলে ঠকিয়েছে।'

মা এবার বললেন, 'সেটা তো একেবারে মিথ্যা না। কমল আমাদের কাছে কখনো সত্যি কথা বলেনি, তাহলে হয়তো মাধবের সঙ্গে তোর বিয়েতে আমরা রাজী হতাম না।'

'দাদা, এ ছাড়া আমি আর একটা মিথ্যে কথাও বলিনি।' ও হঠাৎ রবিশেখরের হাত চেপে ধরলো।

সুমিত্রা তখন ভূত দেখার মতো চোখ করে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। রবিশেখর বললেন, 'চল্, আমিই ওদের আমার এই গরীবের ঘরে ডেকে নিয়ে আসি।'

রবিশেখরের সঙ্গে যেতে যেতে, শর্মিষ্ঠা সুমিত্রার দিকে ফিরে বললো, 'সুমি, তুই মায়ের কাছে দু-একটা কথা একটু তাড়াতাড়ি শুনে

নে, তারপরে গলির আলোগুলো জ্বেলে দে, আর আমাদের এই খোলা চাতালের আলো।'

শর্মিষ্ঠা বাইরে এসে দেখলো, খোকা গাড়ির কাছে চলে গিয়েছে। ওকে দেখেই, আবার এগিয়ে এলো। শর্মিষ্ঠা ফিসফিস করে রবিশেখরকে বললো, 'দাদা, এর নাম অলোককান্তি। ওর বড়দার ছেলে। গাড়িতে বসে আছেন ওর বড়দা, বিমলকান্তি চৌধুরি।'

রবিশেখর বারান্দা থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে খোকাকে ডাকলেন, 'আসুন অলোককান্তিবাবু। আপনি চলুন, আমি আপনার বাবাকে ডেকে নিয়ে আসছি।' বলে তিনি গাড়ির দিকে এগোলেন।

খোকা প্রায় লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠে বললো, 'দেরি হচ্ছে দেখে তো এমন ভয় পেয়েছিলাম ছোটকাকী, ভাবলাম তুমি নিশ্চয় ভুল করে কোনো ডাকাতের আড্ডায় ঢুকে পড়েছ।'

'আসলে অনেকদিন বাদে মা দাদার সঙ্গে আচমকা দেখা হলো তো।' শর্মিষ্ঠা বললো।

খোকা হেসে বললো, 'আর অমনি কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল। তোমার দেরি দেখে, বাবা ঠিক এটাই অনুমান করছিলেন, নিশ্চয়ই সব কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে।'

বিমলকান্তি গাড়ি থেকে নেমে, রবিশেখরের সঙ্গে এগিয়ে এলেন। শর্মিষ্ঠা মাথায় খানিকটা ঘোমটা টেনে দিল।

ইতিমধ্যে বাড়িটা থেকে দু-একজন বেরিয়ে এসে, কৌতূহলিত চোখে ঘটনা দেখছিল। রাস্তার আশেপাশের রকে বসা ছেলেরাও তাকিয়ে দেখছিল। সম্ভবত শর্মিষ্ঠাদের বাড়ির সঙ্গে, প্রাইভেট গাড়ির উর্দি পরা ড্রাইভার আর যাত্রীদের মেলাতে পারছিল না।

রবিশেখর বারান্দার কাছে এসে বিমলকান্তিকে সসম্ভ্রমে বললেন, 'সাবধানে উঠবেন। পুরনো ভাঙা সিঁড়ি।'

'ঠিক আছে, আমি ঠিকই উঠছি।' বিমলকান্তি বললেন, 'ছোট বউমা, তুমি খোকাকে নিয়ে ভেতরে যাও, আমি তোমার দাদার সঙ্গে সঙ্গে আসছি।'

সুমিত্রা ইতিমধ্যে দু'পাশের ঘরের সারির মাঝখানে দীর্ঘ প্রবেশ পথে আলো জ্বালিয়ে, দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। লাল জামার ওপরে, নীল শাড়ির আঁচল গাছকোমর করে বাঁধা। চুলে বিনুনি বাঁধা। শর্মিষ্ঠার তুলনায় ও সামান্য লম্বা, এবং ছিপছিপে। রোগা না, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা। রঙটা শর্মিষ্ঠার তুলনায় কিছু ম্লান, কিন্তু টিকলো নাকে, বড় চোখে ওর মুখে একটি বিশেষ বুদ্ধিদীপ্ত লালিত্য আছে। শর্মিষ্ঠা বললো, 'খোকা, এ আমার ছোট বোন সুমিত্রা।'

খোকার চোখে কি কিঞ্চিৎ মুগ্ধতার আলো ফুটেছে? ও হাত তুলে নমস্কার করলো। সুমিত্রা লজ্জিত হেসে প্রতি-নমস্কার জানালো।

শর্মিষ্ঠা বললো, 'খোকা আমাদের বাড়ির বড়কর্তার বড় ছেলে।'

'আসুন।' সুমিত্রা পিছন ফিরে ভিতর দিকে এগিয়ে গেল।

খোকা শর্মিষ্ঠার সঙ্গে চলতে চলতে বললো, 'তুমিও আমাকে খোকা বলে পরিচয় দেবে? আমার ভালো নামটা বলবে তো।'

শর্মিষ্ঠা হেসে বললো, 'খোকা নামটাও খারাপ না, ওটাতেই আপন শোনায়। অলোককান্তি নামেই অবিশ্যি তোমাকে এক মানায়।'

সুমিত্রা পিছন ফিরে তাকিয়ে একটু হাসলো। খোকা লজ্জা পেয়ে বলে উঠলো, 'দোহাই ছোট কাকী, তোমাকে আর ভালো নামের ব্যাখ্যা করতে হবে না। তুমি খোকা বলেই ডেকো।'

শর্মিষ্ঠা হেসে উঠলো, যদিও এখনো ওর চোখ কিছুটা আরক্ত। সুমিত্রার হাসির নিক্কনও, শোনা গেল। সকলেই, শেষপ্রান্তের খোলা চাতালের সামনে এলো। সুমিত্রা আগেই আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল। পিছনে রবিশেখরের কুণ্ঠিত স্বর শোনা গেল, 'আপনার খুবই অসুবিধে হচ্ছে। কোথায় যে আপনাকে আমরা বসতে দেবো।'

'আহ্, ও সব কথা কি বলতে আছে?' বিমলকান্তি বললেন, 'যেমনই হোক, এটা তো আমার কুটুম বাড়ি। না হয় নিজে দেখে শুনে কিছু করিনি। কুটুম বাড়ি কুটুম বাড়িই।'

রবিশেখর ঘরের দরজা দেখিয়ে বললেন, 'চলুন, ভেতরে চলুন।'

ইতিমধ্যে একটি চেয়ার সামনের ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছিল। পাশেই সেই টুল, যার ওপরে রবিশেখর কারখানা থেকে ফিরে, খবরের কাগজ পড়ছিলেন। দরজার পাশে থানের ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে ছিলেন শর্মিষ্ঠার মা।

বিমলকান্তি ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। ঘরের সমস্ত চেহারার মধ্যে দারিদ্র্য গোপনের কোনো চেষ্টা নেই। করলেও বোধহয় তা অর্থহীন হতো। তবে দারিদ্র্যের মধ্যেও একটি নম্র স্নিগ্ধতা যেন রয়েছে।

রবিশেখর তাঁর মাকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি আমার মা।' মাকে ডেকে বললেন, 'আর মা, ইনিই শমির—।'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই, বিমলকান্তি মাথা নামিয়ে শর্মিষ্ঠার মাকে প্রণাম করতে উদ্যত হলেন। মা চমকিত বিস্ময়ে দু' পা সরে গিয়ে বললেন, 'না না, এ কী করছেন!'

বিমলকান্তি হেসে বললেন, 'মাকে প্রণাম করছি। আমার ছোট ভাই ছোটকাটা যতো ছোটলোকই হোক, আমাকে ততোটা ভাববেন না।'

রবিশেখর হেসে উঠলেন। মা ঘোমটা সরিয়ে, বিমলকান্তির দিকে তাকালেন। তার মুখে ঈষৎ হাসি ফুটলো। বললেন, 'তা হোক বাবা, আপনার মতো এত বড় মানুষের প্রণাম নিতে আমি পারবো না। আপনাকে আমি এমনিই আশীর্বাদ করছি।'

বিমলকান্তি চেয়ারটিতে সাবধানে বসতে বসতে বললেন, 'বসাবসির আর কী আছে! ছোট বউমার মুখে আপনি এর মধ্যেই সব শুনে নিয়েছেন হয়তো।'

শর্মিষ্ঠার মা মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালেন। ইতিমধ্যে রবিশেখর খোকাকে ঘরের মধ্যে ডেকে এনে, টুলের ওপর বসতে অনুরোধ করলো। ঘরের একপাশে একটি তক্তপোষের ওপর মাদুর বিছানো রয়েছে। বিমলকান্তি বললেন, 'এ কি রে খোকা, তুই যে সূর্যবংশীয় রাজা হয়ে গেলি? ছোট কাকীর মা দাদাকে প্রণাম করেছিস?'

খোকা টুলের ওপর বসতে উদ্যত হয়ে যেন বিদ্যুতাহত হয়ে উঠে দাঁড়ালো, এবং ঝটিতি শর্মিষ্ঠার মায়ের পায়ে হাত স্পর্শ করে কপালে ঠেকালো। মা বললেন, 'ভারি সুন্দর ছেলে, বেঁচে থাকো।'

খোকা তারপরে রবিশেখরের পায়ের দিকে হাত বাড়াতেই তিনি ওর দু' হাত চেপে ধরে বললেন, 'ওই হয়েছে, খুব হয়েছে।'

বাইরের চাতালে মৃদু হাসির ঝংকার শোনা গেল। খোকার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সুমিত্রার দুটি দুষ্টু কালো চোখের তারা। হাসিটা যে তারই, সে-বিষয়ে খোকার কোনো সন্দেহ ছিল না।

বিমলকান্তি বললেন, 'দেখুন মা, অহংকার করে বলছি না, একমাত্র আমার ছোট ভাইটি ছাড়া, আমার আর সব ভাইদের নিয়ে মোটামুটি ভালোই আছি। পোষ মানাতে পারলাম না খালি ছোটকাটাকে—মানে, আপনাদের জামাই কমলকে।'

শর্মিষ্ঠার মা অকারণই যেন মুখটা একবার ফিরিয়ে নিলেন, এবং তাঁর থানের ঘোমটা আর একটু টেনে দিলেন। বিমলকান্তি আবার বললেন, 'কিন্তু রাস্কেলটার মুখ এত মিষ্টি, ওর মুখ দেখে, কথা শুনে ধরাই যায় না, ও অকাতরে মিথ্যে বলে যাচ্ছে। আমি বুঝেছি, ছোট বউমাকে ও মিষ্টি কথায় ভুলিয়েছে, আর ওর ফাঁদে পা দিয়েছে। ওকে আমি আমার ছেলের মতোই মানুষ করেছি, ভাই বলে ওকে জ্ঞান করিনি, আর যতো দাগা, ও আমাকেই দিয়েছে। আজ যখন ছোট বউমা টুসিকে নিয়ে, একটা রিক্শায় করে আমাদের বাড়ি এলো, আর শুনলাম, দু' মাসের ওপর ইডিয়েটটা বেপাত্তা, তখন সত্যি মনে হলো, ও চৌধুরি বংশের কুলাঙ্গার।'

শর্মিষ্ঠার মা বললেন, 'আপনি আর কী করবেন বাবা, সবই কপাল!'

'সত্যি, সত্যি বলেছেন আপনি।' বিমলকান্তি আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'ছোটকা একদিক থেকে আমাদের বড় অমর্যাদা করেছে, যন্ত্রণা দিয়েছে, কিন্তু জানেন মা, আমাদের সব ভাইয়েদের সাতটি পুত্র সন্তান। ছোট বউমার কাছ থেকে আমরা একটি মেয়ে পেয়েছি।

একটা মেয়ের জন্য আমাদের বাড়িতে—ইয়ে—সত্যি বলতে কি, বুক ফাটা তৃষ্ণা ছিল। টুসি এসে সেই তৃষ্ণা মিটিয়েছে। আর—আর বোধহয় সেইজন্যই হতভাগা ছোটকাটাকে আমি ক্ষমা করবো।' বিমলকান্তির গলার স্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে এলো।

একটা আনন্দ ও করুণ আবেগের ছাপ সকলের মুখেই ফুটে উঠেছে। শর্মিষ্ঠার মায়ের ঘোমটা অনেকখানি সরে গিয়েছে। তাঁর চোখ ছলছল করছে। বললেন, 'শমি টুসির ভাগ্য, ওরা আপনাদের আশ্রয় পেয়েছে।'

'না না মা, ও কথা বলবেন না।' বিমলকান্তি ব্যস্ত স্বরে বলে উঠলেন, 'আশ্রয় কেন পাবে? ছোট বউমা আর টুসি তাদের অধিকারের বলেই নিজেদের বাড়িতে এসেছে। টুসিকে পাওয়াটা আমাদেরই ভাগ্য।'

রবিশেখরের চোখে মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠেছিল। বয়স তাঁর চল্লিশের ওপরে হলেও, তিনি এখনো অকৃতদার। এই সংসারের মুখ চেয়েই তিনি বিয়ে করেননি। তিনি হেসে বললেন, 'টুসিটাকে নিয়ে এলে একটু দেখতে পেতাম, অনেকদিন দেখিনি।'

'সেটা কিন্তু রবিশেখরবাবু আপনাদেরই দোষ।' বিমলকান্তি বললেন, 'আপনারা আপনাদের নিরপরাধ বোনটিকে ত্যাগ করে রেখেছিলেন। ছোট বউমা বুদ্ধি করে যে তার নিজের বাড়িতে চলে এসেছে, সেটাই ভাগ্য।'

রবিশেখরের ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠলো। তিনি সহসা কিছু বলতে পারলেন না। কিন্তু মা বলে উঠলেন, 'সে দোষ কি আমাদের? মেয়ে কি আমাদের কথা শুনে কিছু করেছে?

'আমার কথার দোষ ধরবেন না মা।' বিমলকান্তি হাত জোড় করে বললেন, 'ছোট বউমার হয়তো দোষ ছিল, কিন্তু ও যে অপমানের অন্ধকারে গিয়ে পড়েছিল সেই পরিণতি ভীষণ মারাত্মক হতে পারতো। তখন আপনারা আমরা সকলেই হয়তো কপাল চাপড়াতাম। সে তো আমাদেরই মেয়ে, বউ।'

মা তাড়াতাড়ি বললেন, 'না বাবা, আমি সে রকম কিছু বলিনি।'
ড় দুঃখেই বলেছি। শমি তো আমার পেটেরই মেয়ে।'

'যাক এখন এ সব কথা।' বিমলকান্তি দু' হাত তুলে বললেন, রবিশেখরবাবু, আপনার ভাগ্নি খুব বহাল তবিয়তে আছে, কিছু ভাববেন না। আমি সে কথাই আপনাদের বলতে এসেছি। এবার আপনি, মা, ছোট বউমার বোন আমাদের বাড়িতে একদিন আসুন আত্মীয় কুটুমদের এ ভাবে দূরে সরে থাকা উচিত না।'

রবিশেখর বললেন, 'নিশ্চয়ই যাবো—' বলে তিনি মায়ের দিকে ফিরে বললেন, 'মা, আমি চট করে একটু বাইরে থেকে আসছি, তুমি বিমলবাবুর সঙ্গে কথা বলো। সুমিটা গেল কোথায় ?'

'না না, আপনাকে কোথাও যেতে হবে না।' বিমলকান্তি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'আমার খুব চায়ের চেষ্টা পেয়েছে। চিনি ছাড়া এক কাপ চা খেয়েই আমি বিদায় নেবো

মা বললেন, 'তা কি হয় বাবা ? কুটুমবাড়ি বলেই যখন এসেছেন, তখন—।'

'সে কুটুম্বিতে আপনি পরে একদিন করবেন মা।' বিমলকান্তি বললেন, 'আজ আমি একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে না এসে পারলাম না। আগামীকাল থেকে শুরু হবে ছোটকার খোঁজ। ও যেখানেই থাকুক, ওকে আমি খুঁজে বের করবোই। তারপরে—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই, সুমিত্রা দু' হাতে দু'কাপ ধূমায়িত চা নিয়ে ঢুকলো। ডান হাতের কাপ বিমলকান্তির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে, লজ্জা-সম্ভ্রম মিশ্রিত স্বরে বললো, 'এটা চিনি ছাড়া চা।'

'বাহ্, খুব ভালো।' বিমলকান্তি সুমিত্রার দিকে খুশির চোখে তাকিয়ে বললেন, 'এ বুঝি ছোট বউমার বোন ?'

রবিশেখর বললেন, 'হ্যাঁ, ওর নাম সুমিত্রা।'

সুমিত্রা তখন বাঁ হাতের কাপ ডান হাতে নিয়ে, খোকার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। খোকা হাত বাড়িয়ে চা নিতে গেল, আর হাতটা কেঁপে গিয়ে খানিকটা চা চল্‌কিয়ে পড়লো। সুমিত্রার ঠোঁটের কোণে

চকিতে একটু হাসি ফুটেই, মিলিয়ে গেল। ও নত হয়ে বিমলকান্তির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। বিমলকান্তি বললেন, 'থাক-থাক মা। বেশ মেয়েটি।'

সুমিত্রার মুখ লাল হয়ে উঠলো। ও মা ও দাদাকেও প্রণাম করে, ঘরের বাইরে শর্মিষ্ঠার কাছে গেল। শর্মিষ্ঠা সেখানে, আড়ালে থেকে ঘরের প্রতিটি কথাই উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল, এবং দেখছিল। সুমিত্রা ওর কাছে গিয়ে করে বললো, 'তোর ভাসুরপোটা ভারি হাঁদা।'

শর্মিষ্ঠা বললো, 'মোটেই না, তুই নিশ্চয় কিছু দুষ্টুমি করেছিস।'

'আমি কেন দুষ্টুমি করবো?' সুমিত্রা বললো, 'তোর ভাসুরপো হাঁদার মতো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল তো, তাইতেই চা পড়ে গেল। অবিশ্যি—ওকেই যদি তোর সত্যিকারের ভাসুরপো বলতে হয়।'

শর্মিষ্ঠা ভুরু কুঁচকে বললো, 'তার মানে?'

সুমিত্রা কিছু বললো না। শর্মিষ্ঠার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো। ঘরের ভিতর কথাবার্তা তখন বেশ আন্তরিক হয়ে উঠেছে। তার মধ্যেই বিমলকান্তির গলা শোনা গেল, 'বিয়ে যে রেজেস্ট্রি করে হয়েছে, তা আমি শুনেছি। সে সব কাগজপত্র কোথায়?'

মা বললেন, 'তা তো আমরা জানি না, সে সব মাধবের—।' মা হঠাৎ থেমে গেলেন।

শর্মিষ্ঠার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠলো, বিমলকান্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'মাধব?'

'আমি কমলের নাম প্রথমে মাধবই জানতাম।' মায়ের কুণ্ঠিত স্বর শোনা গেল।

বিমলকান্তি হেসে উঠে বললেন, 'ভাববেন না, আমার ছোট ভাইটিকে আমি ভালোই জানি। নাম ভাঁড়াতে সে খুবই ওস্তাদ। তার মানে, সে আপনাদের কাছে মাধব নামে নিজের পরিচয় দিয়েছিল। বুঝেছি, বুঝেছি ও নিয়ে আর কিছু বলতে হবে না।' বলেই তিনি ডাকলেন, 'ছোট বউমা কোথায় গেলে?'

শর্মিষ্ঠা ইতিমধ্যে আবার ঘামতে আরম্ভ করেছিল। তাড়াতাড়ি ঘরে এসে দাঁড়ালো। বিমলকান্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার আর কমলের বিয়ের রেজিস্ট্রির কাগজ কোথায় আছে, জানো ?'

শর্মিষ্ঠা নত মুখে বললো, 'না, সে সব তিনিই কোথায় রেখেছেন।'

'সেটাই স্বাভাবিক।' খোকা বলে উঠলো, 'কাল সকালে লেক গার্ডেনস্-এর বাড়িতে খুঁজে দেখা যাবে।'

বিমলকান্তি বললেন, 'আর কিছুর জন্যই না, তোর ন'কাকা হয়তো এ সব কথা তুলবে। যাই হোক, সে সব পরে দেখা যাবে। আমরা আজকের মতো উঠি।' বিমলকান্তি উঠে দাঁড়ালেন, হাত জোড় করে বললেন, 'মা তো আমার প্রণাম নেবেন না, এমনিই জানাচ্ছি। নমস্কার রবিশেখরবাবু। খুব শীগ্‌গির একদিন আমাদের বাড়িতে আসুন। আমার ছোট ভাইকে দেখে, যা-ই ভাবুন, একবার আমাদের বাড়িতে গেলে অনুমান করতে পারবেন, আপনাদের মেয়ে কোন্ বাড়িতে পড়েছে।'

রবিশেখর হাসলেন, মা-ও হাসলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। বিমলকান্তি আবার বললেন, 'ছোট বউমা, মা দাদা বোনের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা থাকে বলে নাও। আমরা এগোই।'

রবিশেখর বললেন, 'কথা আর কী থাকবে ? কথা মানে তো কান্নাকাটি।'

সবাই হাসলেন। রবিশেখর বিমলকান্তিকে পথ দেখিয়ে বাইরে নিয়ে চললেন। খোকার পাশে শর্মিষ্ঠা। খোকা একবার সুমিত্রার দিকে তাকালো। সুমিত্রাও তাকিয়েছিল। দুজনেই তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল। সুমিত্রা পিছনে পিছনে এলো।

শর্মিষ্ঠার পিত্রালয়, খিদিরপুর থেকে বাড়ি ফিরতেই, শশীসুধা শ্যামলকান্তি সুপ্রিয়া, সকলে বিমলকান্তির কাছে এগিয়ে এলেন। নিচের তলায় বাইরের ঘরেই সবাই যেন অধীর ভাবে, বিমলকান্তি খোকা আর শর্মিষ্ঠার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শশীসুধা প্রথমেই উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'খবর সব ভালো তো? কোনো গোলমাল-টোলমাল কিছু নেই তো?'

বিমলকান্তি তার অবাক চোখে, খোকার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন, তারপর স্ত্রীর দিকে পালটা জিজ্ঞেস করলেন, 'গোলমাল-টোলমাল মানে? কী বলতে চাইছো তুমি?'

শশীসুধা তাঁর অকপট সরল প্রাণের উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন, 'না, মানে ছোটর (শর্মিষ্ঠার) বাপের বাড়ির হদিশ পেলে? ব্যাপার সব ঠিক তো?'

বিমলকান্তি অপ্রস্তুত চোখে শর্মিষ্ঠার দিকে তাকালেন। শর্মিষ্ঠাও তাঁর দিকেই তাকিয়ে ছিল। ওর মনে উৎকণ্ঠা থাকলেও লজ্জা পেয়ে খোকার দিকে ফিরে তাকালো। খোকা হেসে বলে উঠলো, 'তোমরা যে কী সব বলো মা!'

'আমি তো তোমার কথার মাথা মুণ্ডু কিছু বুঝতেই পারছি না।' বিমলকান্তি কিছুটা রুষ্ট স্বরে বললেন।

খোকা হেসে বললো, 'তোমরা ভাবলে কী করে মা, ছোট কাকী তাঁর বাপের বাড়ির বিষয়ে বেঠিক বা আজে বাজে কথা কিছু বলবেন?'

শশীসুধা বললেন, 'তা আমার কী দোষ বল্? তোর ন'কাকা এসে যে রকম সব কথা বলছিল আমি শুনে ভয়েই মরছি।'

'হুঁ, তাই ন'কর্তাকে এ ঘরে দেখতে পাচ্ছ না।' বিমলকান্তি বললেন, 'কী বলেছে সে?'

শশীসুধা বললেন, 'রাঙা বউকেই জিজ্ঞেস করো না, ন'ঠাকুরপো কী বলেছে। ছোট নাকি আমাদের ধাপ্পা দিয়েছে। বাপের বাড়ি-টাড়ি সব মিথ্যে। এ সবই নাকি একটা মিথ্যে ষড়যন্ত্র! ন'ঠাকুরপো

বলেছে, সে নাকি সব ভাঙাফোড় করে দিয়ে প্রমাণ করে দেবে ছোট নাকি জাল বউ।'

'আগে ওকে প্রমাণ করতে বলো, তারপর যেন ও সব কথা বলে।' বিমলকান্তি রীতিমত হুমকে উঠলেন, 'এতই যদি ওর সন্দেহ, সকালে আমাদের সঙ্গে লেক গার্ডেনস্-এ গেলেই পারতো। এ বেলা ছোট বউমার বাপের বাড়িও গেলেই পারতো। সত্যি না মিথ্যে তাহলে সব জানতেই পারতো।'

কিন্তু শর্মিষ্ঠার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠছে। খিদিরপুরের ফাঁড়া কাটবার পরে, ও কিছুটা স্বস্তি বোধ করছিল। যদিও সে স্বস্তি বোধ সাময়িক। কারণ কমল চরিত্র ওর ভালো করেই জানা আছে। মাধব চরিত্রও কিছু কম জানা নেই। বেশি জানে এবং বোঝে কমল চরিত্র। সে কলকাতায় থাক অথবা কলকাতার বাইরে থাকুক, কোনো রকমে যদি তার কানে যায়, শর্মিষ্ঠা এ বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে, তাহলে গোলমাল করবার চেষ্টা করবেই। কেননা, ইতিপূর্বে শর্মিষ্ঠা অসহায় বোধ করে যখনই বলেছে, কেন কমল ওকে তাদের বাড়ি নিয়ে যাবে না, তখনই সে রেগে ফুঁসে উঠে বলেছে, তা কখনোই হবে না। অবিশ্যি কমল যুক্তি দেখিয়েছে, সে নিজে যে-বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না, সে-বাড়ির সঙ্গে শর্মিষ্ঠারও সম্পর্ক থাকতে পারে না। কিন্তু কেন, তার কোনো যুক্তিই কমল কখনো দেয়নি। সবটাই তার ইচ্ছা আর মর্জি, এবং সে সব ইচ্ছা মর্জির কোনো কৈফিয়ৎ দেবার পাত্র কমল নয়।

আজ খিদিরপুরের ব্যাপারটা মিটে যাবার পরে, শর্মিষ্ঠার মনে স্বস্তি ও আশা ছিল, কমলের কানে খবর যেতে যেতে, এবং একটা কিছু ঘটতে নিশ্চয়ই কয়েকটা দিন সময় লেগে যাবে। সেই কয়েক দিনের সময়ের মধ্যে, শর্মিষ্ঠা নূতন করে কিছু ভাববার অবকাশ পাবে। অবিশ্যি ওর মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ ছিল, কমল সম্ভবত মুক্ত জীবন যাপন করছে না। জেল বাসও করতে পারে। কমলের কার্যকলাপ, এবং তার সঙ্গী সাথীদের কথা ভাবলে, সেটা একেবারে অসম্ভব বলে

উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু মেজোকর্তা অমলকান্তির কথা শুনেই, ওর বুকে নতুন করে হাতুড়ি পিটতে আরম্ভ করলো। তিনি কেন বাড়ি এসে, শর্মিষ্ঠার ষড়যন্ত্রের কথা বলেছেন, আর কেনই বা ওকে জাল বউ বলেছেন ? অমলকান্তি কি কিছু জানতে পেরেছেন ? তা না হলে তিনি ভাণ্ডাফোড় করার কথাই বা বলবেন কেন ?

শর্মিষ্ঠার চোখে মুখে উদ্বেগের গাঢ় ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠলো। অমলকান্তির কথা শোনা মাত্রই ও ঘামতে আরম্ভ করেছে। তিনি কি কোনো রকম খোঁজ খবর করেছেন ? কমল ও মাধবের পরিচিত লোকের সংখ্যা কলকাতায় কিছু কম নেই। তাদের কার্যকলাপের বিষয়ও কেউ কেউ জানে। সে রকম কারোর সঙ্গে কি অমলকান্তির আজই যোগাযোগে ঘটেছে ? অথবা তিনি আগে থেকেই কিছু খবরাখবর রাখতেন ? সকালবেলায় প্রথম দর্শনেই তিনি বিরক্তি বিক্ষোভ এবং বিমুখতা প্রকাশ করেছেন। ফলে, এখন এই সন্দেহই যেন দৃঢ়তর হয়ে উঠছে, তিনি আগে থেকেই কিছু জানতেন। কিন্তু কী জানতেন ?

সুপ্রিয়া এগিয়ে এসে, শর্মিষ্ঠার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'কী হলো রে ছোট, তুই হঠাৎ অমন কাঠ হয়ে গেলি কেন ?'

'কেন আবার, বুঝতে পারছো না ?' বিমলকান্তি বেশ চড়া স্বরে হুমকিয়ে ওঠার মতো করে, দু'হাত তুলে বললেন, 'অপমান ! বুঝলে রাঙা বউ, ছোট বউমা অপমানে কাঠ হয়ে গেছেন। একটা ভদ্রলোকের মেয়েকে যদি এ সব কথা শুনতে হয়, তাহলে, তার এ রকম অবস্থাই হয়।'

বিমলকান্তির কথা শুনে, শর্মিষ্ঠার মনটা কৃতজ্ঞতায় ও আবেগে ভরে উঠলো। ওর চোখে জল এসে পড়লো। গভীর উৎকণ্ঠার মূলে, অপমান বোধই তো শর্মিষ্ঠার অবচেতনে কাজ করছে।

শশীসুধা বললেন, 'আস্তে বলো। ন' ঠাকুরপো শুনতে পাবে।'

'শুনতে পাবে মানে কী ?' বিমলকান্তি একই স্বরে বললেন, 'আমি শোনাবার জন্যই বলছি। আমি সকালে লেক গার্ডেন্‌সে

গায়ে একটা মেয়ের লাঞ্ছনার প্রমাণ নিজে পেয়েছি। না, কী বলিস র শামু?'

শ্যামলকান্তি ঘাড় ঝাঁকিয়ে, একবার শর্মিষ্ঠাকে দেখে নিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

'আর এখন ছোট বউমার মা দাদার সঙ্গে কথা বলে আসছি, কী র খোকা?'

খোকা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'এ আবার জিজ্ঞাসার কী আছে। তবে বাবা, মা ঠিকই বলেছে। কী দরকার এই নিয়ে বাড়িতে নিজেদের মধ্যে একটা ঝগড়া বিবাদ লাগাবার। ন' কাকা এখন এ রকম বলছেন, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তখন দেখবে, এই ন' কাকাই আবার অন্য কথা বলছেন।'

শশীসুধা সুযোগ পেয়ে বললেন, 'আমিও সেই কথাই বলছি। তা ছাড়া তোমার এত চেঁচামেচি করা উত্তেজনা, ঠিক না।'

শ্যামলকান্তি বললেন, 'দেখাই যাক না, ন'দা কী ভাঙাফোড়টা করে। বড়দা, তুমি বরং একটু চা খাও।'

সুপ্রিয়া বললো, 'আমি চা পাঠাবার কথা বলছি। চল্ ছোট, আমরা ওপরে যাই।' সুপ্রিয়া শর্মিষ্ঠার হাত ধরে বাড়ির ভিতরের বারান্দায় গেল। জিজ্ঞেস করলো, 'তুই এখন একটু চা খাবি তো?'

'আমার আর কোনো কিছু খেতেই ইচ্ছে নেই রাঙাদি, কেবল বিষ ছাড়া।' শর্মিষ্ঠা ভেজা স্বরে বললে।

সুপ্রিয়া কপট ধমকের সুরে বললো, 'তোর ওই রাঙা গালে মারবো দুই থাপ্পড়। এই সব বাজে কথা একদম বলবি না। কোন্ দুঃখে তুই বিষ খাবি, শুনি? এখানে দাঁড়া, বাইরের ঘরে আর তোর আমার জন্য দু'কাপ চা ওপরে পাঠাতে বলে আসি।' বলে সে উঠোনে, বাঁদিকের প্রান্তে, টিনের চালা ঘেরা, নিচু বারান্দা দিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল।

শর্মিষ্ঠার চোখে ভেসে উঠলো, সকালবেলায় দেখা, অমলকান্তির কঠিন কঠোর মুখ। আর বারে বারেই ওর বুকের মধ্যে কেঁপে কেঁপে

উঠলো। সকলের এত ভালবাসা স্নেহ বিশ্বাস, কখন এক সময় সহস ভেঙে চুরে পড়বে। হয়তো সেই মুহূর্তটি আসতে বেশি দেরিও নেই। তখন এই স্নেহময় বড়দা বিমলকান্তিই প্রথম নিষ্ঠুর অপমানে শর্মিষ্ঠাকে এ বাড়ি থেকে বিতাড়িত করবেন। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। অন্তত সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটির এক ঘণ্টা আগে যেন শর্মিষ্ঠা জানতে পারে।

শর্মিষ্ঠার পিঠে আল্‌তো একটা কিল পড়লো। সুপ্রিয়া ধমকিয়ে উঠলো, 'আবার এ রকম কাঠ মেরে দাঁড়িয়ে আছিস? তোকে কি ভূতে পেয়েছে নাকি? ন'দার কথায় তোর এত ভাববার কি আছে? এতক্ষণ এসেছিস, কোথায় মেয়েটাকে দেখবার জন্য ছটফট করবি তা নয়, উনি একেবারে অপমানে লজ্জায় মরে যাচ্ছেন। চল্।' বলে শর্মিষ্ঠার হাত টেনে ধরে সিঁড়ির দিকে চললো।

'মেয়ের ভাবনা আমি আজ সকাল থেকেই ছেড়েছি।' শর্মিষ্ঠা চলতে চলতে বললো, 'এখন আর টুসিকে দেখবার জন্য আমার কোনো ছটফটানি নেই। আমি জানি, ও ওর জায়গায় এসে গেছে। ও কি একবারও আমার খোঁজ করেছে?'

সুপ্রিয়া সিঁড়িতে পা দিয়ে বললো, 'বেআক্কেলের মতন কথা বলিস না। টুসি, এর মধ্যেই না হোক, বার দুই তিন মায়ের খোঁজ করেছে।'

'কিন্তু কান্নাকাটি করেনি, এটা আমি হলপ করে বলতে পারি।' শর্মিষ্ঠা কথাটা বলে, মনের এ অবস্থাতেও বিষণ্ণ ভাবে হাসলো।

সুপ্রিয়াও হেসে বললো, 'না, তা করেনি। খেলাতেই মেতে রয়েছে। তার মধ্যেই দু-একবার তোর খোঁজ করেছে, আবার তখনই ভুলে গেছে।'

'দেখুন তাহলে—থুড়ি ছাখো—।'

'এখুনি তোর চুল টেনে দিতে যাচ্ছিলাম।'

সুপ্রিয়ার সঙ্গে শর্মিষ্ঠাও হেসে উঠলো। দুজনেই দোতলা বারান্দায় পা দিল।

সুপ্রিয়া বললো, 'তবে আজ ছেলেদের বাড়ির মাস্টারমশাইরা ফিরে গেছেন। কারোকেই পড়াতে বসানো গেল না। সবাই বোনকে নিয়ে মেতে আছে। অবিশ্যি—' সুপ্রিয়া থেমে গেল।

মাধুরি তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। সুপ্রিয়া আর শর্মিষ্ঠাকে আসতে দেখেই, চকিতে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে, দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। শর্মিষ্ঠা এই দৃশ্য দেখে, সহসা যেন তড়িতাহত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। সুপ্রিয়া ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বললো, 'দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? ঘরে চল, সব বলছি।'

মাধরির ঘরের দরজা পার না হতেই, ছেলেদের গুলতানি শোনা গেল। সুপ্রিয়ার ঘরেই টুসিকে নিয়ে ছেলেদের খেলা চলছিল। সুপ্রিয়ার সঙ্গে শর্মিষ্ঠা সেই ঘরে ঢুকতেই, টুসি ওর দাদাদের বেষ্টনী ভেঙে ছুটে এলো। শর্মিষ্ঠার কাপড় মুঠো করে ধরে চিৎকার করে বললো, 'এই তো আমার মা এতেথে!'

শর্মিষ্ঠা একবার টুসির মাথায় হাত রাখলো। টুসিও এক মুহূর্তের জন্যই শর্মিষ্ঠার কাপড় আঁকড়ে ধরলো। একবার মায়ের মুখের দিকে তাকালো, তারপরেই দাদাদের কাছে ছুটে গেল। শর্মিষ্ঠা এক পলকেই দেখে নিল, মাধুরির ছেলেরা কেউ এ ঘরে নেই। সুপ্রিয়া দেখছিল তার ঘরের লণ্ডভণ্ড অবস্থা। সে বলে উঠলো, 'ওরে দস্যিগুলো, আমার ঘরের এ কী অবস্থা করেছিস?'

বুলু বললো, 'আমরা এখন ডাকাতের হাত থেকে টুসিকে বাঁচাচ্ছি। টুলুদা বড় ডাকাত হয়ে, টুসিকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, আর আমি আর পুপু টুসিকে এখন উদ্ধার করছি।'

সুপ্রিয়া হেসে উঠে বললো, 'আর আমার খাট বিছানার বারোটা বাজাচ্ছিস। তা বাজা, কিন্তু দেখিস, পাশের ছোট ঘরে যেন কেউ যাসনে। আয় ছোট।'

শর্মিষ্ঠা জানে, পাশের একটি দক্ষিণ খোলা ছোট ঘরে শ্যামলকান্তির ছবি আঁকবার ঘর। একটা ঘরকে মাঝখানে পার্টিশান দিয়ে, আলাদা করা হয়েছে। কেননা, শ্যামলকান্তিকে প্রয়োজনে বাড়িতেও

কাজ করতে হয়। সুপ্রিয়া দুপুরবেলা যে ঘরে ছিল, শেষ প্রান্তের সেই ঘরে ঢুকে, সুপ্রিয়া আগে সুইচ টিপে আলো জ্বালালো, পাখা খুলে দিল। তারপর খাটের ওপর বসে বললো, 'ন'দিদির ব্যাপার দেখে তুই খুব অবাক হয়ে গেছিস, কেমন তো?'

'তা উনি আমাকে দেখে যে ভাবে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন, অবাক না হয়ে উপায় কী রাঙাদি।' শর্মিষ্ঠা বললো, 'অথচ ও-বেলা উনিই—।'

'টুসিকে নিজেই সাজিয়েছেন, তাই তো?' সুপ্রিয়া হেসে বললো।

শর্মিষ্ঠা ঘাড় ঝাঁকালো। সুপ্রিয়া বললো, 'কিন্তু তার আগে, সকালবেলা ন'দা যখন বাইরের ঘর থেকে গোমড়া মুখে চলে এসেছিলেন, ন'দিও তখন তাঁর পেছনে পেছনে চলে এসেছিলেন, সেটা মনে আছে তো?'

শর্মিষ্ঠা আবার ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ।'

'তার মানেই ন'দি ন'দার সামনে, ন'দার মতন থাকেন, ন'দা না থাকলেই আবার অন্য মূর্তি!' সুপ্রিয়া হেসে বললো, 'ন'দি ন'দাকে ভীষণ ভয় পান। আসলে ন'দি মানুষটা খারাপ না। তবে অবিশ্যি কিছুই বলা যায় না ভাই ছোট। ন'দা হয়তো ন'দিকে এমন করে বোঝাচ্ছেন, এর পরে ন'দি আর তোর মুখ দর্শন করবেন না।'

শর্মিষ্ঠা যেন উৎকণ্ঠিত কুণ্ঠায় জিজ্ঞেস করলো, 'আর টুসির বেলা?'

'হয়তো টুসিকেও কাছে ঘেষতে দেবেন না।' সুপ্রিয়া বললো, 'সামান্য সামান্য কারণে ন'দা ন'দি এক এক সময় যা কাণ্ড করেন। গোটা বাড়ি অস্থির হয়ে ওঠে। তোর রাঙাদা এ সব নিয়ে মোটেও মাথা ঘামায় না। বড়দাও অতি ভালো মানুষ। না হলে বোধহয় ন'দা আলাদা হয়ে যেতেন।'

শর্মিষ্ঠা হঠাৎ একটা দমকা নিশ্বাস ফেলে বলে উঠলো, 'সব মানুষের মন যে কেন এক রকমের হয় না।'

'তাহলে তো সব ল্যাটা চুকেই যেতো।' সুপ্রিয়া বললো, 'ছোট ঠাকুরপো না হলে, তোকে এমনি করে ফেলে পালিয়ে যায়!'

শর্মিষ্ঠার মনে এখন এ সব চিন্তা নেই। ও বললো, 'ন'দা হঠাৎ এমন করে বলছেন কেন রাঙাদি ?'

সুপ্রিয়া বললো, 'ন'দার কথা থেকে যা বুঝলাম, মাস ছয়েক আগে নাকি ছোট ঠাকুরপো তাঁর অফিসে গেছলো টাকা চাইতে। সেদিক থেকে ন'দা টাইট, একটি পয়সাও দেননি। তাঁর ধারণা, ছোট ঠাকুরপো যদি বিয়ে করতো, তাহলে নাকি ন'দাকে নিশ্চয়ই বলতো। আর তা যদি বলতো, তাহলে তিনি নির্ঘাৎ ছোট ঠাকুরপোকে টাকাও নাকি দিতেন। ন'দার এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। আরে এটা তো পরিস্কার ব্যাপার, ছোট ঠাকুরপো কখনোই বিয়ের কথা বলতো না। তুই তো আজ সকালে বলছিলি, ছোট ঠাকুরপো তোকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, তুই কোনদিন এ বাড়িমুখো হলে, সে তোকে স্বীকার করবে না বউ বলে।'

শর্মিষ্ঠার মনে আছে, সকালবেলা ও আঁটঘাট বেঁধেই কথা বলেছিল। কিন্তু অমলকান্তির কথা ভেবে ও কোনো রকমেই স্বস্তি বোধ করছে না। বললো, 'তোমার ছোট ঠাকুরপো এসে যদি বলেন, আমাকে তিনি বিয়ে করেননি, ন'দা সেটাই বিশ্বাস করবেন ?'

'ন'দার বিশ্বাসটাই বড় কথা নয়।' সুপ্রিয়া বললো, 'ছোট ঠাকুরপো এসে বলবে, আর সকলেই তা মেনে নেবে, তা কখনোই হবে না। বিয়েটা তো আর ছেলের হাতের মোয়া নয়! ছোট ঠাকুরপো যদি তোকে অস্বীকার করে, তবে তাকে তা প্রমাণ করতে হবে। বড়দা এমনি এমনি ছেড়ে দেবার পাত্র নন।'

পাচক এসে দু'কাপ চা দিয়ে গেল। সুপ্রিয়া একটা কাপ তুলে নিয়ে বললো, 'তা ছাড়া, এ সব কথা ভাববার কোনো মানেই হয় না। ছোট ঠাকুরপোর এতখানি বুকের পাটা নেই, এ বাড়িতে এসে সে বাজে কথা বলে ধাষ্টামো করবে। আমরাও তো তাকে চিনি। তুই ও সব ভাবনা রেখে এখন চা খা।'

কিন্তু শর্মিষ্ঠা বোঝে, সুঁচই একমাত্র জানে, তার ছিদ্র কোথায়। ওর নিজের বিপদ আর সর্বনাশের সুড়ংটা কোথায়, তা ওর থেকে

ভালো আর কেউ জানে না। সেইজন্যই বিমলকান্তির কথা ওকে ভাবিয়ে তুলেছে। অবিশ্যি এই মুহূর্ত থেকেই ও ভবিষ্যতের কর্তব্য কর্ম আর পন্থার বিষয় মনে মনে স্থির করে নিচ্ছে। ও বললো, 'রাঙাদি, জীবনে আমি অনেক মিথ্যা অন্যায় ঘটতে দেখেছি। জানি না ন'দা কী করবেন, কিন্তু একটা গোলমালের ভয় কিছুতেই আমার মন থেকে যাচ্ছে না।'

'তুই ভেবেও কি তা থামাতে পারবি?' সুপ্রিয়া বললো, 'ন'দা এখন কী করবেন, আমি জানি। সারা কলকাতায় ছোট ঠাকুরপোর খোঁজ নিয়ে বেড়াবেন। ছোট ঠাকুরপোকে না পেলে, ওর বন্ধু বান্ধবদের খোঁজ করবেন। তবে হ্যাঁ, সেটা কেবল ন'দা করবেন না, বড়দাও মোটেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবেন না। তিনিও ছোট ঠাকুরপোর খোঁজ করবেন। তার মানে এই নয় যে তাকে দিয়ে তোকে বিয়ে করাটা স্বীকার করাবার জন্য খোঁজ করবেন। ছোট ঠাকুরপো তোকে ফেলে রেখে চলে গিয়ে যে অপরাধ করেছে, তার শাস্তি দেবার জন্যই খোঁজ করবেন। তা ছাড়া, বড়দার মনে নতুন দুশ্চিন্তাও দেখা দিয়েছে। ছোট ঠাকুরপো তোর মতন মেয়েকে যদি এ অবস্থায় ফেলে যেতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই সে আরো বড় কোনো অপরাধ করে বেড়াচ্ছে। আর ছোট ঠাকুরপোর সব অপরাধের ধাক্কা তো শেষ পর্যন্ত এ বাড়িতেই এসে লাগে, সামলাতেও হয় বড়দাকেই। ন'দাকে নয়। তুই ও সব ভাবনা মন থেকে দূর করে দে।'

দূর করা তো দূরের কথা, সুপ্রিয়ার একটি কথা ওর বুকে যেন তীরের মতো বিঁধে গেল। অমলকান্তি কমলের খোঁজই শুধু করবেন না, এখন থেকে কমলের বন্ধু বান্ধবদেরও খুঁজে বেড়াবেন। শর্মিষ্ঠার কাছে যার একটিই মাত্র অর্থ, সত্যি ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর তারপরই সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত! কিন্তু শর্মিষ্ঠার নিজের সত্যি বলে কি কিছু নেই। আপাতদৃষ্টিতে ও মিথ্যা কথা বলেছে, সন্দেহ নেই, তথাপি মূল সত্য থেকে ও বিচ্যুত হয়নি, নিজের প্রাণের কাছে এইটাই ওর শক্তির একমাত্র সম্বল। তার মধ্যে তবু একটা অসামাজিক

কলংকের বোঝা ওর মাথায় চাপানো আছে। আর সেই কলংক থেকে মুক্তির একটি মাত্র পথই ওর জানা আছে। সেই পথের পরিণতির সিদ্ধান্তে ও অটল। ও চায়ের কাপ তুলে নিল।

সাতটা দিন নিরাপদে কেটে গেল। নিরাপদ বলা ঠিক না, বরং একটা উৎসবের মধ্য দিয়েই যেন দিনগুলো অতিবাহিত হলো। বিমলকান্তি প্রত্যক্ষ ভাবে অফিস থেকে ছুটি না নিলেও, বিশেষ প্রয়োজনে যেটুকু সময় অফিসে না থাকলেই নয়, সেই সময়টুকু ছাড়া, সব সময়েই প্রায় বাড়িতে কাটাচ্ছেন। উদ্দেশ্য একমাত্র টুসির সঙ্গে কাটানো। টুসিকে নিয়ে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ানো। অথচ বাড়ির ছেলেরা ইস্কুল ছুটি নিয়ে বাড়িতে থাকতে চাইলেই তিনি সবাইকে হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছেন। বোনের সঙ্গে খেলা করার জন্য কারোর ইস্কুল কামাই করা চলবে না। কিন্তু নিজে অফিস থেকে পালিয়ে আসবেন। টুসিও এখন বড় জেঠুর ছায়া হয়ে উঠেছে। দুজনের খুব ভাব। বাবা যে খুব 'দুত্তু' টুসি সে-কথা বড় জেঠুকে বলেছে। বড় জেঠুও জানিয়ে দিয়েছেন, দুত্তু বাবাকে তিনি ভীষণ শাস্তি দেবেন।

বিমলকান্তি খিদিরপুরে যাবার পরদিন সকালেই, শ্যামলকান্তিকে নিয়ে লেক গার্ডেনস্ এ গিয়েছিলেন। সঙ্গে শর্মিষ্ঠাকেও নিয়ে গিয়েছিলেন। পুপে ঠাকরুণের বাড়ি ভাড়া সব মিটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তালা খুলে, শর্মিষ্ঠার ঘরের অবস্থা দেখে, তিনি এবং শ্যামলকান্তি কেবল হতবাক হননি, একটা ক্ষুব্ধ দুঃখে তাঁদের মনটা ভরে উঠেছিল। তক্তপোষ বিছানা, আসবাবপত্রহীন ঘরটার চেহারা একটা বস্তির ঘরের থেকেও দুর্দশাগ্রস্ত। চৌধুরিবাড়ির ছেলে হয়ে, কেউ যে এমন ঘরে বাস করতে পারে, তাও আবার স্ত্রী কন্যাসহ, চিন্তার অতীত। একটি পুরনো ট্রাংকে শর্মিষ্ঠার আর টুসির কিছু জামা কাপড় ছিল। বিমলকান্তির নির্দেশে কেবল সেই ট্রাংকটাই নেওয়া হয়েছিল। নেবার

মতো আর কিছুই সে-ঘরে ছিল না। শর্মিষ্ঠার রান্নার এবং অন্যান্য সস্তার বাসনপত্রও পুপে ঠাকরুণকে দান করে দেওয়া হয়েছিল।

শর্মিষ্ঠা পুপে ঠাকরুণের গদগদ অমায়িক আচরণে অবাক হয়নি। মনুষ্য চরিত্রের কোনো কোনো দিক সম্পর্কে ঘৃণা আর করুণা ছাড়া, ওর মনে কিছু উদ্রেক হয়নি। কিন্তু আসল ঘটনা ঘটেছিল, পুপে ঠাকরুণের বাড়ি থেকে বেরুবার সময়ে। বিমলকান্তির ড্রাইভার শর্মিষ্ঠার ট্রাংক তুলে নিয়েছিল। রতনের একটি বড় দল, বাড়ির দরজার সামনে, পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দলের সামনে ছিল মারমুখো রতন, আর তার সঙ্গীরা সকলেই তার মতো মারমুখী। বিমলকান্তি চোখের পলকেই লক্ষ্য করে নিয়েছিলেন, রতনের কোমরের কাছে ছুরি গোঁজা। হয়তো আরো কারো কারোর কোমরে বা হাতেও ছুরি ছিল। হাতবোমা থাকাও অসম্ভব ছিল না। ওদের দেখেই শর্মিষ্ঠা বিমলকান্তিকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল, বলেছিল, 'বড়দা, এরা সাংঘাতিক, আপনি আর এগোবেন না।'

বিমলকান্তি প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। আগের দিনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কোটের নীচে জামার ভিতরে বুকের পাশে লোডেড রিভলভার রেখেছিলেন। রতন চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিল, 'কাল খুব রুস্তমি দেখিয়েছিলে, এ পাড়ায় এসে রতনের গায়ে হাত তুলেছিলে। আজ ভাবছো বামাল সমেত সরে পড়বে? তার আগে এই রতনকে তোমার রক্ত দিয়ে যেতে হবে।'

বিমলকান্তি কিছু বলবার আগেই, শ্যামলকান্তি অগ্রজের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'বড়দা, চট করে কালকের মতন কিছু করতে যেও না।'

'চোপ রাস্কেল, সরে দাঁড়া।'—বিমলকান্তি গর্জন করে উঠেছিলেন, এবং উর্দি পরা ড্রাইভারকে হুকুম দিয়েছিলেন, 'বাক্সা উতারকে মেরা পাস্ আ যাও।'

রতন ইতিমধ্যে বাড়ির ভিতর পা দিয়ে, পিছন ফিরে সঙ্গীদের হুকুম দিয়েছিল, 'খবরদার, একজনকেও আস্ত বেরোতে দিবি না।'

বিমলকান্তি কোটের ভিতরে, কাঁধের বেল্টের সঙ্গে ঝোলানো রিভলভারটা বের করে নিয়ে, ট্রিগারে আঙুল রেখে, রতনের দিকে তাগ্ করে বলেছিলেন, 'শোন্ সোয়াইন, গতকাল তোকে থাপ্পড় মেরেছিলাম, আজ তোকে প্রাণে মারবো। মনে করিস না, আমি একটা খেলনা পিস্তল নিয়ে তোদের মোকাবিলা করতে এসেছি।' বলেই তিনি রতনের মাথার ওপরে, পুরনো দরজার চৌকাঠের গায়ে একটা গুলি ছুড়েছিলেন।

পুরনো দরজার চৌকাঠ রিভলভারের গুলির আঘাত সইতে পারেনি, সশব্দে খানিকটা ভেঙে পড়েছিল, এবং রিভলভারের শব্দে সবাই চমকিয়ে উঠেছিল। চৌকাঠের কাঠের সঙ্গে, রতনের মাথার ওপরে খানিকটা চুন বালিও খসে পড়েছিল। রতন প্রকৃত পক্ষে এতটা আশা করেনি, সে ভয়ে চমকিয়ে, পিছনে সঙ্গীদের ঘাড়ের ওপরে লাফিয়ে পড়েছিল। বিমলকান্তিও সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে দরজার কাছে ঝাঁপিয়ে পড়েই চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'আয় শুয়ার, এগিয়ে আয়।'

ব্যাপারটা এতই আকস্মিক, আর রিভলভারের গুলির শব্দে এবং বিমলকান্তিকে রিভলভার-সহ লাফিয়ে পড়তে দেখে, রতনের দলের মধ্যে একটা ভীতির সঞ্চার হয়েছিল, পিছন ফিরে পালাবার জন্য নিজেদের মধ্যেই ধস্তাধস্তি লেগেছিল। পুপে ঠাকরুণের আচমকা মড়া কান্নার চিৎকারে, পরিস্থিতিটা হয়ে উঠেছিল যেন বিভীষিকাময়। বিমলকান্তির ড্রাইভারও হুংকার দিয়ে দরজার বাইরে লাফিয়ে পড়েছিল। বিমলকান্তি রিভলভার বাগিয়ে ধরে গর্জন করেছিলেন, 'আয়, কোন্ হারামজাদা আমার রক্ত নিবি, আয়।'

রতনের দল তখন বেশ খানিকটা পিছনে হঠে গিয়েছিল। বিমলকান্তি আবার গর্জে উঠেছিলেন, 'এখনো সাবধান করে দিচ্ছি, পালা। নইলে কুকুরের মতন গুলি করে মারবো।' তিনি আরও ধাওয়া করে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্যামলকান্তি ভয়ে বলে উঠেছিলেন, 'বড়দা, আর এগিও না।'

সেই মুহূর্তেই, বিমলকান্তির কাছ থেকে খানিকটা দূরেই একটা পটকা ফেটেছিল। বিমলকান্তি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে, রিভলভার শুদ্ধ আরও এগিয়ে গিয়েছিলেন, চিৎকার করেছিলেন, 'তবে রে!' বলেই রতনের দলের মাথার ওপর দিয়ে একটা গুলি ছুড়েছিলেন।

রতনের দল পিছন ফিরে দৌড় দিয়েছিল। পুপে ঠাকরুণ বেরিয়ে এসে রতনের দলকে গালাগাল করতে আরম্ভ করেছিলেন।

বিমলকান্তি নির্দেশ দিয়েছিলেন 'শামু, আমি এদিকে দেখছি। তুই ছোট বউমাকে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে ওঠ, আর ড্রাইভারকে ট্রাংকটা তুলে নিয়ে যেতে বল।'

ইতিমধ্যে পাড়ার কিছু লোক, রাস্তার দোকানদার ইত্যাদি বেরিয়ে এসেছিল। সেই চায়ের দোকানিটি বিমলকান্তিকে বলেছিল, 'বাবু, আপনার মতন বাবু আমাদের দরকার। ওই রতনদের উৎপাতে আমরা গরীবরা মরছি।'

পুপে ঠাকরুণ হাউমাউ করে উঠে বলেছিলেন, 'তোমাকে কী বলবো বাবা, আমার নাতি স্বপনটা ওই দলের সঙ্গে মিশে একেবারে গোল্লায় গেছে।'

রতনের দল তখন আড়ালে গেলেও, বিমলকান্তির মনে কোনো ভরসা ছিল না। কাপুরুষ ইতর চরিত্রের লক্ষণ তাঁর জানা ছিল। কিন্তু শর্মিষ্ঠা তাঁর পাশে এসে বলেছিল, 'বড়দা, আপনাকে না নিয়ে আমি গাড়িতে উঠবো না।'

'তাহলে সবাই একসঙ্গে গাড়ির দিকে যাই চলো।' বিমলকান্তি বলেছিলেন, আর রতনের সদলে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার দিকে রিভলভার তাগ করে রেখেই তিনি গাড়ির কাছে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

বিমলকান্তিদের ঘিরে এমন একটা জনতার ভিড় হয়েছিল, রতনদের পক্ষে, আড়াল থেকে পটকা ছোড়াও সম্ভব ছিল না। সকলেই গাড়িতে উঠে বসেছিলন। ড্রাইভার পিছনের কেরিয়ারে ট্রাংক তুলে দিয়ে গাড়ি ছাড়তেই আবার একটা পটকা ফাটার শব্দ হয়েছিল। প্রায় গাড়ির কাছে সেটা ফাটলেও, গাড়ির কোনো ক্ষতি করতে

পারেনি। ড্রাইভার দ্রুতবেগে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত ঘটনাটা ঘটেছিল মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে।

শ্যামলকান্তি শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে পিছনে বসেছিলেন। বিমলকান্তি সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে। শ্যামলকান্তি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'দাদা, তুমি সত্যি সত্যি তাহলে রিভলভারটা নিয়ে এসেছিলে?'

'তবে মিথ্যে মিথ্যে ভেবেছিলি?' বিমলকান্তি পকেট থেকে ওষুধের শিশি বের করে, একটা বড়ি মুখে পুরেছিলেন, 'আগে ওষুধটা খাই, একসাইটমেন্টটা একটু বেশিই হয়ে গেছে।'

শর্মিষ্ঠা বলেছিল, 'একসাইটমেন্ট শুধু? আমি তো ভেবেছিলাম আমার জন্য একটা সর্বনাশই না ঘটে যায়। তাহলে আমি বাড়িতে আর মুখ দেখাতে পারতাম না।'

বিমলকান্তি হেসে উঠে বলেছিলেন, 'তার মানে তুমি ভেবেছিলে, ওরা আমাকে ছুরি মারবে?'

'হাসছো বড়দা?' শ্যামলকান্তি বলেছিলেন, 'সেটা মোটেই অসম্ভব ছিল না।'

শ্যামলকান্তি হেসে উঠেছিলেন। শর্মিষ্ঠাও বিমলকান্তির কথার ধরণে হাসি চাপতে পারেনি। বিমলকান্তি আবার বলেছিলেন, 'ওরে, তোকে আমি গতকালই বলেছিলাম, এই সব এলিমেন্টস্‌দের ওপর আগেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। তার জন্য আমি তৈরি হয়েই এসেছিলাম। গুলি করে কারোকে মারবো ভাবিনি ঠিকই। তবে বেশি বিপদে পড়লে, এক আধটাকে কিন্তু ঘায়েল করতেই হতো। এরা আসলে তো কাপুরুষ। অথচ এরাই আজকে সমাজের এক একটা মাথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এরাই নাকি আবার গরীবদের ভালোর জন্যে পার্টি করে।'

শর্মিষ্ঠা বলেছিল, 'কিন্তু বড়দা, এ তল্লাটে সবাই রতনকে যমের মতন ভয় করে।'

'করবেই তো।' বিমলকান্তি বলেছিলেন, 'আমিও করি।'

শ্যামলকান্তির সঙ্গে শর্মিষ্ঠা আবার হেসে উঠেছিল। বিমলকান্তি আবার বলেছিলেন, 'কিন্তু এ ভয় কাটিয়ে উঠতে না পারলে চলে না। না কাটিয়ে উপায় নেই। আর একবার কাটিয়ে উঠতে পারলে, দু' ঘা খেলেও ওদের হারাতে অসুবিধে নেই।'

শর্মিষ্ঠা মনে মনে সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে কথাগুলো মেনেছিল। কারণ, ও জানতো বিমলকান্তি যে সাহসের কথা বলেছিলেন, সে-সাহস ওর নিজেরও ছিল। ছিল বলেই গত দু'মাস রতনের সঙ্গে ও যুঝতে পেরেছিল।

শ্যামলকান্তি বলেছিলেন, 'সত্যি বড়দা, ছোট বউয়ের এ ঘটনা না ঘটলে, তোমার এমন চেহারা কোনো দিন দেখতে পেতাম না। আজও তোমার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে।'

'ফাজলামি করিস না।' বিমলকান্তি বলেছিলেন।

সাতদিনের মধ্যে এই ঘটনা ছাড়া, আর একটি ঘটনা শর্মিষ্ঠার মনকে বেশ খানিকটা বিস্মিত ও কৌতূহলিত করেছিল। তা হলো, ওদের খিদিরপুরের বাড়িতে খোকার যাওয়া। খোকা নাকি ওর আফিসের কাজে, খিদিরপুরে শর্মিষ্ঠাদের বাড়ির কাছেই গিয়েছিল। তাই একবার ছোটকাকীর মা দাদার সঙ্গে দেখা করে এসেছে। কেবল কি মা দাদার সঙ্গে? শর্মিষ্ঠার ছোট বোন সুমিত্রার সঙ্গে নয়? খোকা একবারও নিজে থেকে সুমিত্রার নাম করেনি। শর্মিষ্ঠা নিজেই জিজ্ঞেস করেছিল, ওর ছোট বোনের সঙ্গে দেখা হয়েছে কি না।

খোকা ভাবে ভঙ্গিতে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে বলেছিল, সুমিত্রার সঙ্গেও তার দেখা হয়েছে। কোনো কথা হয়নি? এ প্রশ্নটা শর্মিষ্ঠা করতে পারেনি। সুমিত্রার কথা উঠতেই, খোকার মুখ যে রকম লাল হয়ে উঠেছিল তাতেই অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসার নিরুচ্চারিত জবাবও যেন

একটা মিলে গিয়েছিল। নিজের ছোট বোনকে ওর চেনা আছে। সহজে তো কোনো ছেলেকে সুমিত্রা চোখের মায়ায় টানবে না! তাহলে কি, প্রথম দর্শনে, খোকাই কোনো যাদু করেছিল? খিদিরপুরে কখনো যাকে অদ্যাবধি কোনো কাজে যেতে হয়নি, সেখানে একবার গিয়ে, এক সপ্তাহের মধ্যেই খোকার অফিস থেকে হঠাৎ এমন কি কাজ পড়েছিল?

ঘটনাটা ভেবে, শর্মিষ্ঠা মনে মনে মুচকে হেসেছে, অবাক হয়েছে, খুশি হয়েছে, কিন্তু কেন যেন মনের এক অদৃশ্য কোণে একটা কাঁটাও খচ্ খচ্ করে উঠেছে। ওর নিজের জীবনের অনেক ঘটনাই ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। ছোড়দা চন্দ্রশেখরের দুই বন্ধু কমল আর মাধব যখন প্রথম ওদের বাড়ি গিয়েছিল, প্রথম দর্শনেই কমলের চোখের জাদু—জাদু না, তাকে বোধহয় পঞ্চশরের বাণ বলে। তখন কি শর্মিষ্ঠা একবারও বুঝেছিল, নিষ্পাপ দেবদর্শন যুবকের ভিতরে লুকিয়ে আছে এক অবিশ্বাসী সর্বনাশা চরিত্র?

কিন্তু খোকার ক্ষেত্রে, শর্মিষ্ঠা এ রকম ভাবতে পারেনি। একই বংশের রক্তে এই আশ্চর্য বিভিন্নতাকে ও না মেনে পারেনি। তবু, খোকার হঠাৎ ছুটে যাওয়ার সংবাদে, একটা খুশির প্রত্যাশার মধ্যেও খচ্ খচ্ করে উঠেছিল বৈ কি! কিন্তু শর্মিষ্ঠা ওর মনের কথা খোকাকে বুঝতে দেয়নি। খুব স্বাভাবিক ভাবেই জানতে চেয়েছিল, ওর মা দাদা বোন কেমন আছে? খোকাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করা হয়েছিল কি না। খোকা প্রতিটি কথার জবাব দিতে গিয়েই, কেমন যেন অপ্রস্তুত লজ্জায় সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। আর শর্মিষ্ঠা যেন তা দেখেও দেখেনি। মনের হাসি গোপন করে বরং বলেছে, খোকা অফিসের কাজে যদি আবার খিদিরপুরে যায়, তাহলে যেন অবশ্যিই ওর মা দাদার সঙ্গে দেখা করে। আর তাঁদের খবর নিয়ে আসে।

তথাপি স্বীকার করতেই হবে, মানুষের মন বড় বিচিত্র। শর্মিষ্ঠা খোকার মুখ থেকে ঘটনাটি শোনার পরে, সুপ্রিয়াকে বলেছিল।

বলতে গিয়ে ওর ঠোঁটের কোণে হাসিটাই সুপ্রিয়াকে কৌতূহলিত করেছিল, এবং বুদ্ধিমতী সুপ্রিয়া চকিতেই বিষয়টি বুঝে নিয়েছিল। শর্মিষ্ঠার গাল টিপে দিয়ে বলেছিল, 'চৌধুরি বাড়ির ছেলেরা দেখছি, তোদের দেখলেই প্রাণে মজে! ব্যাপার কী? কোনো ওষুধ জানিস নাকি?'

শর্মিষ্ঠা বলেছিল, 'ওষুধ আমরা জানি না রাঙাদি। চৌধুরিবাড়ির ছেলেরাই জানে। নিজেকে দিয়ে তো বুঝতে পারছি। আর তাতেই আমার ভয়।'

'ভয়? কাকে নিয়ে? খোকাকে?' সুপ্রিয়া অবাক হয়ে বলেছিল, 'মুখপুড়ি তুই বলিস কী? খোকার মতন ছেলে হয় নাকি? বড়দিকে তাহলে কথাটা বলতে হয়। খোকার বিয়ে নিয়ে, বড়দি যে কিছুদিন থেকেই ভাবতে আরম্ভ করেছে।'

শর্মিষ্ঠা সুপ্রিয়ার হাত চেপে ধরে, ব্যস্ত কাতর স্বরে বলেছিল, 'না না রাঙাদি, এখনই বড়দিকে কিছু বলো না। আমার বড় অস্বস্তি হবে। খোকার হঠাৎ খিদিরপুর যাওয়ার ব্যাপারটাতে আমার মনে কেমন খটকা লাগলো, তাই অন্তত একজনকে কথাটা না বলে পারলাম না। আমার বোনও যে প্রথম দিনই হেসে বলেছিল, দিদি, তোর ভাসুরপোটা ভারি হাঁদা। সুমির হাত থেকে চায়ের কাপ নিতে গিয়ে, খোকার চা চল্‌কে পড়েছিল।'

সুপ্রিয়া বলেছিল, 'তাহলে আর দেখতে হবে না।'

দুজনেই হেসে উঠেছিল। সুপ্রিয়া সুমিত্রার রূপগুণের কিছু পরিচয়ও নিয়েছিল। কিন্তু আসল সংকটে পড়েছিল খোকা। শর্মিষ্ঠাকে ঘটনাটি বলার কয়েক ঘণ্টা পরেই সে আবার শর্মিষ্ঠার কাছে বিব্রত ব্যাকুল ভাবে ছুটে এসে অনুরোধ করেছিল, 'ছোট কাকী, খিদিরপুরে তোমাদের বাড়ি আমার যাবার কথাটা যেন এ বাড়িতে কারোকে বলো না।'

'কেন?' শর্মিষ্ঠা মনে মনে খানিকটা ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

খোকা বলেছিল, 'আর কোনো কারণে নয়, কে আবার কী ভাববে, কে জানে।'

শর্মিষ্ঠার আত্মসম্মানে যেন লেগেছিল, বলেছিল, 'তার মানে আমাদের বাড়ি যাওয়াটা, 'এ বাড়িতে খারাপ চোখে দেখা হবে, এই তো ?'

খোকা লম্বা জিভ কেটে বলেছিল, 'ছি ছি, কী বলছো ছোট কাকী ? আমার বাবা নিজে যেখানে গেছেন, সেখানে আমি গেলে, তা কখনো কেউ খারাপ চোখে দেখতে পারে ? আসলে আমি তোমাকে যে কারণে কথাটা বলেছি, তা হলো—মানে—ইয়ে, তা হলো—।' খোকা কথা শেষ করতে পারেনি। প্রথম বারের মতোই বিব্রত লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল।

শর্মিষ্ঠা তৎক্ষণাৎ খোকার বক্তব্য বুঝে নিয়েছিল, এবং আবার মনে মনে হেসেছিল। কিছু অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলেছিল, 'তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু আমি যে রাঙাদিকে কথাটা বলে ফেলেছি।'

'রাঙা কাকীকে !' খোকা যেন আঁতকিয়ে উঠে বলেছিল, 'সর্বনাশ ! রাঙাকাকী কী বললেন ?'

শর্মিষ্ঠা নিরীহ মুখে বলেছিল, 'রাঙাদি আবার কী বলবেন ? কথাটা শুনলেন, বলেননি কিছুই।'

'কিছু বলেননি তো ? বাঁচা গেল।' খোকা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'রাঙাকাকীকে আমার বড় ভয়। কিসের থেকে যে কী ভেবে বসবেন আর বলবেন, কিছুই বলা যায় না। কিন্তু ছোট কাকী, আর যেন কারোকে কিছু বলো না। কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ কুটুম বাড়ি চলে গেছি, এতে হয়তো সবাই আমাকে বোকা ভাববে, তাই এ সব বলছি।'

শর্মিষ্ঠা মনে মনে আবার হেসেছিল। বলা বাহুল্য, কথাটা ও সুপ্রিয়াকে জানিয়েছিল। সুপ্রিয়া বলেছিল, 'দেখতে হবে না, ছোঁড়া নির্ঘাৎ মরেছে।'

দুজনেই আবার খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

এই সব ঘটনার মধ্যেই ছিল একটা আনন্দ উৎসবের উজ্জ্বলতা। কিন্তু শর্মিষ্ঠা নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। মাধুরি যথা সম্ভব নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। গত দশ দিনের মধ্যে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে দু-একটির বেশি কথা বলেননি। টুসি ওর ন'জেঠির কাছে বারে বারে ছুটে গেলেও, মাধুরি যেন জোর করে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন। যদিও নিজের ছেলেদের তিনি টুসির কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে পারেননি। অমলকান্তির উপস্থিতিতে ছেলেরা যতোটা সম্ভব লুকিয়ে টুসির কাছে এসেছে, আর অনুপস্থিতিতে, বাকি ছেলেদের সঙ্গে প্রাণ ভরে টুসিকে নিয়ে মাতামাতি করেছে। মাধুরি যেন ছেলেদের এ খেলা, দেখেও দেখেননি।

কিন্তু অমলকান্তি যে নিশ্চিন্তে বসেছিলেন না, সে-বিষয়ে শর্মিষ্ঠার কোনো সন্দেহ ছিল না। তাঁর শক্ত মুখে, গুরুগম্ভীর চাল চলনেই তা বোঝা যাচ্ছিল। শর্মিষ্ঠা ছাড়াও, অন্যান্যদের মনে এ চিন্তা ছিল। এমন কি তিন ভাই খেতে বসলে, কখনোই কমল শর্মিষ্ঠার বিষয়ে কোনো কথা হতো না। জঙ্গলের মধ্যে, প্রতি মুহূর্তেই যেন একটি নরখাদক বাঘের যে-কোনো মুহূর্তে আবির্ভাবের আশঙ্কায়, শর্মিষ্ঠা কাঁটা হয়ে ছিল। ও বাড়ির মধ্যে, সব সময়েই অমলকান্তির চলাফেরা ও কথাবার্তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিল। রাখছিল অবিশ্যি সুপ্রিয়াও। অমলকান্তি বাড়ির টেলিফোনে কোনো সময়ে কথা বললে, সেদিকেও শর্মিষ্ঠা উৎকর্ণ হয়ে থাকতো। কারণ, ও ওর সিদ্ধান্তে অটল ছিল। নিশ্চিত বিপদের গন্ধ পেলেই টুসিকে শেষবারের মতো একবার আদর করে, এই সংসার থেকে ও বিদায় নেবে। এই সংসার বলতে, বিশ্বসংসার। আত্মসংহারে ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।

শশীসুধার কাছে শর্মিষ্ঠা ইতিমধ্যে শুনেছিল, অমলকান্তির সঙ্গে মাধুরির কিছু তর্ক বিতর্ক ঘটে গিয়েছে। মাধুরি বলেছে, টুসির চেহারার সঙ্গে কমলের চেহারার আশ্চর্য মিল থাকা সত্ত্বেও অমলকান্তি কী করে এ রকম অবিশ্বাস আর সন্দেহ করছেন। অমলকান্তি নাকি বলেছেন, বিশ্ব সংসারে অনেক মেয়ের গর্ভেই কমলের মেয়ে জন্মাতে

পারে। কিন্তু তার অর্থ এই না, যে সেই সব মেয়েরাই চৌধুরি বাড়িতে আশ্রয় পাবে। তা ছাড়া তিনি টুসির চেহারার মধ্যে কোথাও কমলের কোনো ছায়া দেখতে পাননি।

শর্মিষ্ঠর বুক কেঁপে উঠেছে। তথাপি ওর বুকে এখন দৃঢ় বল, টুসির সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত। টুসি আর এখন ওর নিজের নেই। টুসির ভাবনাও নেই। ওর মৃত্যুর পরে কোনো একদিন সত্য উদঘাটিত হবেই। টুসিকে এ বাড়ি কোনো দিনই ত্যাগ করবে না, এ বিষয়েও নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত।

তবু হায়, সাত ভাইয়ের টুসি, জেঠু জেঠিদের টুসি, সুখী টুসির দিকে আড়াল থেকে দেখে, শর্মিষ্ঠার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। ঠোঁট কেঁপে ওঠে থরথরিয়ে।

শর্মিষ্ঠার এ বাড়িতে আসার এগারো দিনের সকালটা রবিবার। রবিবারের সাড়ে আটটায় বাইরের ঘর থেকে কলিং বেলের শব্দ সারা বাড়িতেই ছড়িয়ে পড়লো। ভৃত্য ছুটে গিয়ে, খবর নিয়ে এসে, অন্দর বাড়িতে ঘোষণা করলো, ন'কর্তার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে, নাম বলেছে, রমাকান্ত।

শর্মিষ্ঠার বুকের মধ্যে ধক করে উঠলো। ও তখন শশীসুধা আর প্রিয়ার সঙ্গে নিচে ছিল। বাড়ির পুরুষরা সকলেই চাকুরিজীবি। ছেলেদের ইস্কুল ছুটি। রবিবারের সকাল হতে একটু দেরি হয়। দিনটাও চলে কিছুটা অলস ভাবে গড়িয়ে। অন্যান্য দিন সকাল সাড়ে আটটায় এ বাড়ি, রান্নাঘর থেকে, খাবার ঘর এবং প্রতিটি ঘরই ব্যস্ততায় সরগরম হয়ে ওঠে। পাচক ভৃত্যরা ছুটোছুটি করে, তাদের পিছনে ব্যস্ত থাকে। গিন্নীরা কেবল কর্তাদের তৈরি হতে সাহায্য করেন না, ছেলেদের ইস্কুলে পাঠাবার কাজেও ব্যস্ত থাকেন।

অফিসের গাড়ি, ইস্কুলের গাড়ি, সব একসঙ্গে বাড়ির দরজায়
ভিড় করে।

অন্যান্য দিন এ বাড়ির সকাল হয় ছ'টায়। গিন্নীরা সাড়ে ছ'টার মধ্যে নিচে নামেন তদারকির জন্য। আজ রবিবার, সকাল সাড়ে আটটায় গিন্নীরা নিজেদের চায়ের মজলিশের সঙ্গে, ধীরে সুস্থে প্রাতঃরাশ এবং দ্বিপ্রহরের রান্নাবান্নার বিষয়ে ব্যবস্থা করছিলেন। কর্তারা ওপরে ঢিলেঢালা আলস্যে দাড়ি কামানো, স্নান সারা ইত্যাদি নিয়ে ছিলেন। তাঁরাও আজ নিচে নামবেন কিছুটা বিলম্বে। ছেলেরা অবিশ্যি জেগেছে অনেক আগেই। একদল টুসিকে নিয়ে ইতিমধ্যেই বাগানে খেলার আসরে মেতে উঠেছে।

শর্মিষ্ঠার এ বাড়িতে, এইটি দ্বিতীয় রবিবার। ও যখন প্রতি মুহূর্তে উৎকর্ণ হয়ে ছিল, বিমলকান্তি কখন অদ্ভুত সব হট্টমালার ভাষায় গান গাইতে গাইতে নেমে আসবেন, এবং বাগানে গিয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে বাচ্চা হয়ে যোগদান করবেন, ঠিক তখনই বেজে উঠলো অশুভ ঘণ্টা। ঘোষিত হলো, ওর পক্ষে একটি ভয়াবহ ব্যক্তির আগমন বার্তা। এবং আগন্তুক অমলকান্তির সাক্ষাৎপ্রার্থী। যার অথ অতি মারাত্মক।

ওপর থেকে অমলকান্তির স্বর ভেসে এলো, 'লোকটিকে বাইরে ঘরে বসতে বলো, আমি এখুনি যাচ্ছি।'

অমলকান্তির নির্দেশ শোনার পরেই, শর্মিষ্ঠার মনে হলো, ও চারপাশে যেন একটা নরকের স্তব্ধতা নেমে এসেছে। কারো কোনো কথাই ও আর শুনতে পাচ্ছে না। ওর কানে কেবল বাজছে রমাকান্ত! রমাকান্ত! রমাকান্ত!...আর রমাকান্তর মুখ ভাসছে ও চোখের সামনে। কালো, মোটা, দশাশয়ী চেহারা, মুখে বসন্তের দাগ কিন্তু গলার স্বর সরু। ছোট ছোট চোখের তারা দুটো সর্বদা ঘূর্ণায়মান। শর্মিষ্ঠা লোকটিকে একবার মাত্র দেখেছে, কমলের সঙ্গে ও যখন আলিপুরের ফ্যাশানেব্‌ল ফ্ল্যাটে ছিল। নাম শুনেছে আগে কয়েকবার কমলের মুখেই। লোকটির সঙ্গে চোখাচোখি হতে

শর্মিষ্ঠার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। অথচ কমল রমাকান্তর সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেয়নি। লোকটির সঙ্গে ওর কোনো কথাও হয়নি। লোকটি কী করে, কী তার পেশা, শর্মিষ্ঠা কিছুই জানে না। কিন্তু সে যে কমলের অন্তরঙ্গ, কমলের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো কারণে নিয়মিত যোগাযোগ আছে, তা বুঝেছিল। এবং মনে হয়েছিল, সে যোগাযোগ কখনো শুভ হতে পারে না। কমল যে লোকটার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেয়নি, বা আলাপ করতে বলেনি, ও সেইজন্য কমলের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। যদিও কমল পরবর্তী কালে, অনেকের সঙ্গে শর্মিষ্ঠার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, জোর করে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে হুকুম দিয়েছে। তাদের সঙ্গে মেশবার জন্য অতি ইতর ভাবে চাপ দিয়েছে। সেই সব পরিচয়, আলাপ, মেলামেশার কারণ এবং পরিণতি যে কী বীভৎস, সে অভিজ্ঞতাও ওর হয়েছিল, আর তা নিয়ে কমলের সঙ্গে ঘোরতর বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল।

শর্মিষ্ঠা নিচের খাবার ঘরে, শশীসুধা আর সুপ্রিয়ার সঙ্গে বসে ছিল। সিঁড়ি থেকে একাধিক ব্যক্তির পায়ের শব্দ এগিয়ে এলো।

বিমলকান্তির গলার স্বর শোনা গেল, 'রমাকান্তকে আমারও একটু আধটু চেনা আছে, শয়তান দ্য গ্রেট !'

অমলকান্তি বললেন, 'প্রথম থেকেই তুমি যদি ওকে শয়তান দ্য গ্রেট বলতে আরম্ভ করো, তাহলে তো ওর কাছ থেকে কোনো কথাই আদায় করা যাবে না !'

বিমলকান্তি বললেন, 'দ্যাখ্, অমু, (অমলকান্তি) এই রমাকান্তকে আমি অনেক দিন থেকে জানি। ছোটকার যতো কুকর্মের দায়ে আমাকে ছুটতে হয়েছে, এই রমাকান্তকে আমি সবখানেই দেখেছি, কিন্তু আমার উপায় ছিল না ওর গায়ে হাত দিই। ও নিজেকে সব সময়ে সেফ গার্ডে রেখেছে। তুই ওকে খুঁজে পেতে বের করে আজ [illegible]লে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিস বাড়িতে আসার জন্য, ভালো কথা। ওর কাছ থেকে কোনো সত্যি কথা আদায় করা যাবে বলে, [illegible]ার বিশ্বাস হয় না।'

শ্যামলকান্তি বললেন, 'তবু ন'দা যখন ডেকেই এনেছে, চলো। শোনা যাক্ সে কী বলে। কী বলিস রে খোকা ?'

খোকার স্বর শোনা গেল, 'চোরের সাক্ষী গাঁটকাটারাই হয়। বাবার কথা থেকেই লোকটার চরিত্র বুঝতে পারছি। তবে আমরা ন'কাকার কথা মতোই লোকটির সব কথা শুনবো।'

'বড় বউ—' বিমলকান্তি সদলবলে খাবার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন, 'অমু একটা লোককে বাড়িতে ডেকে এনেছে, ছোটকার বন্ধু, নাম রমাকান্ত। সে নাকি ছোটকা আর ছোট বউমার বিষয় কী সব বলবে, অমু চায় আমরা সবাই তা শুনি। দরকার হলে তোমাদেরও ডাকবো, তৈরি থেকো।'

শর্মিষ্ঠা মাথায় কিছুটা ঘোমটা টেনে দিয়ে, অন্য দিকে মুখ করে, দরদর ধারায় ঘামছিল। কিন্তু ও নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছিল, এবং শক্তি আহরণের চেষ্টা করছিল রমাকান্তর মুখোমুখি হবার। এখন আর পশ্চাদপসরণের উপায় নেই, অবকাশ নেই, আত্মনাশের।

এই সময়ে বাগান থেকে ছেলেদের নানা স্বরে ভেসে এলো, 'বড় জেঠু, এখানে এসো, আমাদের কাছে এসো।'

বিমলকান্তি বললেন, 'আসছি রে, আসছি। নাটক যে কোন দিকে যাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

টুসির চিৎকার শোনা গেল, 'বড় জেথু আব্‌বে না ?'

• 'আসছি মামণি, আসছি।' বিমলকান্তি বললেন, 'তুমি আমার চোখের মণি, তোমার কাছে না এসে পারি ? আমি একটা অন্য খেলা খেলে আসছি।'

শশীসুধা উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'দেখ বাপু, তুমি আবার মাথা গরম করো না। তোমাকে নিয়েই আমার ভয়।'

'শুধু শুধু মাথা গরম করবো কেন ?' বিমলকান্তি বললেন।

সুপ্রিয়া বলে উঠলো, 'বড়দা, আপনি তো জানেন লোকটা খারাপ মিথ্যাবাদী, ছোট ঠাকুরপোর যতো অপকর্মের সঙ্গী, তবে আর ওর সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছেন কেন ?'

শ্যামলকান্তি বলে উঠলেন, 'কী যে বলো, কোনো মানে হয় না। ন'দা নিজে লোকটাকে ডেকে এনেছে তার কথা আমাদের শোনাবার জন্য। আমরা না গিয়ে পারি?'

বিমলকান্তি শর্মিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছোট বউমা, লোকটাকে জানো নাকি?'

শর্মিষ্ঠা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমরা যখন আলিপুরের বাড়িতে ছিলাম, তখন একবার ওর কাছে আসতে দেখেছিলাম, নামটাও শুনেছিলাম।'

'গুড!' বিমলকান্তি বললেন, 'শোনা যাক, সে কী বলে।'

বিমলকান্তি সকলের সঙ্গে বাইরের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। রমাকান্ত একটা সোফায় বসে ছিল। প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সরু গলায় বললো, 'নমস্কার বড়দা।'

বিমলকান্তি বললেন, 'হুঁম্! বসো।' বলে তিনি নিজে একটি সোফায় বসলেন। রমাকান্ত ঘূর্ণায়মান চোখে সকলের মুখের দিকে বারবার দেখতে লাগলো, কিন্তু সহসা বসলো না। তার চোখের পাতাও ঘন ঘন খোলে, বন্ধ হয়।

অমলকান্তি বললেন, 'বসুন রমাকান্তবাবু, নিশ্চিন্ত হয়ে বসুন। বড়দাকে তো আপনি আগে থেকেই চেনেন দেখছি। এ আমার পরের ভাই শ্যামলকান্তি, আর এ বড়দার ছেলে আলোককান্তি।'

রমাকান্ত যান্ত্রিক পুতুলের মতো দ্রুত জোড় হাত কপালে ঠেকালো, একটু যেন হাসবারও চেষ্টা করলো। খোকা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রমাকান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। রমাকান্ত যেন অকারণেই কেমন অপ্রস্তুত কুণ্ঠায়, খোকার দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে নিল। খোকার চোখে মুখে অন্যমনস্ক চিন্তার ছায়া।

অমলকান্তি আবার বললেন, 'বসুন রমাকান্তবাবু। আপনি জানেন, কেন আপনাকে আমি বাড়িতে আসতে বলেছি। আমাদের ছোট ভাই ছোঁটকা—মানে, কমলের বিষয়ে আপনার কাছ থেকে কিছু খবরের জন্য।'

রমাকান্ত বিমলকান্তির মুখের দিকে চকিতে একবার দেখে নিয়ে, আস্তে আস্তে বসে বললো, 'হ্যাঁ, সে তো আপনি আমাকে সবই খুলে বলেছেন। আর আপনাদের ফ্যামিলির প্রেস্টিজ যাতে নষ্ট না হয়, সেটা আমার দেখা উচিত।'

'না, তুমি আমাদের ফ্যামিলির প্রেস্টিজ দেখবার কেউ নও।' বিমলকান্তি গম্ভীর শঙ্খনাদ স্বরে বললেন, 'ছোটকার সঙ্গে তোমার যে রকম বন্ধুত্ব, তাতে আমাদের ফ্যামিলির প্রেস্টিজের কথা আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই না। এখন যা বলতে এসেছো, তাই খোলসা করে বল।'

রমাকান্ত কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত ভাবে হেসে অমলকান্তির দিকে তাকালো। অমলকান্তি বললেন, 'ছোটকার সঙ্গে আপনার লাস্ট কবে দেখা হয়েছে, সেটা বলুন।'

রমাকান্ত যথেষ্ট চটপটে হতে গিয়েও হতে পারলো না যেন। হাত নেড়ে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'এই তো—কবে আর—সপ্তাহ দুয়েক হবে।'

'কোথায় দেখা হয়েছিল?' বিমলকান্তি শঙ্খনাদ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রমাকান্তর চোখের প্রতি।

রমাকান্ত ব্যস্ত ভাবে বললো, 'কোথায়? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোথায় আবার, আমার অফিসেই কমল এসেছিল।'

'তোমার অফিস?' বিমলকান্তির ভুরু কুঁচকে উঠলো, 'কোথায় তোমার অফিস?'

খোকা বলে উঠলো, 'প্রভাকুমার সিন্‌হা এ্যাণ্ড কোম্পানির অফিসে, তাই না?'

রমাকান্ত চমকিয়ে উঠে বললো, 'হ্যাঁ স্যার, ঠিক ধরেছেন, প্রভাকুমার সিন্‌হা কোম্পানির অফিসে।'

'তুই তা জানলি কী করে?' শ্যামলকান্তি জিজ্ঞেস করলেন।

খোকা বললো, 'প্রভাকুমার পাটনার লোক, সি এম ডি এ-র একজন কনট্রাক্টর। আমাদের এক এঞ্জিনিয়ার বন্ধুকে প্রচুর টাকা ঘুষ

দিয়ে, প্রভাকর একটা বিরাট কন্ট্রাক্ট বাগিয়েছিল, ধরা পড়ে আমার সেই বন্ধুর চাকরি গেছে। প্রভাকরের কোম্পানি বিষয়েও এখন তদন্ত চলছে। এই রমাকান্তবাবুকে আমি প্রভাকরের সঙ্গে একবার আমাদের অফিসে দেখেছিলাম। তাই ওকে দেখা মাত্রই ভাবতে আরম্ভ করেছিলাম, ওকে কোথায় দেখেছি আমি। এখন বুঝতে পারলাম।'

রমাকান্তর কালো মুখে যেন গাঢ়তর কালির প্রলেপ পড়লো, 'ঠিক বলেছেন স্যার। চৌদ্দ লক্ষ টাকা ফাঁকি দেবার অভিযোগ আছে প্রভাকরের ওপর।'

খোকা বললো রমাকান্তকে, 'আপনার সঙ্গে প্রভাকরের কাজের কী রিলেশন? পার্টনার?'

রমাকান্ত বললো, 'হ্যাঁ, না, মানে—ওই আর কী, কী আর বলবো স্যার—'

'কিছুই বলতে হবে না।' বিমলকান্তি বললেন, 'যা জানা গেল, তাতেই যথেষ্ট। তা, এবার বলো তো রমাকান্ত, ছোটকা এখন আছে কোথায়, আর তোমার কাজের সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক?'

রমাকান্ত তোতলা হয়ে উঠলো, 'কোথায় আছে? ইয়ে—মানে —কাজের সঙ্গে সম্পর্ক? আজ্ঞে বড়দা, কোনোটারই কিছু নেই।'

'তার মানে?' বিমলকান্তি বললেন, 'কোনোটারই কিছু নেই মানে কী?'

রমাকান্ত তোতলার মতোই বললো, 'মানে ইয়ে—কমল কোথায় আছে, আমি জানি না, আর আমার কাজের সঙ্গেও ওর কোনো ইয়ে নেই। তা ছাড়া, আমিও এই সব ইয়েতে নেই।'

'কিয়েতে নেই?' বিমলকান্তি গম্ভীর স্বরে ঝাপটা দিয়ে প্রশ্ন করলেন।

রমাকান্ত বললো, 'ওই প্রভাকরের কন্ট্রাক্টারি বিজনেসের সঙ্গে। আমি আর ওখানে যাই না।'

'তার মানে, তোমার যা গোছাবার তা তুমি গুছিয়ে নিয়েছো।' বিমলকান্তি বললেন।

রমাকান্ত যেন চমকিয়ে উঠে বললো, 'আঁজ্ঞে ?'

'কিছু না,' বিমলকান্তি অমলকান্তির দিকে ফিরে বললেন, 'ও আর কী কী সত্যিকারের খবর আমাদের দেবে, অমু তুই জিজ্ঞেস কর।'

অমলকান্তির মুখ ইতিমধ্যেই শক্ত ও আশাহত হয়ে উঠেছিল। তিনি রমাকান্তকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ছোটকার বিয়ের সম্পর্কে কী জানেন বলুন।'

রমাকান্ত চমকিয়ে উঠে, অবাক হয়ে বললো, 'বিয়ে ? কার বিয়ে ? কমলের ?' সে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো, 'ও আবার বিয়ে করল কবে ?'

'কবে কোথায় কখন, সে কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি।' বিমলকান্তি যেন কিছুটা অধৈর্য বিরক্তিতে বলে উঠলেন, 'ছোটকার বিয়ের সম্পর্কে তুমি কী জানো, সে কথাই জিজ্ঞেস করা হয়েছে।'

রমাকান্ত তাড়াতাড়ি বললো, 'আমি তো ওর বিয়ের কথা কিছু জানি না।'

বিমলকান্তি অমলকান্তির দিকে তাকালেন। শ্যামলকান্তি ও খোকাও। অমলকান্তি ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে রমাকান্তকে বললেন, 'কিছু জানেন না মানে ? আপনি যে আমাকে সেদিন বললেন, ছোটকা আপনাকে নিজে বলেছে, ও কোনো বিয়ে করেনি ?'

রমাকান্ত ঘাড় ঝাঁকিয়ে, সরু গলার স্বরে নানা সুর তুলে বললো, 'ঠিকই তো বলেছি। সেই জন্যই তো স্যার বলছি, আমি ওর বিয়ের কথা কিছুই জানি না। ও বিয়ে করলে আমি নিশ্চয়ই জানতে পারতাম।'

অমলকান্তি অধিকতর বিরক্ত স্বরে বললেন, 'সে-কথা হচ্ছে না। ছোটকা আপনাকে ওর বিয়ের ব্যাপারে কী বলেছে, আপনি তা-ই বলুন।'

রমাকান্ত কিঞ্চিৎ নড়ে চড়ে বসে বললো, 'ওহ্, এই কথা। দেখুন, ইয়ে—মানে—কমল তো অনেক মেয়েমানুষের সঙ্গেই মেলামেশা করে। সেই দেখেই আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ও কোনো মেয়েকে বিয়ে

করেছে কী না। ও পরিস্কার বলেছে, কোনো মেয়েকেই ও বিয়ে করেনি।'

'এ কথা কবে বলেছে?' বিমলকান্তি জিজ্ঞেস করলেন।

রমাকান্ত একটু ভেবে, হঠাৎ হাসবার চেষ্টা করে বললো, 'কেন, এই সেদিনেও। অর্থাৎ প্রভাকরের অফিসে যেদিন দেখা হয়েছিল।'

'একটু আগে তো বললে, তোমার অফিসে ছোটকা দেখা করতে এসেছিল। এখন সেটা প্রভাকরের অফিস হয়ে গেল?' বিমলকান্তি বললেন, 'যাই হোক, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আর ছোটকা কতো মেয়েমানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতো, সে-কথাও তোমার কাছ থেকে আমরা জানতে চাই না। তোমাকে ছোটকা বলেছে ও কোনো মেয়েকে বিয়ে করেনি। ছাখো রমাকান্ত, তুমি আর ছোটকা কে কতোখানি সত্যবাদী, আমার ভালোই জানা আছে। এখন বলো তো, তুমি নিজের চোখে কখনো কিছু দেখেছো কী না, ছোটকা কোনো মেয়েকে নিয়ে সংসার করছে?'

রমাকান্ত বললো, 'বড়দা, এখানেই আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আপনি রেগে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনাকে তো আমি আগেই বললাম, কমল অনেক ইয়ে—মানে, মেয়ের সঙ্গেই মেলামেশা করতো, কিন্তু—।'

'মেলামেশা আর সংসার করা, ছুটো আলাদা কথা।' বিমলকান্তি বাধা দিয়ে বললেন, 'তাহলে তুমি বলো, গত তিন বছরে তুমি ক'টা মেয়ের সঙ্গে ওকে এক বাড়িতে থাকতে দেখেছো?'

রমাকান্ত চিন্তিত হয়ে বললো, 'এক বাড়িতে? গত তিন বছরে?'

বিমলকান্তি বললেন, 'তোমাকে আমি আরো স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করছি। শর্মিষ্ঠা বলে কোনো মেয়েকে তুমি ওর সঙ্গে দেখেছো? বা তার নাম শুনেছো?'

রমাকান্ত চিন্তিত ভাবেই বললো, 'তিন বছর ধরে ও একটা মেয়ের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে, এ কথা আমাকে বলেছিল। কিন্তু তার নাম শর্মিষ্ঠা কী না, মনে নেই। মানে কমলের তো অনেক মেয়ের—।'

'ও কথা থাক।' বিমলকান্তি বাধা দিয়ে, এবার প্রায় গর্জন করে উঠলেন, 'তিন তিন বছর ধরে একটা মেয়ের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছিল মানেটা কী? কে সেই মেয়ে? কেন সেই বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছিল? তুমি তাকে কখনো দেখেছো কী না, আমরা তা-ই জানতে চাই।'

রমাকান্ত একটু ঝুঁকে চিন্তিত ভাবে বললো, 'দাঁড়ান বলছি।'

'দাঁড়ানো-টাড়ানোর কোনো প্রশ্নই নেই।' বিমলকান্তি চাবুক মারার মতো বললেন, 'তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি একটি বাজে কথা বলবার চেষ্টা করলে, আমি তোমাকে ছাড়বো না। লালবাজারে টেলিফোন করে, আমি তোমার ব্যবস্থা করবো।'

রমাকান্তর মুখে এবার স্পষ্ট একটা ভয়ের ছায়া পড়লো, সে দ্রুত একবার অমলকান্তির মুখের দিকে দেখলো। অমলকান্তি বললেন, 'বড়দা, তুমি ওকে ভয় দেখিও না, তাহলে ওকে দিয়ে তো কথাই বলানো যাবে না।'

রমাকান্ত তৎক্ষণাৎ ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ভয় পেলে আমি কী করে কথা বলবো বলুন।'

'বলতে যখন এসেছো, বলতে তোমাকে হবেই।' বিমলকান্তি বললেন, 'সত্যি কথা বলবে, তাতে আবার ভয় কিসের? তুমি আমার বুকের ওপর বসে বলবে! কিন্তু মনে রেখো, তুমি একটা মেয়ের, একটা পরিবারের ইজ্জৎ নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছো। আমার ভাই তোমাকে ডেকে এনেছে। ভেবে চিন্তে মনে করে বলবার মতো কথা এটা না। তুমি কী দেখেছো, কী জানো তাই বলো। ছোটকা তোমাকে বলেছে ও কখনো বিয়ে করেনি, আর তুমিও এসে আমাদের বললে, ছোটকা তোমাকে বলেছে ও বিয়ে করেনি, এতে কিস্সু যায় আসে না।' বলে তিনি অমলকান্তির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'অমু, তুই কি এ জবাবে খুশি?'

অমলকান্তি বললেন, 'কিন্তু রমাকান্তবাবু আমাকে অন্য রকম বলেছিলেন। বলেছিলেন, তিন বছর ধরে একটা মেয়ে ছোটকার বউ বলে পরিচয় দিয়ে বেড়াচ্ছে, আসলে সে ছোটকার বউ নয়,

ছোটকা নিজেই বলেছে।' বলে তিনি রমাকান্তর দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি তো আমাকে বলেছিলেন, সেই মেয়েটিকে আপনি চেনেন, দেখেছেন, নামটা কেবল মনে করতে পারছেন না।'

রমাকান্ত বললো, 'যদি বলে থাকি স্যার, ঠিকই বলেছি. মিথ্যে বলিনি। বোধহয় আলিপুরে কোথাও দেখেছিলাম : মানে কমল তখন আলিপুরে থাকতো।'

'তখন মানে কখন?' বিমলকান্তি বললেন, 'কতোদিন আগে?'

রমাকান্ত বললো, 'তা প্রায়—হ্যাঁ, সেও তিন বছর হতে চললো।'

'সেই একবারই মাত্র দেখেছিলে?' বিমলকান্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'তিন বছরের মধ্যে আর কখনো ছোটকার কাছে তুমি যাওনি?'

রমাকান্ত বললো, 'কমলের সঙ্গে আমার দেখা হতো, তবে বাড়িতে যাইনি। ওর তো থাকবার কোনো ঠিক ঠিকানা ছিল না।'

'বেশ, আলিপুরের বাড়িতে যাকে দেখেছিলে, তার বিষয়ে ছোটকা তোমাকে কিছু বলেছিল?' বিমলকান্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই মেয়েটি কে, কেন ছোটকার সঙ্গে এ বাড়িতে আছে?'

রমাকান্ত বললো, 'কমল বলেছিল, মেয়েটি ওর এক বন্ধুর বউ।'

'বন্ধুটি তখন কোথায় ছিল?' বিমলকান্তি জিজ্ঞেস করলেন।

রমাকান্ত বললো, 'তাকে আমি দেখতে পাইনি।'

'বন্ধুটির নাম কী?' বিমলকান্তি জিজ্ঞেস করলেন।

রমাকান্ত যেন কিছু বলতে গিয়েও বিষম খেল, বললো, 'বন্ধুর নাম-টাম আমাকে কিছু বলেনি।'

'সেই মেয়েটিকে দেখলে এখন তুমি চিনতে পারবে?' বিমলকান্তি জিজ্ঞেস করলেন।

রমাকান্ত অপ্রস্তুত ভাবে চোখ পিটপিট করে বললো, 'তা তা আমি—'

'বড় বউ!' বিমলকান্তি গলার স্বর বাড়িয়ে ডাকলেন, 'ছোট বউমাকে এখানে আনো তো।'

শশীসুধা সুপ্রিয়া আর শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে বাইরের ঘরের দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। বিমলকান্তির আহ্বান মাত্র তিনি সদলবলে ঢুকলেন। শর্মিষ্ঠার মাথায় ঈষৎ ঘোমটা থাকলেও, ও সোজা রমাকান্তর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো। একটা শক্ত-দৃঢ়তা ওর মুখে।

রমাকান্ত তিনজন মহিলাকে একসঙ্গে ঘরে ঢুকতে দেখে, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। সকলের দিকে একবার দেখে, শর্মিষ্ঠার মুখের ওপর তার দৃষ্টি আটকে গেল। বিমলকান্তি বললেন, 'কী, চিনতে পারছো?'

রমাকান্ত শর্মিষ্ঠার মুখ থেকে চোখ সরাতে সরাতেই বললো, 'হ্যাঁ দাদা, এনাকেই আলিপুরের বাড়িতে দেখেছিলাম।'

'আর এর সম্পর্কে ছোটকা তোমাকে বলেছিল, এ তার বউ নয়, বন্ধুর বউ, এই তো?' বিমলকান্তি বললেন, 'সে কথাই তুমি আমাদের বাড়ি বয়ে শোনাতে এসেছো, ছোটকা বিয়ে করেনি। তাই না?'

রমাকান্ত মাথা ঝাঁকালো।

বিমলকান্তি বললেন, 'আর এই বন্ধুর বউয়ের বোঝা তিন বছর ধরে ছোটকা বয়ে বেড়াচ্ছে, অথচ বন্ধুটির কোনো পাত্তা নেই, এই বলতে চাইছো তো তুমি?' বলে তিনি অমলকান্তির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'অমু, ব্যাপারটা কেমন বুঝছিস?'

'আমার তো বোঝাবুঝির কিছু নেই।' অমলকান্তি যেন সহসাই অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে উঠে বললেন, 'ওকে ছোটকা যা বলেছিল, উনি তাই আমাদের বললেন।'

বিমলকান্তি বললেন, 'আর তাই আমাদের বিশ্বাস করে নিতে হবে, তুই কি তাই বলছিস?'

অমলকান্তি কিছু বলবার আগেই, শর্মিষ্ঠা বললো, 'বড়দা, আমি এখানে কিছু বলতে পারি?'

'হ্যাঁ, কেন বলবে না?' বিমলকান্তি একবার শশীসুধার মুখের দিকে দেখলেন।

শশীসুধা ঈষৎ মাথা ঝাঁকালেন। শর্মিষ্ঠা বললো, 'বড়দির সঙ্গে দাঁড়িয়ে, দরজার পাশ থেকে আমি এই ভদ্রলোকের সব কথাই শুনছিলাম। একে আমিও আলিপুরের বাড়িতে একবার দেখেছি। কিন্তু উনি এর কাছে আমার কী পরিচয় দিয়েছিলেন আমি জানি না। তবে প্রভাকর সিন্‌হাকে আমি চিনি। আপনার ছোট ভাই প্রভাকর সিন্‌হাকে নিয়ে কয়েকবার বাড়িতে এসেছিলেন। সব কথা বলতে আমার লজ্জা করছে, কিন্তু এটুকু বলতে পারি, প্রভাকর সিন্‌হা অত্যন্ত দুশ্চরিত্র লম্পট—।'

'এ সব কথা এখানে বলার মানে কী?' অমলকান্তি হঠাৎ হুমকিয়ে উঠলেন, 'প্রভাকর সিন্‌হার কথা এখানে কেন আসবে?'

বিমলকান্তি তাঁর চেয়েও বেশি চড়া স্বরে বলে উঠলেন, 'আলবৎ বলবে, হাজারবার বলবে। তুই বুঝতে পারছিস না, কোন্ দুঃখে ছোট বউমা এ সব বলছে? শয়তানদের চক্র, আর ছোটকা কেন প্রভাকর সিন্‌হাকে নিয়ে বাড়িতে আসতো, কেন মুখ ফুটে বউমার সে-কথা বলতে লজ্জা করছে? ছোটকাকে কাছে পেলে আমি এখুনি জুতিয়ে ওর মুখ ভাঙতাম।

'কিন্তু আমরা কেবল ছোটকার বিয়ের কথা জানবার জন্যই এঁকে ডেকে এনেছিলাম।' অমলকান্তি একই রকম হুমকিয়ে বললেন।

বিমলকান্তি বললেন, 'বিয়ের কথা প্রমাণের জন্যই এ সব কথাও আসবে। এখন আমার মনে হচ্ছে, খোকা যে চৌদ্দ লক্ষ টাকা ফাঁকির কথা বলছিল, যা নিয়ে তদন্ত চলছে, তার মধ্যে এই রমাকান্ত আর ছোটকাও জড়িত।'

'দোহাই দাদা, এ কথা বলবেন না।' রমাকান্ত হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালো। তার দু' চোখে ভয়ের ছায়া এখন গভীরতর।

বিমলকান্তি এবার গর্জন করলেন, 'চোপ্, বাজে কথা বলবার চেষ্টা করবে না। তোমাকে আমি আজ থেকে চিনি না। ছোটকা যে প্রভাকর সিন্‌হাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতো, আর ছোট বউমাকে জ্বালাতন করতো, এ সব তুমিও জানো।'

'ভগবানের দিব্যি—।' রমাকান্ত সোফার কাছ থেকে সরে দাঁড়ালো।

বিমলকান্তি আবার বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে, তুমি গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছ। ছোটকার সঙ্গেও তোমার নিশ্চয় যোগাযোগ আছে।'

'দিব্যি গেলে বলছি দাদা।' রমাকান্ত আরো কয়েক পা বাইরের দরজার কাছে সরে গেল।

খোকা এগিয়ে গেল, বলল, 'আপনি ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন? বসুন। এখনো তো কথা শেষ হয়নি।'

অমলকান্তি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কথার আর কিছু বাকি আছে বলে তো মনে হয় না। আমার মতে ভদ্রলোককে এবার রেহাই দেওয়াই ভালো।'

'ভদ্রলোক!' বিমলকান্তি বিদ্রূপ করে উঠলেন, 'অমু, আমাকে মাফ করতে হবে। আই বেগ টু ডিফার উইথ ইউ হানড্রেড পার্সেন্ট। প্রথমত ও বলছে, আলিপুরের বাড়িতে একবার মাত্র ছোট বউমাকে ও দেখেছিল, আর ছোটকা নাকি পরিচয় দিয়েছে বন্ধুর বউ বলে। অথচ আবার বলছে, ছোটকা তিন বছর ধরে একটা মেয়ের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে, এ কথাও নাকি ও শুনেছে। ছোটকার সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে এ কথা ও কী করে বলছে? তা ছাড়া, একবার যখন আমি প্রভাকর সিন্‌হার সঙ্গে ওর হাত মেলানো জানতে পেরেছি, ওকে তো আমি ছাড়তে পারি না। এর মধ্যে নিশ্চয়ই গোলমাল আছে!'

রমাকান্ত হাত জোড় করে কাতর স্বরে বললো, 'দাদা, আমাকে কেন প্রভাকর সিন্‌হার সঙ্গে জড়াচ্ছেন। আমি ও সবের মধ্যে নেই, মাইরি বলছি।'

সুপ্রিয়ার গলা থেকে উচ্ছ্বসিত হাসি বেজে উঠেই থেমে গেল, সে মুখে আঁচল চাপলো।

বিমলকান্তি বললেন, 'অই শোন অমু, ও এখন প্রভাকর সিন্‌হার সঙ্গে ওর রিলেশনও অস্বীকার করছে।'

'এ সব আমাদের দেখবার নয় দাদা।' অমলকান্তি বললেন, 'উনি যেখানে গিয়ে যা খুশি করুন, তাতে আমাদের কী যায় আসে?'

বিমলকান্তি বললেন, 'যায় আসে বৈ কি! ও যেখানে গিয়ে যা খুশি করতে পারে, কিন্তু আমাদের বাড়িতে নয়। আমাদের ফ্যামিলির বিষয়ে ওকে আমি যা খুশি তা করতে দেবো না, তাতে তুই যা-ই মনে করিস।'

'দোহাই অমলকান্তিবাবু, আমাকে বাঁচান।' রমাকান্ত তার বিশাল শরীরটা নিয়ে শিশুর মতো আর্তস্বরে বাইরের দরজার দিকে আরো কয়েক পা এগিয়ে গেল, 'উপকার করতে এসে আমি শেষটায় বাঘের মুখে পড়লাম।'

সুপ্রিয়া হাসি সামলাবার জন্য ঘর থেকে পালিয়ে বাঁচলো। আঁচল উঠলো শশীসুধার মুখেও। শর্মিষ্ঠার অধরে হাসির লেশমাত্র ছিল না। ও বুঝতে পারছে, ওর বিপদের মেঘ ক্রমেই ঘনীভূত হওয়া ছাড়া, মেঘমুক্তির কোনো আশাই নেই। রমাকান্তর আবির্ভাবই তার প্রমাণ।

অমলকান্তি বললেন, 'দাদা, ইট্‌স এ কোশ্চেন অফ মাই প্রেস্টিজ।' বলে তিনি খোকার দিকে তাকালেন।

খোকা তাকালো বিমলকান্তির দিকে। বিমলকান্তি বললেন, বাঘের মুখে তুমি এখনও পড়োনি রমাকান্ত। আমার ভাই তোমাকে আমাদের বাড়িতে ডেকে এনেছে, তার সম্মান রক্ষার জন্য এ বাড়িতে তোমাকে আমি কিছু করবো না। কিন্তু তোমার ভাঙাফোড় আমি করবো। খোকা, ওকে যেতে দে।'

খোকা তৎক্ষণাৎ বাইরের দরজা খুলে দিল। রমাকান্ত অমলকান্তির কাছ থেকেও বিদায় নেবার কথা ভুলে গেল। প্রায় একলাফে দরজার বাইরে গিয়ে পড়লো। খোকা দরজা বন্ধ করে দিয়ে পিছন ফিরতেই, অমলকান্তি কারোর সঙ্গে আর একটি কথাও না বলে, শর্মিষ্ঠার দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে ভিতরে চলে গেলেন।

বিমলকান্তিও উঠে দাঁড়ালেন, শশীসুধাকে বললেন, 'অমুটা রেগে গেলে অন্ধ হয়ে যায়। নিজের আত্মসম্মানটাই ও বড় করে দেখলো, আমাদের সম্মানটা যেন কিছুই না। কোথা থেকে একটা শয়তানকে ধরে নিয়ে এসেছে, নিজের ভাইয়ের বউয়ের পরিচয় বানচাল করার জন্য। যাক, বড় বউ, আমার সকালের জলখাবার বাগানে দিতে বলো আমি টুসির কাছে যাচ্ছি।'

শশীসুধা এতক্ষণে তাঁর অবরুদ্ধ হাসিকে মুক্তি দিতে পারলেন বালিকার মতোই খিল খিল করে হেসে উঠে বললেন, 'ন'ঠাকুরপোর মাথা খারাপ, আর রমাকান্ত লোকটাকে তো আমার নেংটি ইঁদুর বলে মনে হচ্ছিল।'

'ভুল করলে বড় বউ!' বিমলকান্তি বললেন, 'এরা দায়ে পড়লে নেংটি ইঁদুর, কিন্তু সময়ে গর্ত খুঁড়ে তোমার ঘর ধসিয়ে দিতে পারে এদের কখনো ছোট করে দেখতে নেই।' বলে তিনি শর্মিষ্ঠার দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। শয়তানদের চক্র আমি ভাঙবো। ছোটকাকে খুঁজে বের করবো আমি। অমু যখন পড়ে লেগেছে, তখন আমাকেও লাগতে হবে।'

শশীসুধা স্বামীর হাত টেনে ধরে বললেন, 'চলো, এখন টুসির কাছে বসে খাবে। তোমাকে আর ও সব করে শরীর মন খারাপ করতে হবে না।'

দুজনেই বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। খোকা বললো, 'ছোট কাকী, তোমার কিন্তু একটু হাসা উচিত ছিল।'

শ্যামলকান্তি বাড়ির ভিতরে যেতে যেতে বললেন, 'লোকটা একটা গাধা।'

শর্মিষ্ঠা বললো, 'বড়দার কথা শুনলে তো? নেংটি ইঁদুরও সর্বনাশ করতে পারে, আমি সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝি বলেই হাসতে পারছিলাম না। এই রমাকান্ত লোকটাকে দেখে আমার সেই ভয়ংকর দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। প্রভাকর সিন্‌হা, উহ্‌, লোকটা যে কত বড় শয়তান, আর তোমার ছোট কাকা—।'

'সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ছোটকাকী, কিছু ভেবো না।' খোকা বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'প্রভাকরের পিছনে সি বি আই লেগেছে। কিন্তু ভাবতে খারাপ লাগছে, আমার ছোট কাকা এতোটা নিচে নামতে পারেন।'

শর্মিষ্ঠা করুণ হেসে বললো, 'কেবল নিচে? জানি না, উনি নিজের সর্বনাশ কতটা করেছেন। কিন্তু ভাবতে পারো, তোমার ছোটকাকা বাড়িতে নেই, আমি একলা, আর প্রভাকর মাতাল অবস্থায় এসে আমাকে বলছে, সে নাকি আমাকে টাকা দিয়ে কিনেছে। আমাকে সে নিয়ে যাবে।' বলতে বলতে ওর চোখে মুখে আতংক ফুটে উঠলো, 'উহ! কী ভাবে না সেই সব দিন কেটেছে!'

খোকা এগিয়ে এসে বললো, 'ছোটকাকী, এখন আর এ সব ভেবো না। বুঝতে পারছি, তোমার মনটা আজ খুবই খারাপ হয়ে গেছে। তোমার মায়ের কাছে ওবেলা একটু ঘুরে আসবে নাকি?'

মেঘের মধ্যে এমনি ভাবেই বোধহয় কৌতুকের বিদ্যুচ্ছটা লেগে থাকে। শর্মিষ্ঠা অবাক চোখে তাকিয়ে বললো, 'মানে, খিদিরপুরের কথা বলছো?'

'হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কোথায়?' খোকা বললো, 'তোমার মা তো সেখানেই আছেন।'

মনের মধ্যে নানা বিপদের আশংকার মধ্যেও শর্মিষ্ঠার অন্তরে হাসির ছটা লেগে গেল। বললো, 'তুমি যদি নিয়ে যাও, আর বড়দি যদি অনুমতি দেন, তাহলে যেতে পারি।'

খোকা যেন খুবই সংকটে পড়ে গেল, বললো, 'মায়ের অনুমতি নিশ্চয়ই পাবে, কিন্তু আমি কি যেতে পারবো?'

'কেন, কোনো অসুবিধে আছে নাকি?' শর্মিষ্ঠা জিজ্ঞেস করলো।

খোকা বললো, 'অসুবিধে মানে, এক বন্ধুকে বলেছিলাম, বিকেলে ওর বাড়ি যেতে পারি। তাহলে বন্ধুকে টেলিফোন করে জানিয়ে দেবো, ওর ওখানে আর যাবো না।'

'সেই ভালো।' শর্মিষ্ঠা বললো।

সুপ্রিয়া এসে ঢুকলো, গলাটা যথাসম্ভব পুরুষালি ভাবে মোটা কে
বললো, 'এখানে কাকী ভাসুরপোতে আবার কী ষড়যন্ত্র চলছে, শুনি
এনি কন্সপিরেসি ?'

শর্মিষ্ঠা সুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে বললো, 'না। খোকাকে
বলছিলাম, ও যদি আমাকে একবার খিদিরপুরে নিয়ে যায় মার সঙ্গে
দেখা করতে, তাহলে যেতাম। অবিশ্যি যদি বড়দি মত দেন।'

সুপ্রিয়া এবং শর্মিষ্ঠার দুই জোড়া চোখে চকিতেই যেন একটা
বিদ্যুতের ছটা খেলে গেল। সুপ্রিয়া মুহূর্তে চোখ বুজে ঠোঁট টিপে
যেন ধ্যানস্থ হয়ে গেল। আসলে সে তার দুরন্ত হাসির বেগ রো
করছে। খোকার চোখে সন্দেহ, ভুরু কুঁচকে দুজনের দিকে তাকালো
সুপ্রিয়া চোখ খুললো। তার মুখ লাল। বললো, 'বড়দি অবধি যেতে
হবে না, আমিই বলছি. ছোট, তোর আজ খিদিরপুরে যাওয়া হবে না
এত ঘন ঘন বাপের বাড়ি যাওয়া চলবে না। তবে হ্যাঁ, খোকা গিয়ে
তোর মা দাদাকে বলে আসতে পারে। তুই ভালো আছিস।'

খোকা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'বা রে, তা কেন ? ছোটকাকী
গেলে আমি নিয়ে যেতাম। শুধু শুধু একলা যাবো কী করতে ?'

'শুধু শুধু তো নয়।' সুপ্রিয়া বললো, 'তুমি যাবে ছোটকাকী
মাকে খবর দিতে। আর তাঁদের খবরটাও ছোট কাকীকে এনে দেবে
তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

খোকা জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো শর্মিষ্ঠার দিকে। শর্মিষ্ঠা যে
কিঞ্চিৎ অনিচ্ছাবশতই বললো, 'তাহলে তুমিই ঘুরে এসো খোকা
রাঙাদি যখন বলছেন। তবে আজকের এ সব ঘটনা যেন ওখানে
বলো না, তাহলে মা দাদা আবার দুশ্চিন্তা করবেন।'

খোকার চোখের সন্দেহ ফিকে হয়ে এলো, বললো, 'তা আবার
বলা যায় নাকি ? আমি যদি যেতে পারি, তাহলে খালি তোমাদের
উভয় পক্ষের কুশল সংবাদ দেওয়া নেওয়া করবো। কিন্তু আর
আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।' বলে বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

সুপ্রিয়া খপ করে শর্মিষ্ঠার একটা হাত চেপে ধরে, কপট গাম্ভীর্যে বললো, 'এই মুখপুড়ি, খোকাকে তুই কী মন্ত্র দিচ্ছিলি?'

'তোমার পায়ে পড়ে বলছি রাঙাদি, আমি কোনো মন্ত্রই দিচ্ছিলাম না।' শর্মিষ্ঠা বললো, 'তোমাকে তো সত্যি কথাটা বলতেই পারছিলাম না। খোকাই হঠাৎ আমাকে বললো, ছোটকাকী, এ সব ঘটনায় তোমার মনটা নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গেছে, চলো, ও বেলা তোমাকে খিদিরপুরে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।'

সুপ্রিয়া চোখ কপালে তুলে বললো, 'এতখানি!' তারপরে খিলখিল করে হেসে উঠলো, 'তাহলে আমি ভালো পরামর্শই দিয়েছি। খোকা একলাই যাক। ছেলেটাকে তোর বোন দেখছি সত্যি সত্যিই গুন করেছে।'

'কে যে কাকে গুন করেছে, কে জানে।' শর্মিষ্ঠা বললো।

সুপ্রিয়া বললো, 'তা অবিশ্যি ঠিক। ছোট ঠাকুরপো তোকে গুন করেছিল, তোর মরণ হয়েছিল।'

'আর যা-ই হোক, আমার মতো মরণ যেন আমার বোনের না হয়।' শর্মিষ্ঠা বললো।

সুপ্রিয়া বললো, 'খাঁটি মেয়েদের কলংক বেশি হয়, জানিস না? ল্, এখন আমরাও খেয়ে নিই।'

দুজনে যখন ভিতরের বারান্দায় এলো, দেখলো, বাগানে বেতের টবলের সামনে, বেতের চেয়ারে বিমলকান্তি বসে আছেন। তাঁর কালে টুসি। টেবিল থেকে খাবার তুলে বড় জেঠুর মুখে পুরে দিচ্ছে। াকি ছেলের দলও মুখ হাঁ করে এগিয়ে আসছে, বলছে, 'টুসি, আমাদের একটু দে।'

সুপ্রিয়া বললো, 'বড়দা পারেনও বটে!'

দৃশ্যটি দেখে শর্মিষ্ঠার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়লো। চিরদিন এমনি াকবে না। থাকলেও, শর্মিষ্ঠা তা দেখবার জন্য থাকবে না।

রবিবারের ছুটির দিনটা, সকাল থেকেই যে রকম উত্তেজনার মধ্য দিয়ে শুরু হলো, সারাদিনে এবং কয়েকদিন ধরেই, সেই উত্তেজনার প্রবাহ বয়ে চললো।

অমলকান্তি প্রাতঃরাশ সেরেই, জামা কাপড় বদলিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। কোনো রবিবারের সকালেই তিনি সচরাচর যা করেন না। ব্যাপারটা সকলের বিশেষ চোখে পড়লো। শশীসুধা মাধুরির কাছে জানতে চাইলেন, অমলকান্তি ছুটির সকালে কোথায় বেরোলেন। জবাবে মাধুরি রুষ্ট ভাবে জানালেন, তিনি কিছুই জানেন না, কারণ অমলকান্তি তাঁকে কিছুই বলেননি। উপরন্তু জিজ্ঞেস করতে গিয়ে ধমক খেয়েছেন। অমলকান্তি যে কিসের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছেন, মাধুরি কিছুই বুঝতে পারছেন না, ফলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত আর উৎকণ্ঠা বোধ করছেন। সেই সঙ্গে মাধুরি এ কথাও বলতে ছাড়লেন না, 'একটা মেয়ে বাড়িতে ঢোকার পর থেকে যেন হুলুস্থুল পড়ে গেছে।'

দ্বিপ্রাহরিক আহারের আগে, বিমলকান্তিও একটা ছোট খাটো কনফারেন্সে বসে গেলেন, শশীসুধা, শ্যামলকান্তি আর খোকাকে নিয়ে। শর্মিষ্ঠা উৎকণ্ঠিত অসহায় চোখে তাকালো সুপ্রিয়ার দিকে। সুপ্রিয়া ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ওপরে, বললো, 'ওদিকে তোর কান মন কিছুই দিতে হবে না। বড়দা যখন নিজে উঠে পড়ে লেগেছেন, তখন একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বেন না।'

শর্মিষ্ঠার সেটাই উৎকণ্ঠা, হেস্তনেস্ত ব্যাপারটার পরিণতি কী ঘটবে।

বিমলকান্তি খাবার ঘরে সবাইকে নিয়ে বসে ছিলেন। তিনি বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে সব ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। অমু যে রকম উঠে পড়ে লেগেছে, বিশেষ করে ওই রমাকান্তর মতো এলিমেন্টস্‌দের শয়তানি চক্রের মধ্যে গিয়ে পড়েছে, এতে আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছি। আমাদের সব থেকে আগে দরকার, ছোটকাকে খুঁজে পাওয়া, রাইট?'

সকলেরই মাথা ঝাঁকানো সম্মতি দেখা গেল। তিনি আবার বললেন, 'আমি অবিশ্যি বুঝতে পারছি না, ছোটকা আর শর্মিষ্ঠার বিয়ের ব্যাপারে সত্যি কোনো গোলমাল আছে কী না?'

'তার মানে?' শশীসুধা অবাক হয়ে বললেন, 'এখন তুমি হঠাৎ এ কথা বলছো কেন? তুমি শর্মিষ্ঠার বাপের বাড়ি পর্যন্ত ঘুরে এলে।'

বিস্ময়ের ভ্রুকুটি শ্যামলকান্তি এবং খোকার চোখেও। বিমলকান্তি বললেন, 'সে সবই ঠিক আছে, কিন্তু ছোটকা যে শর্মিষ্ঠাকে বউ বলে স্বীকার করে না, বা করতে চায় না, এটা আমরা কেবল রমাকান্তর মুখ থেকেই শুনলাম না। শর্মিষ্ঠাও বলেছে, ছোটকা ওকে শাসিয়েছে। রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে করার পরেও, এ কথা বলবার সাহস ছোটকা পায় কী করে?'

'তোমার গুণধর ছোট ভাইটির কথা আর বলো না।' শশীসুধা রীতিমত ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, 'ওর কিসে সাহস নেই, শুনি?'

বিমলকান্তি হেসে বললেন, 'তা অবিশ্যি তুমি বড় বউ ঠিকই বলেছো, কিন্তু ছোটকার এ অস্বীকারের কোনো মূল্যই নেই। আমি ভাবছি, আজ কালের মধ্যে, ছোট বউমার কাছ থেকে জেনে নেবো, কলকাতার কোন্ ম্যারেজ রেজেষ্ট্রি অফিসে ওদের বিয়ে হয়েছিল, কারা কারা সাক্ষী ছিল। এটা যদি আমরা বের করতে পারি, তাহলে একটা দিক একেবারে সীল করে দেওয়া যায়। রেজিস্ট্রির একটা কপি নিয়ে, অমুকে দিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু—।' বিমলকান্তি এক মুহূর্ত থামলেন, এবং তারপরে আবার বললেন, 'এই যে প্রভাকর সিন্‌হা আর রমাকান্তর কথা শুনলাম, এদের ব্যাপারটা ভালো ভাবে আমাদের দেখতে হবে। মনে হচ্ছে একটা চক্র কাজ করে চলেছে। আচ্ছা খোকা, প্রভাকরের অফিসটা কোথায়?'

'প্রভাকরের অফিস ধর্মতলায়।' খোকা বললো, 'কিন্তু আমি যতো দূর জানি, সি বি আই থেকে সে অফিস সীল করে দেওয়া হয়েছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রভাকরের কোম্পানিকে কোনো কাজই করতে দেওয়া হবে না।'

শ্যামলকান্তি বললেন, 'তার মানে! তাহলে রমাকান্ত যে বলে গেল, দু' সপ্তা আগে ছোটকা ওর সঙ্গে ওদের অফিসে এসে দেখা করেছিল, এটা স্রেফ গুল্ ?'

'সত্যি, এ কথাটা আমার মনে হয়নি তো!' খোকা বললো, 'তাহলে তখনই চেপে ধরতে পারতাম।'

বিমলকান্তি বললেন, 'পারতিস্ না। রমাকান্ত মানেই হচ্ছে গুল্ পাঁকাল।'

শশীসুধা অবাক হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'গুল্ পাঁকাল! সেটা আবার কি?'

'কথায় গুল্‌বাজ পালাতে পিছল পাঁকাল মাছ—এর নাম গুল্ পাঁকাল।' বিমলকান্তি বললেন।

শ্যামলকান্তি হেসে উঠে, ঝুঁকে বললেন, 'পায়ের ধুলো দাও বড়দা।'

'ফাজলামি করিস না।' বিমলকান্তি পা সরিয়ে, হেসে শশীসুধাকে চোখের ইশারা করলেন, এবং পরমুহূর্তেই আবার গম্ভীর হয়ে বললেন, 'যে অফিসাররা প্রভাকরের কেস তদন্ত করছেন, তাঁদের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে ভালো হয়।'

'কিন্তু বাবা, প্রভাকরকে নিয়ে আমাদের কী দরকার?' খোকা বললো।

বিমলকান্তি বললেন, 'দরকার প্রভাকর বা রমাকান্তর জন্য না, ছোটকার জন্য! এই যে চৌদ্দ লক্ষ টাকার বাটপাড়ির কথা বললি, আমাদের দেখতে হবে, ছোটকাও এই চক্রের সঙ্গে জড়িত আছে কী না?'

শ্যামলকান্তি বললেন, 'থাকলে?'

'তাহলে আমাদের দেখতে হবে, রাস্কেলটা কতোটা অপরাধ করে বসে আছে।' বিমলকান্তি বললেন, 'সে রকম দেখলে, ওকে তো আমাদের বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে।'

শশীসুধা ঝংকার দিয়ে উঠলেন, 'কেন, কিসের জন্য?'

'আহা, আফটার অল্ ছোটকা তো আমাদের বাড়ির ছেলে।' বিমলকান্তির চোখে মুখে ঈষৎ স্নেহের আবেশ ফুটে উঠলো।

শশীসুধা বললেন, 'এত ব্যাপারের পর তুমি আবার সেই ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছো? তোমার ভাইকে তুমি চেনো না?'

বিমলকান্তি সহসা কোনো জবাব দিতে পারলেন না। খোকা আর শ্যামলকান্তির মুখের দিকে দেখলেন। সেখানেও তাঁর কথার প্রতি কোনো সমর্থনের অভিব্যক্তি দেখতে পেলেন না। তিনি একটু গলা খাকারি দিয়ে বললেন, 'আসলে আমি কি বলতে চাইছি, তোমরা একটু ভেবে দেখ। এবার ওকে আমি একটু অন্য ভাবে শিক্ষা দিতে চাই। ও আমার ভাই, কেবল সে-কথা ভেবেই বলছি না। ছোট বউমার কথাটাও একটু ভেবে দেখতে হবে। এই মেয়েটার মুখ চেয়েই, আমাদের চেষ্টা করতে হবে, যাতে ওকে ফিরিয়ে আনা যায়। একটা শিশু তার বাবাকে কোনো দিন পাবে না, ওইটুকু বউ সারাটা জীবন স্বামীকে ছেড়ে থাকবে, এটা কি চলতে দেওয়া যায়?'

'বাবা কথাটা ঠিকই বলেছে।' খোকা বললো, 'কিন্তু ছোট কাকাকে কি ফিরিয়ে আনা যাবে? চেষ্টা তো আগেও কম হয়নি।'

শশীসুধার মুখের রুষ্টতা কাটলো না, বললেন, 'মেয়ে বউয়ের ওপর তার কতো টান, সে তো বোঝাই গেছে। যে ওই ভাবে মেয়ে বউকে ছেড়ে চলে যায়, তাকে আবার ফিরিয়ে আনার কথাই ওঠে না।'

'বড় বউ, ঠিকই বলেছো।' বিমলকান্তি বললেন, 'তোমার কোনো কথাই আমি অস্বীকার করছি না, তবে ছোটকা কোনো বিপদে পড়লে, সেই তো আমাদের ধরেই টানাটানি হবে।'

শশীসুধা বললেন, 'তখন ন'ঠাকুরপো বাঁচাতে যাবে।'

বিমলকান্তি হেসে উঠলেন, বললেন, 'যাক ও সব কথা। খোকা, আগামীকাল তুই অফিসে গিয়ে, তোদের একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে কথা বলবি। কোন্ অফিসাররা প্রভাকরের কেস তদন্ত করছেন, সেটা জানবার জন্য চেষ্টা করবি। তাঁদের সঙ্গে আমিই যোগাযোগ করে কথা বলবো, শুধু জানবার জন্য প্রভাকরের চক্রের

মধ্যে কমলকান্তি চৌধুরির কোনো ভূমিকা আছে কী না। ছোটকার দু'তিনটে বন্ধুকে জানতাম, কিন্তু তাদের চেহারা মনে থাকলেও, নাম ধাম মনে নেই। আর এই রমাকান্ত তো মারাত্মক। ছোটকাকে আমি ভালো বলছি না, কিন্তু রমাকান্ত ওর জীবনের শনি। ওই গুলপাঁকাল বদ মতলব দিয়ে যাকে দিয়ে যা করাবার, তা করায়, তারপর নিজের ফায়দা তুলে কেটে পড়ে।

'তোমার ভাইটিই বা কেন বারে বারে এই রমাকান্তর ফাঁদে পড়ে?' শশীসুধা রুষ্ট স্বরে বললেন।

বিমলকান্তি হেসে বললেন, 'বড় বউ, একেই বলে শনির দৃষ্টি। আমরা যতো যাই বলি না কেন, ঠিক সময়টি না এলে, কেউ অশুভ ফাঁদটি কাটিয়ে বেরোতে পারে না। এখন দেখা যাক, ছোটকার সন্ধানের কী করা যায়!' বলেই তিনি সচকিত চমকানো ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, অন্তত একটি ভদ্র ছেলে ছোটকার বন্ধু ছিল। ছেলেটি একটি বিখ্যাত চা কোম্পানির বড় পোস্টে চাকরি করে, নাম সুজিত হালদার। কয়েক মাস আগেই পার্ক স্ট্রীটে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ছোটকার কথা উঠতেই দেখলাম, সুজিত যেন কেমন অস্বস্তি আর লজ্জায় কুঁকড়ে উঠলো। আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম, ছোটকার সঙ্গে ওর দেখা হয় কী না, তখন যেন খুব অনিচ্ছাসত্বে বললো, ও নিজে থেকে দেখা করলে দেখা হয়, ওর পাত্তা করা তো মুশকিল, তবে মাসের প্রথম দিকে কখনো সখনো তার অফিসে আসে। সুজিতের কথার মানেটা তোমরা বুঝতে পারলে?'

'নিশ্চয়ই টাকার জন্যই ছোটকাকা সুজিতবাবুর কাছে আসেন।' খোকা বললো, 'তা নইলে আর মাসের প্রথম দিকে আসবেন কেন?'

বিমলকান্তি বললেন, 'ঠিক ধরেছিস। সুজিতের মতো ছেলের পক্ষে এর থেকে বেশি স্পষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব না, সেইজন্যই শুধু মাসের প্রথম দিকের কথা বলেছে।'

'এ ব্ল্যাকশিপ অব দ্য ফ্যামিলি।' শ্যামলকান্তি ক্ষুব্ধ স্বরে বলে উঠলেন, 'ক্ষমার অযোগ্য।'

বিমলকান্তি হেসে বললেন, 'কিন্তু আমাদেরই ওকে ক্ষমার যোগ্য করে তুলতে হবে শামু, শেষ অবধি চেষ্টা করতে হবে। যাই হোক, এই সুজিত থাকে ক্যামাক স্ট্রীটে, টেলিফোন গাইডে এর নামে নাম্বার আছে। ওর কাছে একবার খোঁজ করে দেখতে হবে।'

কথা অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ কাজ শুরু হল। খাবার ঘরেও টেলিফোনের একটা প্লাগ আছে। খোকা ওপর থেকে টেলিফোন নামিয়ে এনে, প্লাগ যোগ করে দিল। গাইড দেখে সুজিতের নাম্বার বের করলো। টেলিফোনে ডায়াল করতে, একটি অবাঙালী পুরুষের গলা শোনা গেল, 'সাব আভি তক্ নিদ যাতে হ্যায়। ইগারা বাজে কা বাদ মিল সক্তা হ্যায়।'

বিমলকান্তি বললেন, 'সাবকো বাতা দেনা, ন্যায় চৌধুরি সাব টেলিফোন কিয়া থা। ইগারা বাজে কা বাদ হম যা রহেঁ।' বলে টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।

'তুমি আবার যাবে কেন?' শশীসুধা বললেন, 'টেলিফোনেই তো সুজিতের সঙ্গে কথা বলতে পারতে।'

বিমলকান্তি বললেন, 'বড় বউ, কোনো কোনো কথা আছে, যা টেলিফোনে সারা যায় না। এমনিতেও আমি টেলিফোনে সুজিতকে ছোটকার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতাম না। ওর সঙ্গে একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যেতাম। সেটা হয়ে গেল। সামনাসামনি বসে কথা বলার মূল্য অনেক বেশি। হয়তো সুজিত কিছু জানলেও টেলিফোনে এ্যাভয়েড করতে পারতো। সেই সুযোগটা আমি আর দিতে চাই না।'

শ্যামলকান্তি হেসে বললেন, 'জানো বড় বউদি, ছোট বউ বাড়ি ঢোকার পর থেকেই বড়দা যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছে। সেই রতন মস্তানকে বক্সিং ঝাড়া যদি দেখতে।'

খোকা হেসে উঠলো।

শশীসুধা হেসে বললেন, 'তোমাদের বড়দার অনেক গুণ। কেবল সংসারের কাজে লাগলো না।'

'হায় রে আমার কপাল !' বিমলকান্তি বললেন, 'তবে তুই একটু ভুল বললি শামু। ছোট বউয়ের জন্য না, টুসি এসে আমাকে অনেক শক্তি দিয়েছে। সংসারে একটা মেয়ে মানে কী জানিস ? সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলার মধ্যে একটি স্রোতস্বিনী নদী নির্ঝর।......'

রবিবারের বিকেলটি ছাড়াও, কয়েক দিনের মধ্যে খোকার ঘন ঘন খিদিরপুরে কাজ পড়ে গেল। এই কৌতুককর ঘটনার সঙ্গে অমলকান্তির শক্ত মুখ, নির্বাক ব্যস্ততাও সকলের চোখে পড়লো। শর্মিষ্ঠা তো প্রতিটি মুহূর্তেই কাঠ হয়ে আছে।

বিমলকান্তি তাঁর নিজের মতো কাজ করে চলেছেন। প্রথমেই তিনি শর্মিষ্ঠার কাছে জানতে চেয়েছিলেন কোন্ ম্যারেজ রেজেস্ট্রি অফিসে ওর আর কমলের বিয়ে রেজেস্ট্রি হয়েছিল। শর্মিষ্ঠার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠেছিল। দ্রুত নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে ও বলেছিল, কোন অফিসে বিয়ে রেজেস্ট্রি হয়নি, বাড়িতেই রেজিস্ট্রার এসেছিলেন। সাক্ষী ছিল ওর ছোড়দা চন্দ্রশেখর এবং মাধব নামে একজন লোক। অতঃপর বিমলকান্তি অফিসের ডিরেক্টরকে জানিয়ে দিয়েছেন কয়েকটা দিন তিনি অফিসে অল্প সময়ের জন্য থাকবেন। বিশেষ একটি পারিবারিক কাজে তিনি ব্যস্ত। ডিরেক্টর জানে বি কে চৌধুরি অত্যন্ত কাজের লোক। অকারণে অফিসের কাজে ঢিলে দেওয়ার মতো লোক তিনি নন। অতএব সম্মতি পেতে অসুবিধে হয়নি।

রবিবার বেলা এগারোটার পরে ক্যামাক স্ট্রীটে সুজিতের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন। সুজিতের জীবনযাপনের চেহারাটা অনেকটাই পাশ্চাত্য ধরনের অগোছালো, যদিও ঠিক হিপি মার্কা না। তার সঙ্গে কথা বলে বিমলকান্তি বুঝতে পারলেন কমলের ইদানিংকার বাসস্থানের খবর সে জানে না, যদিও গত মাসেও কমল এসে সুজিতের

কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে গিয়েছে, এবং সুজিতের কাছে কেমল বলেছে, সে বিয়ে করেছে ও তার একটি মেয়ে হয়েছে। বউ মেয়েকে নিয়ে সে সংসার চালাতে পারছে না। সেইজন্যই বন্ধুর দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। কমল কয়েকবারই সুজিতকে তার বউয়ের সঙ্গে পরিচয় করাতে নিয়ে যেতে চেয়েছে। মাস তিনেক আগে, লেক গার্ডেনস্-এ সুজিত একবার গিয়েছিল। কমলের বউকে দেখে তার কষ্ট হয়েছিল। মেয়েটি সুন্দরী, সম্ভবত শিক্ষিতা। তারপরেই কমল যে প্রস্তাবটা প্রচ্ছন্ন ভাবে সুজিতকে দিয়েছিল, তা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। কমল তার স্ত্রীর সম্পর্কে খারাপ উক্তি করেছিল, বলেছিল, মেয়েটি নাকি ওর বিবাহিতা স্ত্রী নয়, একসঙ্গে বাস করে, আসলে অন্যের বউ। সুজিত যদি ইচ্ছে করে, মেয়েটির সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে। কিন্তু মেয়েটিকে দেখে, এবং তার সঙ্গে কথা বলে সুজিতের এই ধারণা হয়েছিল, মেয়েটি সেই ধরণের মনোবৃত্তির না, বরং যথেষ্ট ভদ্র ও সৎ। সেই থেকে সুজিত আর কখনো কমলের বাড়ি যায়নি। মেয়েটির জন্য ওর খুব কষ্ট হয়েছিল এবং এখনও যে মাসের গোড়ায় কমল এলে টাকা দেয়, তা কেবল সেই হতভাগা মেয়েটির মুখ চেয়ে।

সুজিতের কাছ থেকে এ ঘটনা শোনার পরে বিমলকান্তি শর্মিষ্ঠার বিষয়ে সব বলেছিলেন, এবং সুজিতকে বারণ করেছিলেন, সে যেন কমলকে আর টাকা না দেয়। বরং আগামী মাসের গোড়ায় যদি কমল আসে, তবে সুজিত যেন তাক বসিয়ে রেখে, অন্য ঘর থেকে বিমলকান্তিকে একটা টেলিফোন করে খবর দেয়। তিনি তৎক্ষণাৎ চলে আসবেন।

সুজিত বিমলকান্তির কথায় রাজি হয়েছে, এবং নিজে থেকেই শর্মিষ্ঠাকে আশ্রয় দেবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

বিমলকান্তি সুজিতের কথা শর্মিষ্ঠাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। শর্মিষ্ঠা বলেছে, কমলের বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র সুজিতকেই ও একজন ভদ্রলোক দেখেছিল, এবং অবাক হয়েছিল, সুজিতের মতো বন্ধু যার থাকে, সে কেমন করে এমন অসামাজিক জীবন কাটাতে পারে।

বিমলকান্তি খোকার কাছ থেকে খবর নিয়ে, প্রভাকরের কেস্ যে দুজন অফিসার তদন্ত করছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন কমলকান্তি চৌধুরি নামে কেউ প্রভাকরের তদন্তের আওতায় আছে কী না? তাঁরা নথিপত্র ঘেঁটে জানিয়েছেন, কমলকান্তি নামে কেউ প্রভাকরের কেসে জড়িত নেই। সবাই প্রায় অবাঙালী। একজন মাত্র বাঙালী আছে, নাম রমাকান্ত পাল। প্রভাকর সিন্‌হা গা ঢাকা দেয়নি, তবে রমাকান্ত পাল গা ঢাকা দিয়েছে। তাকে ওঁরা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কেননা, রমাকান্তর বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে, ওঁরা আরো বেশ কিছু অপরাধের ঘটনার সন্ধান পেয়েছেন।

বিমলকান্তি সি বি আই-এর অফিসারদের মোটামুটি ঘটনা জানিয়েছিলেন, এবং তিনি তাঁদের বলতে দ্বিধা করেননি রমাকান্ত পালের সন্ধানের জন্য, তাঁর ভাই অমলকান্তির কাছে যেন তাঁরা খোঁজ করেন। হয়তো রমাকান্তর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কারণ অমলকান্তি তাঁদের সঙ্গে কয়েক দিন আগেই রমাকান্তর যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল এবং রমাকান্ত তাঁদের বাড়িতে এসেছিল।

সি বি আই-এর অফিসাররা এ সংবাদে খুবই আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। এবং তাঁরাই বিমলকান্তিকে, কমলকান্তির অনুসন্ধানের জন্য স্টেট এ্যান্টি-করাপশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন।

বিমলকান্তি মনে মনে খুবই ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলেন। এ্যান্টি-করাপশনের অফিসে যেতে বলার কী অর্থ? ছোটকা কি কোনো র‍্যাকেটের মধ্যে জড়িয়ে আছে নাকি? যে-কোনো রকম দুঃসংবাদের মুখোমুখি হবার জন্য তিনি স্টেট এ্যান্টি-করাপশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, এবং যতোটা সম্ভব তাঁর বক্তব্য এবং অনুসন্ধানের বিষয়ে বলেছিলেন।

একজন অফিসার নথিপত্র দেখে জানিয়েছিলেন, একটা রাহাজানির কেসের সঙ্গে, একজন কমলকান্তি চৌধুরিকে সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়েছে। করণ তার বিরুদ্ধে এখনও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

রাহাজানিটি হলো, একটি বিখ্যাত গ্লাস মেটিরিয়ালের ডীলারের চালান দেখিয়ে, এক লক্ষ বাহান্ন হাজার টাকার মালের রেলওয়ে ওয়াগন খালাস করে, লরিতে মাল তুলে উধাও হয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে দুজনের নাম বিশেষ ভাবে পাওয়া গিয়েছে। একজনের নাম চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী আর একজন মাধব ভট্টাচার্য। ঘটনার ঠিক সাত দিন পরে, আমরা মাধব ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করেছি একটা ছোটখাটো হোটেল থেকে। তখন তার কাছে ক্যাশ টাকা ছিল চৌদ্দ হাজারের মতো। টাকাটার কোনো হিসাব সে দেখাতে পারেনি। গ্লাস মেটিরিয়াল ডীলারের অফিসে চন্দ্রশেখরের যাতায়াত ছিল। চালানটা সে-ই চুরি করে। ওয়াগন খালাস করে, লরি ড্রাইভ করেছিল মাধব ভট্টাচার্য। আমাদের কাছে ইনফরমেশন রয়েছে, কমলকান্তি চৌধুরি নামেও একজন এদের সঙ্গে ছিল। আমরা তার সঙ্গে আলিপুরে এক ফ্ল্যাটে যোগাযোগ করেছিলাম। সেখানে সে সস্ত্রীক বাস করছিল। কিন্তু তার বাড়ি সার্চ করে মোটা অংকের টাকা পাওয়া যায়নি। সে অবিশ্যি তার জীবিকার কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলে শিক্ষিত আর অমায়িক বলে মনে হয়েছে। চন্দ্রশেখর আর মাধবের সঙ্গে সে তার পরিচয়ের কথা অস্বীকার করেনি, তবে মেলামেশার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে সে। আমরা চন্দ্রশেখরের খিদিরপুরের বাড়িতে হানা দিয়েছিলাম। সেখানে তাকে পাওয়া যায়নি। কমলকান্তিকে আমরা লাস্ট দেখেছি লেক গার্ডেন্স-এর নতুন এলাকায় এক পুরনো বাড়িতে। আমরা তার সঙ্গে দেখা করিনি, চোখে চোখে রেখেছিলাম। কিন্তু সেখান থেকে হঠাৎ গা ঢাকা দিয়েছে সে। এর কারণ আমরা এখনো বুঝতে পারছি না। গত সপ্তাহের খবর, তার স্ত্রী আর কন্যাও সেখান থেকে চলে গেছে। কমলকান্তির খোঁজের জন্যই, আমরা তার স্ত্রী আর মেয়ের খোঁজ করছি, এখনো কোনো সন্ধান পাইনি।

বিমলকান্তিই তাঁদের শর্মিষ্ঠার সন্ধান দিয়েছেন, এবং তাঁর ভাইয়ের বিষয়ে বলেছেন। বলেছেন, শর্মিষ্ঠাকে খোঁজ করে, কমলকান্তির

খোঁজ আর মিলবে না। স্টেট এ্যান্টি-করাপশন বিভাগ যদি তাঁর ভাইয়ের খোঁজ পান, তৎক্ষণাৎ তাঁকে জানালে তিনি বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকবেন। প্রসঙ্গ ক্রমে জেনে নিয়েছেন, মাধব বর্তমানে প্রেসিডেন্সী জেলে কয়েদ খাটছে।

এই ঘটনা জানবার পরে, বিমলকান্তির মনে কয়েকটা কারণে খটকা লেগেছে। প্রথমত, শর্মিষ্ঠার ভাই চন্দ্রশেখর যে কমলের সঙ্গে যুক্ত, এ কথাটা তার মা দাদা কেউ কেন বলেননি? শর্মিষ্ঠাও বলেনি। দ্বিতীয়ত, মাধব নামটাও তিনি একবারের জন্য শর্মিষ্ঠার মায়ের মুখে শুনেছিলেন, এবং ধরে নিয়েছিলেন কমলকান্তিই মাধব নাম ধারণ করে শর্মিষ্ঠাদের পরিবারে ঢুকেছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মাধব নামে অন্য একজনের অস্তিত্ব রয়েছে। বিমলকান্তি শর্মিষ্ঠাদের পরিবারের বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছেন। কোথায় একটা রহস্যের জট রয়ে গিয়েছে, তিনি ধরতে পারছিলেন না, কিছু বিষয় যে তাঁর কাছে গোপন করা হয়েছে, সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ধারণা করেছেন। এবং সেই গোপনীয়তার মধ্যে শর্মিষ্ঠারও হাত যেন ঝাপসা ভাবে উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু বিষয়টা কী হতে পারে? তিনি ভাবতে লাগলেন, শর্মিষ্ঠাকে এবং ওর মা দাদাকে কোনো রকম ঘাঁটাঘাঁটি না করে, কী উপায়ে সেই অজানা গোপন বিষয় উদ্ধার করা যায়?

গত রবিবারের পরে, বৃহস্পতিবারের বারবেলায় অমলকান্তি উত্তেজিত ভাবে নিজের অফিস থেকে সোজা গেলেন বিমলকান্তির অফিসে। বিমলকান্তি তাঁর ঘরেই ছিলেন। তার আগে তিনি শ্যামলকান্তিকে টেলিফোনে জানিয়ে এসেছেন, তিনি যেন এখনই বড়দার অফিসে চলে আসেন। অমলকান্তির পিছনে পিছনেই

শ্যামলকান্তি এলেন। বিমলকান্তি অসময়ে দু' ভাইকে তাঁর অফিস ঘরে দেখে অবাক হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, তোরা দুজনেই এসে হাজির?'

'আমাকে মেজদা টেলিফোনে তোমার অফিসে আসতে বলেছে।' শ্যামলকান্তি বললেন, 'কী নাকি জরুরি কথা আছে।'

বিমলকান্তি অমলকান্তির দিকে তাকালেন। অমলকান্তি ঘামছেন, তাঁর মুখ চাপা উত্তেজনায় লাল। তিনি গলার নেকটাই একটু ঢিলে করে, কোটের ইনসাইড পকেট থেকে একটি ভাঁজ করা কাগজ বের করলেন। বিমলকান্তির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আশা করি তুমি ছোটকার হাতের লেখা চিনতে পারবে।'

বিমলকান্তি সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে ভুরু কুঁচকে কাগজটি নিয়ে ভাঁজ খুললেন। ইংরেজিতে 'রেসপেকটেড ন'দা' বলে চিঠির শুরু। হাতের লেখা দেখে তিনি ছোটকার হস্তাক্ষর চিনতে পারলেন। চিঠিটি তিনি পড়লেন, যার বাঙলা মানে করলে এই রকম দাঁড়ায়:

'আমি সংবাদ পেলাম, শর্মিষ্ঠা নামে একটি মেয়ে, তার কন্যাসহ, আমাকে তার স্বামীর পরিচয় দিয়ে, আমাদের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর কোনো ভিত্তি নেই, শর্মিষ্ঠাকে আমি কখনোই বিবাহ করিনি, তার সঙ্গে আমার স্বামী-স্ত্রীর কোনো সম্পর্ক নেই। আমার বিশেষ পরিচিত মাধব ভট্টাচার্য নামে একটি লোকের সঙ্গে শর্মিষ্ঠার রেজেস্ট্রি করে বিয়ে হয়েছে, শর্মিষ্ঠাদের বাড়িতেও এ কথা সবাই জানে। এ বিবাহে আমি এবং শর্মিষ্ঠার ছোট ভাই চন্দ্রশেখর সাক্ষী ছিলাম।

'এখন কথা হচ্ছে, মাধব ভট্টাচার্য আমার সঙ্গে বিশেষ পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে, তার স্ত্রীকে আমার কাছে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। সে কোথায় আছে আমি কিছুই জানি না। আমি অনেক দিন পর্যন্ত শর্মিষ্ঠাকে টেনেছি, কিন্তু টাকার অভাবে আর না পেরে বাধ্য হয়ে ওর কাছ থেকে সরে গিয়েছি। কিন্তু ও যে আমাদের বাড়িতে গিয়ে, আমার স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে আশ্রয় নেবে, এটা আমি ভাবতে পারি না।

বড়দা বা রাঙাদা বা বউদিরা কী করে এ রকম একটা বিষয়ে বিশ্বাস করলেন, ওকে আশ্রয় দিলেন, ভেবে আমি অবাক হচ্ছি। পত্রপাঠ শর্মিষ্ঠাকে ওর পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দাও। আজ এই পর্যন্ত—

আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনান্তে, তোমাদের ছোটকা।'......

বিমলকান্তি দু'বার পড়লেন। তারপরে চিঠিটি বাড়িয়ে দিলেন শ্যামলকান্তির দিকে। তাঁর মুখ গম্ভীর থমথমে, গলার স্বর অধিকতর গম্ভীর, জিজ্ঞেস করলেন, 'কে দিল তোকে চিঠিটা? দেখেই মনে হচ্ছে, পোস্টে আসেনি।'

অমলকান্তি বললেন, 'একজন অচেনা লোক মারফৎ এসেছে। সে খাম বন্ধ চিঠিটি দিয়েই চলে যায়, আমি তার খোঁজ করেও আর তাকে দেখতে পাইনি।'

বলা বাহুল্য, বিমলকান্তি তাঁর অনুজের এ কথাটি বিশ্বাস করলেন না, কেবল অমলকান্তির চোখে চোখ রেখে বললেন, 'তাহলে একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে, শর্মিষ্ঠার আমাদের বাড়ি আসার খবরাখবর ছোটকা রীতিমত রাখছে।'

অমলকান্তি দৃষ্টি সরিয়ে বললেন, 'চিঠি পড়ে তো সেই রকমই মনে হয়।'

'আর আমাকে না জানিয়ে, তোকেই ছোটকা জানিয়েছে।' বিমলকান্তি বললেন।

অমলকান্তি যেন অবাক হয়ে বললেন, 'এর দ্বারা কী প্রমাণ হয়?'

'কিছুই না।' বিমলকান্তি বললেন, 'তোর ওপরেই দেখছি ছোটকার আস্থা বেশি।'

অমলকান্তি ঘাড় ঝাঁকালেন, কোনো জবাব দিলেন না।

শ্যামলকান্তি আঁতকিয়ে উঠে বললেন, 'হরিবল্। শর্মিষ্ঠা এই রকম মেয়ে?'

বিমলকান্তি শান্ত স্বরে বললেন, 'সেই রকমই তো মনে হচ্ছে।'

'আমার কিন্তু প্রথমাবধিই সন্দেহ হচ্ছিল।' অমলকান্তি বললেন, 'আমি তোমাদের সে-কথা বলেও ছিলাম।'

বিমলকান্তি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হুঁ, তাই দেখছি। দেখি শামু, চিঠিটা দে।'

শ্যামলকান্তি চিঠিটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিল। তিনি চিঠিটা নিয়ে আর একবার দেখে, পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, 'চিঠিটা এখন আমার কাছেই থাক।'

'কেন, হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্টকে দিয়ে পরীক্ষা করাবে নাকি?' অমলকান্তির ঠোঁটে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি।

বিমলকান্তির মুখ এক মুহূর্তের জন্য কঠিন হয়ে উঠলো। পর মুহূর্তেই হেসে উঠে বললেন, 'না, ছোটকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের সাহেবদের মতো হাতের লেখা দেখেই চিনতে পেরেছি। চিঠিটা আমার কাছে রাখছি, দেখি এ চিঠি থেকে ছোটকার হোয়্যার এ্যাবাউট্‌স্‌টা জানা যায় কী না।'

'চিঠি দেখে হোয়্যার এ্যাবাউটস্‌?' অমলকান্তির মুখে একই রকম বাঁকা হাসি, 'তুমি দেখছি ম্যাজিসিয়ান হয়ে উঠেছো।'

বিমলকান্তি হেসে বললেন, 'দেখা যাক।'

'আমি তাহলে এখন উঠছি।' অমলকান্তি উঠে দাঁড়ালেন, 'শামু যাবি নাকি, তাহলে তোকে তোর অফিসে নামিয়ে দিয়ে যাই।'

বিমলকান্তিই বললেন, 'হ্যাঁ, শামু আর এখানে বসে থেকে কী করবে? যে যার কাজে যাওয়াই ভালো।'

শ্যামলকান্তি উঠে বললেন, 'চলো। আমার তো কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে!'

'সব ঠিক হয়ে যাবে, কিছু ভাবিসনে।' বিমলকান্তি বললেন।

অমলকান্তি আর শ্যামলকান্তি বেরিয়ে গেলেন। বিমলকান্তি তৎক্ষণাৎ বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে বললেন, 'ডিরেক্টর সাহেব আর জি এম ছাড়া আমার ঘরে যেন কেউ আর না আসে।'

বাঙালী বেয়ারা 'আঁজ্ঞে আচ্ছা স্যার' বলে দরজা টেনে দিল।

বিমলকান্তি টেবিলের ওপর তিনটি টেলিফোনের মধ্যে একটির রিসিভার তুলে, দ্রুত হাতে ডায়াল করলেন। একটু পরেই ওপার

থেকে স্বর পেয়ে বললেন, 'হ্যালো, সেনট্রাল ব্যুরো? মিঃ ব্রহ্মচারি আছেন? বিমলকান্তি চৌধুরি বলছি, লিডবিটারস্ এ্যাণ্ড কোম্পানি থেকে।···ও. কে, থ্যাংক্যু, আই অ্যাম্ হোল্ডিং।'

বিমলকান্তি নড়েচড়ে বসলেন। তাঁর মুখে উত্তেজনার ছটা স্পষ্ট। বোঝা যায়, তিনি কিছুটা উদ্বেগে ছিলেন, মিঃ ব্রহ্মচারি—সি বি আই-এর অফিসারকে পাবেন কী না। তিনি স্বগতোক্তি করলেন, 'এখন আর আমার কোনো উপায় নেই, অমুকে বাধ্য হয়েই ডিসটার্ব করতে হবে।' তারপরেই ওপার থেকে জবাব এলো, 'বলুন মিঃ চৌধুরি, ব্রহ্মচারি বলছি।'

'নমস্কার মিঃ ব্রহ্মচারি।' বিমলকান্তি বললেন, 'আপনাকে একটু ডিসটার্ব না করে পারছি না। ক্রেজ-এর চিফ্ কমার্শিয়াল এ্যাডভাইসার, আমার ভাই অমলকান্তির কথা আগেই আপনাদের বলেছিলাম, প্রভাকর কেসের অন্যতম গা ঢাকা দেওয়া আসামী রমাকান্ত পালের সঙ্গে ওর যোগাযোগ হয়েছে। আপনারা নিশ্চয় এখনো পর্যন্ত ওকে ইন্টারোগেট করেননি, তাই না?'

ওপার থেকে জবাব এলো, 'দু-একদিনের মধ্যেই করবো ভাবছিলাম। কেন, নতুন কোনো সংবাদ পেলেন নাকি?'

'হ্যাঁ।' বিমলকান্তি বললেন, 'আমার ছোট ভাই কমলকান্তির গা ঢাকা দেওয়ার কথা আপনাদের আগেই বলেছিলাম, এবং তার সঙ্গে রমাকান্ত পালের যোগাযোগ আছে, এ কথাও বলেছিলাম। আমি যখন কমলের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছি, তখনই, আজ এই মাত্র আমার ভাই অমলকান্তি তার হাতে লেখা একটা চিঠি এনে হাজির করেছে আমার বিশ্বাস, রমাকান্ত পাল ছাড়া, এ চিঠি অমলকান্তির কাছে কেউ পৌঁছুতে পারে না।'

ওপার থেকে জবাব এলো, 'বোধহয় আপনার বিশ্বাসই ঠিক।'

'আরো একটা কথা আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি মিঃ ব্রহ্মচারি বিমলকান্তি বললেন, 'আপনারা এখনই অমলকান্তিকে জেরা করুন, গত সপ্তাহে তার সঙ্গে কী ভাবে রমাকান্ত পালের যোগাযোগ

হয়েছিল। কিছু মনে করবেন না, সম্ভবত এ ব্যাপারে আপনার একটু ক্রাইটনিং হ্যামার করতে হবে।'

ওপার থেকে মিঃ ব্রহ্মচারির ঈষৎ হাসি শোনা গেল, 'বেশ ভালো বলেছেন। আমরা এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ছি। ক্রেজ-এর চিফ কমার্শিয়াল এ্যাডভাইসার মিঃ অমলকান্তি চৌধুরি, তাই তো?'

'একজ্যাক্টলি।' বিমলকান্তি বললেন, 'কেবল দেখবেন আমার নামটা যেন উচ্চারিত না হয়।'

'কখনোই না, ওটা আমাদের নিয়মের বাইরে।' ব্রহ্মচারির স্বর শোনা গেল।

বিমলকান্তি তাড়াতাড়ি বললেন, 'আমি জানি, আমার ভাই অমলকান্তি অত্যন্ত সচ্চরিত্র, কিন্তু নিতান্ত পারিবারিক কারণেই ও রমাকান্তকে কভার করে রাখছে।'

'উই উইল ক্র্যাশ দ্যাট ফর এভার।'

'থ্যাংক্যু। আপাতত ছাড়লাম।'

বিমলকান্তি রিসিভার নামিয়ে রেখে, এক মুহূর্ত চোখ বুজে চুপ করে রইলেন। তারপরে চোখ খুলে ড্রয়ার টেনে, একটি নোটবুক বের করে, টেলিফোন নাম্বার দেখলেন। রিসিভার তুলে দ্রুত ডায়াল করলেন। একটু পরে জবাব পেয়ে বললেন, 'স্টেট এ্যান্টি-করাপশন? ...মিঃ এন কে দাশকে দিন। লিভবিটার এ্যাণ্ড কোম্পানি থেকে বি কে চৌধুরি বলছি।'

বেশ কিছুক্ষণ টেলিফোন ধরে রাখার পরে, জবাব এলো, 'মিঃ দাস কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছেন। কখন ফিরবেন, কোনো ঠিক নেই।'

বিমলকান্তির মুখে আশাহত অভিব্যক্তি ফুটলো। রিসিভার নামিয়ে রেখে, ব্যস্ত ভাবে উঠে, পায়চারি করলেন কয়েকবার। পকেট থেকে শিশি বের করে, আধখানা ট্যাবলেট মুখে দিলেন। টেবিলের কাছে এসে আবার রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। এবং এক মুহূর্ত পরেই বললেন, 'গিভ মী এক্সটেনশন টু জিরো ফাইভ।' কয়েক

মুহূর্তের বিরতি, তারপরেই সচকিত হয়ে বললেন, 'মিঃ মুখার্জী? আমি বিমলকান্তি চৌধুরি বলছি। আপনার কি সময় আছে? আমি এখনই একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

জবাব এলো, 'কী ব্যাপার, গুরুতর কিছু নাকি?'

'তা বলতে পারেন,' বিমলকান্তি বললেন, 'আপনাদের হোম ডিপার্টমেন্ট ছাড়া—মানে, আপনার সাহায্য ছাড়া আমার চলবে না। টেলিফোনে সব বলাও সম্ভব নয়।'

ওপার থেকে আন্তরিক আহ্বান এলো, 'তাহলে চলে আসুন, আমি আছি।'

বিমলকান্তি রিসিভার নামিয়ে ইণ্টারকম-এ দুটো নাম্বার ডায়াল করলেন, তারপরেই বললেন, 'চৌধুরি স্পিকিং স্যার। ইট্স অলমোস্ট ফোর নাউ। আই অ্যাম লিভিং ফর দ্য ডে। টু মরো আই উইল বী ইন দ্য অফিস জাস্ট ইন টাইম।'

ওপার থেকে জবাব এলো, 'অলরাইট। বাই!'

বিমলকান্তি বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে বললেন, 'ড্রাইভারকে জলদি গাড়ি বের করতে বল।'

বেয়ারা ছুটে গেল। বিমলকান্তি দেওয়ালে ঝোলানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবার নিজেকে দেখলেন। গলার টাই সোজা করলেন, তারপরেই বেরিয়ে গেলেন।

বিমলকান্তি রাইটার্স বিল্ডিং-এর ওপরে নির্দিষ্ট ঘরের সামনে গিয়ে বন্ধ দরজার সামনে ক্লার্কের হাতে নিজের কার্ড দিলেন। ক্লার্ক ঘরের মধ্যে ঢুকে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ফিরে এসে বললো, 'ভেতরে যান।'

ভিতরের বড় ঘরটিতে যিনি একলা বসে ছিলেন, তাঁর মুখে পাইপ। দামী টোবাকোর গন্ধ ছড়ানো। মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের টাক মাথা, ফরসা রঙ, স্ম্যুটেড বুটেড, আন্তরিক সুরে ডাকলেন, 'আসুন মিঃ চৌধুরি। বসুন, কী ব্যাপার বলুন, শুনি।'

বিমলকান্তি বসে বললেন, 'ব্যাপারটা আমার দিক থেকে গুরুতর। আমি আজই প্রেসিডেন্সী জেলের একজন কয়েদীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কয়েদীর সঙ্গে?'

'হ্যাঁ। নাম মাধব ভট্টাচার্য।'

'আণ্ডার ট্রায়ালের কয়েদী?'

'না, সাজা খাটছে।'

'তাহলে কিছুটা সুবিধা আছে। কেসটা কী?'

বিমলকান্তি স্টেট এ্যান্টি-করাপশনের রেফারেন্স দিয়ে মাধব ভট্টাচার্যের কেসের কথা বললেন, এবং অকপটেই শর্মিষ্ঠা এবং কমলের বিষয়টিও বললেন। মিঃ মুখার্জি সব শুনে বললেন, 'আপনি এক মিনিট বসুন, আমি আসছি।'

মিঃ মুখার্জি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রায় দশ মিনিট বাদে ফিরে এসে বললেন, 'আপনি কি জেলে যাবাব জন্য এখনই রেডি?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি সে রকম ভাবেই ব্যবস্থা করেছি। মিনিস্টারের সাহায্য ছাড়া উপায় ছিল না। তিনিই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আপনার সঙ্গে গাড়ি আছে?'

'আছে।'

'চলুন, তাহলে বেরিয়ে পড়ি।'

পনেরো মিনিটের মধ্যেই বিমলকান্তির গাড়ি প্রেসিডেন্সি জেলের গেটে এসে দাঁড়ালো। মিঃ মুখার্জি তৈরি হয়েই এসেছিলেন। গেটের পাহারাও ওকে ভালো করেই চেনে, যে কারণে জোর একটা স্যালুট ঠুকলো। মিঃ মুখার্জি তথাপি একটি স্লিপ পাহারার হাতে দিলেন। পাহারা একটি ছোট দরজার গায়ে, শিকল ধরে টান দিতেই, ভিতরে ঘণ্টা বেজে উঠলো, এবং ছোট গেটটি খুলে গেল।

মিঃ মুখার্জি বললেন, 'সাবধানে মাথা নিচু করে আসবেন মিঃ চৌধুরি। এখানে ঢুকতে হয় মাথা নিচু করে। বেরোতেও হয় মাথা নিচু করে।' বলে হাসলেন।

মিঃ মুখার্জির সঙ্গে বিমলকান্তি জেলের অফিসে ঢুকতেই কর্মচারীরা সকলেই কিছুটা ব্যস্ত হয়ে উঠলো। জেলার নিজে এসে অভ্যর্থনা করে বললেন, 'আসুন স্যার। সুপার সাহেব একটু আগেই আমাকে টেলিফোন করে সব কিছু জানিয়েছেন। আমি মাধব ভট্টাচার্যকে অফিসে আনতে পাঠিয়েছি।'

মিঃ মুখার্জি বললেন, 'থ্যাংক্যু বাগচি, মেনি থ্যাঙ্কস। ইনি বিমলকান্তি চৌধুরি, মাধব ভট্টাচার্যের সঙ্গে একটু কথা বলবেন। নট এ্যাবাউট দ্য কেস। খুবই পার্শোনাল ব্যাপার—একটা খবর যোগাড়ের জন্য। আপনি অবিশ্যিই সামনে থাকবেন, অথবা অন্য কোনো অফিসার।'

জেলার বিনীত ভাবে বললেন, 'আপনি থাকলেই স্যার যথেষ্ট।'

মিঃ মুখার্জি বিমলকান্তিকে বললেন, 'জেলের নিয়মকানুন এই রকম।'

'না না, আমার কোনো অসুবিধে নেই।' বিমলকান্তি বললেন, 'আমার সঠিক খবরটা জানা চাই।'

এই সময়ে ওয়ার্ডার একজন কয়েদীর পোশাক পরা লোককে নিয়ে ঢুকলো। ফরসা একহারা চেহারা, এক মুখ গোঁফ দাড়ি, চোখে চকিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। জেলার বললেন, 'এর নাম মাধব ভট্টাচার্য, আমাদের কাছে তিনশো এগারো নম্বর।'

বিমলকান্তি মাধবের দিকে তাকালেন। জেলার পাশে একটি ঘর দেখিয়ে মিঃ মুখার্জিকে বললেন, 'স্যার, আপনারা ও ঘরে গিয়ে বসুন। ওকে আমি ও ঘরে পাঠাচ্ছি।'

মিঃ মুখার্জির সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে বিমলকান্তি দেখলেন, সেখানে আর কেউ নেই। একটি টেবিল ঘিরে সামান্য কয়েকটি চেয়ার। জেলারের নির্দেশ শোনা গেল, 'তিনশো এগারো পাশের ঘরে যাও।'

মিঃ মুখার্জি আর বিমলকান্তি বসলেন। মাধব ঘরে ঢুকলো। বিমলকান্তি মিঃ মুখার্জির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওকে কি একটা চেয়ার অফার করা যায়?'

মিঃ মুখার্জির চোখে মুখে কিঞ্চিৎ অস্বস্তি দেখা গেল, তথাপি তিনি মাধবকে বিমলকান্তির কাছের চেয়ারটি দেখিয়ে বললেন, 'ওখানে বসো।'

মাধব এগিয়ে এলো, কুণ্ঠিত ভাবে বললো, 'আমি বসবো না স্যার। দাঁড়িয়েই কথা বলছি।'

বিমলকান্তি মাধবের কথায় স্বস্তি বোধ করলেন, বললেন, 'তোমার নাম মাধব ভট্টাচার্য?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোমাকে আমি অন্য কোনো কথাই বলবো না, আমার নিজের একটি প্রয়োজন ছাড়া। তার আগে আমার পরিচয়টা তোমাকে দিই। আমার নাম বিমলকান্তি চৌধুরি, কমলের—।'

'ওহ, কমলের বড়দা আপনি!' মাধব বলে উঠলো।

'হ্যাঁ। আমি তোমার কাছে একটা বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি। আমি তোমাদের গ্লাস মেটিরিয়ালের ওয়াগন খালাস করার ব্যাপারটা জানি, যে কারণে তুমি জেল খাটছো। এ বিষয়ে আমি সবই জানতে পেরেছি। তুমি শর্মিষ্ঠাকে চেনো?'

মাধব যেন চমকিয়ে উঠে বললো, 'শর্মিষ্ঠা?'

'কোনো কথা গোপন করার চেষ্টা করো না।'

মাধব বললো, 'চিনি।'

'তার সঙ্গে তোমার বিয়ে রেজিস্ট্রি হয়েছিল ?'

মাধব যেন অস্বস্তি আর কুণ্ঠার সঙ্গে বললো, 'হয়েছিল।'

'কমলের সঙ্গে শর্মিষ্ঠার সম্পর্ক কি ?'

মাধব চুপ করে রইলো, হঠাৎ কোনো জবাব দিল না। আঙুল দিয়ে টেবিলে ঘষতে লাগলো।

'কথা বলো।' মিঃ মুখার্জি ধমকের সুরে বললেন।

বিমলকান্তি মিঃ মুখার্জির দিকে তাকিয়ে, চকিতে একবার চোখের ইসারা করলেন। মাধবকে বললেন, 'মনে রেখো, তোমার চুপ করে থাকার অর্থ একটি মেয়ে এবং শিশুর জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। তোমাকে আমি আরো স্পষ্ট করে কথাটা বলতে চাই। শর্মিষ্ঠার একটি মেয়ে আছে, তুমি নিশ্চয়ই জানো। শর্মিষ্ঠা আমাদের বাড়িতে নিজের পরিচয় দিয়েছে কমলের স্ত্রী বলে। অথচ তুমি বলছো, শর্মিষ্ঠার সঙ্গে তোমার বিয়ে রেজিস্ট্রি হয়েছে। তুমি আড়াই বছরের ওপর জেল খাটছো। শর্মিষ্ঠা যে কমলের সঙ্গে একসঙ্গে এক বাড়িতে নানান্ জায়গায় ছিল, তার প্রমাণও আমরা পেয়েছি। কিন্তু আমি এ সবের কোনো অর্থ বুঝতে পারছি না।'

মাধব দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে বললো, 'শর্মিষ্ঠা মিথ্যে কিছু বলেনি।'

'মানে ?'

'মানে, আমার সঙ্গে বিয়ে রেজিস্ট্রি হবার আগেই, শর্মিষ্ঠার পেটে বাচ্চা এসেছিল, আর তা—।' মাধব থেমে গেল।

'বলো বলো, থেমো না।'

'আসলে কমলের সঙ্গেই শর্মিষ্ঠার ভাব ভালোবাসা ছিল। মেয়েটি কমলেরই। আমার সঙ্গে শর্মিষ্ঠার সে রকম কোনো সম্পর্কই ছিল না।'

'তবে তোমার সঙ্গে শর্মিষ্ঠার বিয়ে রেজিস্ট্রি হয়েছিল কেন ?'

'শর্মিষ্ঠার ছোড়দা চন্দ্রশেখরের অনুরোধে আমার সঙ্গে বিয়ে রেজিস্ট্রি হয়েছিল। কারণ কমল শর্মিষ্ঠার কোনো দায়িত্ব নিতে চায়নি। অথচ

কমলই আমাদের মধ্যে সব থেকে শিক্ষিত, কথাবার্তা সুন্দর, দেখতেও।'

'আমাদের মধ্যে মানে?'

'আমি, চন্দ্রশেখর আর কমলের মধ্যে। কমল আমাকে আর চন্দরকে অনেকটা চাকর-বাকরের মতো জ্ঞান করতো। চন্দর শর্মিষ্ঠাকে কমলের সঙ্গে মিশতে বারণ করেছিল, শর্মিষ্ঠা তা করেনি। ও কমলকে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু শর্মিষ্ঠার পেটে বাচ্চা আসা সত্ত্বেও যখন কমল বিয়ে করতে চাইলো না, তখন চন্দর আমাকেই উদ্ধারের জন্য বেছে নিল।'

'তারপরেও তোমরা কমলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে?'

'না। গ্লাস মেটিরিয়ালের ওয়াগন খালাসের ব্যাপারে, আমরা কমলকে বাদ দিয়েছিলাম, যদিও চন্দরের মাথায় কমলই প্রথম আইডিয়াটা দিয়েছিল। কমলের অবিশ্যি কিছু যায় আসেনি, ওর চাকরির জায়গা থেকে ও যে ক্যাশ ভেঙেছিল, তার মোটা অংশ তখন ওর হাতে ছিল।'

'তবু শর্মিষ্ঠা কমলের সঙ্গে থাকতে পারলো কেমন করে? কমল তাড়িয়ে দেয়নি?'

'হয়তো দিতে চেয়েছিল, শর্মিষ্ঠাই জোর করে কমলের কাছে গিয়েছিল। তা ছাড়া, শর্মিষ্ঠার মা দাদাও শর্মিষ্ঠাকে বাড়িতে রাখতে চায়নি।'

'তোমার সঙ্গে বিয়ে রেজিস্ট্রির কতো দিন পরে তুমি ধরা পড়েছিলে?'

'ঠিক এক মাসের মাথায়।'

'এ সব কথা শর্মিষ্ঠার মা দাদা জানতেন?'

'হ্যাঁ, গোড়া থেকেই সব ব্যাপারটা জানতেন।'

বিমলকান্তি একবার মিঃ মুখার্জির দিকে তাকালেন। মিঃ মুখার্জি বললেন, 'বিচিত্র ব্যাপার!'

'তুমি নিশ্চয় জানো না, কমল শর্মিষ্ঠাকে ফেলে দু' মাসের ওপর পালিয়ে গেছে।' বিমলকান্তি বললেন, 'মেয়েকে বাঁচাবার জন্য আর

নিজের ইজ্জৎ রক্ষার জন্য শর্মিষ্ঠা আমাদের বাড়িতে এসে কমলের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে রয়েছে। তুমি ইংরেজি পড়তে পারো?'

'পারি।'

বিমলকান্তি কমলের চিঠিটা পকেট থেকে বের করে মাধবের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ো।'

মাধব চিঠিটা পড়লো, বললো, 'হ্যাঁ, কমল তো এখন এ সব কথা বলবেই, নইলে স্কেপ করবে কী করে?'

'কিন্তু আমি আমার ভাইকে স্কেপ করতে দিতে চাই না।' বিমলকান্তি দঢ় স্বরে বললেন, 'যদি তোমার কথা সত্যি হয়।'

মাধব বললো, 'এখানে মিথ্যে কথা বলে আমার কোনো লাভ হবে না। শর্মিষ্ঠা কমলকে ভালোবাসে, এ কথা আমি যেমন জানি, ওর মা দাদাও জানেন। আমি শর্মিষ্ঠাকে কোনোদিনই সে চোখে দেখিনি। চন্দর আমার বন্ধু, ওর কথায় আমি রেজিস্ট্রি সই করেছি। আর কমল ঠিকই লিখছে, ও সাক্ষী হিসাবে সই করেছে।'

'শর্মিষ্ঠা ডিভোর্সের মামলা করলে, তুমি মেনে নেবে?'

'কেন নেবো না?'

'তুমি কি সব ঘটনা আমাকে লিখে দিতে পারো?'

'পারি।'

বিমলকান্তি মিঃ মুখার্জির দিকে তাকালেন, মিঃ মুখার্জি বললেন, 'একটু অপেক্ষা করুন, আমি মিঃ বাগচিকে ডাকছি। সাজা-প্রাপ্ত কোনো বন্দী এ রকম কিছু লিখে দিতে পারে কী না, জানা দরকার।' বলে তিনি মিঃ বাগচিকে ডেকে সব কথা বললেন।

মিঃ বাগচি বললেন, 'স্যার আপনি আছেন, আমি একবার সুপার সাহেবকেও টেলিফোন করছি। যতো দূর মনে হয়, যে বিচারে ওর সাজা হয়েছে, তা ছাড়া, সবই লিখতে পারে। আপনি আমি সাক্ষী থাকবো।' বলে তিনি সুপারকে টেলিফোন করতে চলে গেলেন।

মাধব বললো, 'আপনি যদি বলেন, আমি ডাকে আপনাকে সব কথা লিখে পাঠাতে পারি।'

বিমলকান্তি বললেন 'তোমার কাছে আমি সত্য কৃতজ্ঞ মাধব, কিন্তু আমি আজই যদি তোমার হাতের চিঠি পাই, তাহলে সব থেকে ভালো হয়। আচ্ছা, আর একটা কথা, রমাকান্ত পাল বলে কারোকে তুমি চেনো?'

'চিনি না, নাম শুনেছি। কমলের বিশেষ বন্ধু, একসঙ্গে ওরা রোজ জুয়া খেলতে যেতো।'

মিঃ বাগচি একেবারে কাগজ কলম হাতে নিয়ে ঢুকে বললেন, 'সুপার বললেন, কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। কয়েদীরা চিঠি লিখে ডাকে পাঠাবার সময় যেমন আমরা জেলের স্ট্যাম্প মেরে দিই, সে রকম ছাপ মেরে দিতে হবে।'

বিমলকান্তি গভীর স্বস্তি অনুভব করলেন।

মিঃ মুখার্জি মাধবকে বললেন, 'তুমি যা লেখবার, চেয়ারে বসে লেখো।'

'শর্মিষ্ঠার যাবত ঘটনাটা তুমি সংক্ষেপে লেখো, তাহলেই হবে।' বিমলকান্তি বললেন, 'কমলের সঙ্গে ওর সম্পর্ক, ওদের সন্তান, তোমার সঙ্গে রেজিষ্ট্রি—এই সব।'

মিঃ বাগচি বললেন, 'সেই ফাঁকে আপনারা স্যার অফিসে বসে একটু চা খান।'

'অতি উত্তম প্রস্তাব।' মিঃ মুখার্জি উঠে বললেন, 'আসুন মিঃ চৌধুরি।'

জেলার মিঃ বাগচি মাধবের কাছে একজন ওয়ার্ডারকে পাঠাতে ভুললেন না।

বিমলকান্তি জেলের স্ট্যাম্প মারা মাধবের চিঠি নিয়ে যখন মিঃ মুখার্জির সঙ্গে জেল থেকে বেরোলেন, তখন ছ'টা বেজে গিয়েছে। তিনি মিঃ মুখার্জিকে রাইটার্স-এ পৌঁছে দিয়ে, ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি খিদিরপুরের সেই বাড়ি চিনে যেতে পারবে, যেখানে একদিন সন্ধ্যার পরে গেছলাম ?'

ড্রাইভার জানালো, পারবে।

'ঠিক আছে, সেখানে চলো।'

খিদিরপুরে সেই বাড়িটার সামনে এসে, বিমলকান্তি একটু বিচলিত বোধ করলেন। একেবারে একলা, বাড়িটার ভেতরে ঢুকে যেতে পারবেন তো ? পারতে তাকে অবিশ্যি হবেই। তিনি বাড়িটার অন্ধকার গহ্বরে ঢুকে, দু'দিকের ঘরের সারির মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চললেন। শেষ প্রান্তের ডানদিকের খোলা চত্বর চোখে পড়লো। সেখান থেকেই তিনি ডাকলেন. 'রবিশেখরবাবু বাড়ি আছেন ?'

'কে ?' এক ডাকেই একটি মেয়ের স্বর শোনা গেল।

চত্বরে আলো জ্বললো, সুমিত্রা সামনে এসে দাঁড়িয়ে, চমকিত বিস্ময়ে বললো, 'আপনি ! আসুন।' বলে আগেই পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলো।

'থাক থাক।' বিমলকান্তি সুমিত্রার মাথায় হাত স্পর্শ করলেন। চত্বরে পা দিয়ে বললেন, 'তোমাদের খবর সব ভালো তো ?'

'হ্যাঁ। ভিতরে আসুন।'

'তোমার মা দাদা আছেন তো ?

'মা আছেন, দাদা আজ এখনো ফেরেননি। ওভারটাইম করছেন।' সুমিত্রা ঘরের ভিতরের একটিমাত্র চেয়ার আঁচল দিয়ে মুছে দিল, বললো, 'বসুন। মা পাশের ভাড়াটেদের ঘরে গেছে, ডেকে নিয়ে আসছি।' বলেই ছুটে চলে গেল।

বিমলকান্তি দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরটির চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। দু-তিন মিনিটের মধ্যেই সুমিত্রার সঙ্গে মা এলেন।

খানের ঘোমটা মাথায়, বললেন, 'এ কি বাবা, কোনো খবর-টবর নেই, একলা এসেছেন ?'

'হ্যাঁ মা, একবার আসতে হলো' বিমলকান্তি বললেন, তারপর সুমিত্রার দিকে ফিরে হেসে বললেন, 'সেদিনের মতো এক কাপ চা খাওয়াও দেখি।'

সুমিত্রা ঘাড় কাত করে চলে গেল। বিমলকান্তি বললেন, 'মা, আপনি বসুন।'

'আমি তো সারাদিন বসেই আছি বাবা।' মা বললেন, 'আপনাদের খবর সব ভালো তো ? শর্মিষ্ঠা টুসিরা ভালো আছে ?'

বিমলকান্তি বললেন, 'সব ভালো। আচ্ছা মা, আপনার কি পড়াশোনা করার জন্য চশমা লাগে ?'

'না, এখনো লাগে না। কেন বলুন তো বাবা ?' মা অবাক হয়ে বললেন।

বিমলকান্তি মাধবের চিঠিটা পকেট থেকে বের করে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'তাহলে এটা একটু পড়ে দেখুন।'

মা একটু উৎকণ্ঠিত বিস্ময়ে চিঠিটি নিয়ে, দেওয়ালের আলোর সামনে গিয়ে পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে তাঁর হাতের চিঠি এবং তাঁর সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগলো। তাঁর গলা দিয়ে গোঙানির মতো শব্দ বেরোল, কোনো রকমে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ চিঠি আপনি কেমন করে পেলেন ?'

'আমি মাধবের সঙ্গে জেলে—।' বিমলকান্তি কথা শেষ করতে পারলেন না ! টলায়মান মাকে ধরে তাড়াতাড়ি বসিয়ে দিলেন, 'কী হলো, আপনার কি কোনো কষ্ট হচ্ছে ?'

মা রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'কষ্ট ? কষ্টর থেকেও বেশি কিছু যদি থাকে বাবা, তাই হচ্ছে।'

'মাধবের চিঠির কথা কি সব সত্যি ?'

'প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।' বলে ফুঁপিয়ে উঠে বললেন, 'তোমার মতন মানুষের কাছে আমি, আমার ছেলে মুখ ফুটে

সব কথা বলতে পারিনি। মেয়েটার জন্যে বুক ফেটে মরে যাচ্ছি, কিন্তু কোথাও কিছু বলতে পারি না।'

বিমলকান্তি মায়ের পাশে মেঝেতে বসেই বললেন, 'মা, শর্মিষ্ঠার জন্য আপনার মত আমারও বুক ফাটছে। সেইজন্যই আমি এ সব সংগ্রহ করেছি। শর্মিষ্ঠাকে, আমাদের টুসিকে আমরা হারাতে চাই না।'

মা রুদ্ধ কান্নায় বলে উঠলেন, 'তুমি দেবতা বাবা।'

'না মা, আমি মানুষ, আমি একটা পরিবারের সকলের থেকে বড়। আমার কাজ তো আমাকে করতেই হবে।'

সুমিত্রা চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকে ঘরের দৃশ্য দেখে হতবাক বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেল।

বিমলকান্তি বাড়ির কলিং বেল বাজাতে না বাজাতেই ঘরের দরজা খুলে গেল। তিনি ঢুকে দেখলেন, ঘরের একপাশে মুহ্যমানের মতো ঘোমটা খোলা শর্মিষ্ঠা বসে আছে। দরজা খুলে দিল খোকা। শশীসুধা বসে ছিলেন একটা চেয়ারে। লাফিয়ে উঠে বললেন, 'ওগো, তুমি ফিরেছো?'

'তা তো ফিরলামই। কিন্তু ব্যাপার কী? বাড়িটা এমন থমথম্ করছে কেন?'

শশীসুধা কথা বলতে গিয়ে, কান্না চাপলেন। খোকা বললো, 'ন' কাকা বাড়ি এসেই ছোট কাকী আর টুসিকে বেরিয়ে যেতে বলেছেন। ছোটকাকা নাকি চিঠি দিয়েছেন, ইনি ওঁর বিবাহিতা স্ত্রী নন।'

শশীসুধা রুদ্ধস্বরে বললেন, 'ওহ, ন' ঠাকুরপো কী খারাপ খারাপ কথা যে বললেন। রাঙা ঠাকুরপোও কেমন যেন গম্ভীর। সেও নাকি ছোট্ঠাকুরপোর চিঠি দেখেছে।'

'হ্যাঁ, ছোটকা একটা চিঠি দিয়েছে।' বিমলকান্তি শান্ত ভাবে বললেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে অমলকান্তি প্রায় রুদ্র মূর্তিতে ঘরে ঢুকে বললেন, 'আর সেই চিঠির খবর তুমি সি বি আই-কে দেখিয়ে, আমার ওপরে লেলিয়ে দিয়েছো।'

বিমলকান্তি গম্ভীর কিন্তু আরো শান্ত ভাবে বললেন, 'অমু, এ রকম এ্যাটিচুডে কথা বলিস না। তোর ওপরে আমি সি বি আই লেলিয়ে দিইনি, কিন্তু তুই অত্যন্ত নোংরা দুশ্চরিত্র জোচ্চোরকে জেনে শুনেও তার ঠিকানা বলিসনি। আমার মনে হয়েছিল, রমাকান্তই তোর ছোটকার সঙ্গে যোগাযোগের সোর্স।'

'হ্যাঁ, হতে পারে, কিন্তু পাখি হাওয়া।' অমলকান্তি যেন অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট বিদ্রূপে বলে উঠলেন, 'রমাকান্ত পালকে ওরা খুঁজে পায়নি, পাবেও না।'

বিমলকান্তি অবাক হয়ে বললেন, 'সেটা বুক ফুলিয়ে বলছিস? রমাকান্তর সঙ্গে যোগাযোগ করাটা কি খুব সম্মানের বিষয়? তা ছাড়া আমি সি বি আই অফিসারকে পাঠিয়েছিলাম, কারণ আমার মনে হয়েছে হয়তো তুই-ই জানিস ছোটকা কোথায় আছে।'

অমলকান্তি চিৎকার করে বললেন, 'এ সব কথার কোনো জবাব দিতে চাই না। এই উট্‌কো জঞ্জালগুলোকে এখন বাড়ির বাইরে তুমি ফেলবে না কি আমিই ফেলে দেবো?' বলে তিনি শর্মিষ্ঠাকে দেখালেন।

'কাকে ফেলে দিবি তুই রাস্কেল?' অমলকান্তির থেকেও প্রচণ্ড ভাবে আচমকা গর্জন করলেন বিমলকান্তি, 'কোন্ অধিকারে? মনে করেছিস, একটা চিঠির বয়ানের থেকে জীবনের সব সত্য মিথ্যা হয়ে যাবে?'

শশীসুধা স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। শর্মিষ্ঠা কোটরাগত ভেজা অবাক চোখে বিমলকান্তির দিকে তাকালো। অমলকান্তি পাথরের মতো স্তব্ধ।

বিমলকান্তি আবার বললেন, 'আচার ব্যবহার ভাষা, সব বিসর্জন দিয়েছিস? আজ বাবা নেই, তোর বড় বড় ছেলে হয়ে গেছে, নইলে এক থাপ্পড়ে তোর দাঁত ঝরিয়ে দিতাম।'

'তার মানে—তার মানে কী বলতে চাইছো তুমি?' অমলকান্তির স্বরে তখনো চাপা গর্জন।

ইতিমধ্যে শ্যামলকান্তিও সুপ্রিয়াকে নিয়ে নেমে এসেছেন। বিমলকান্তি বললেন, 'বলার একটি কথাই আছে। শর্মিষ্ঠা এ বাড়ির ছোট বউ, আর টুসি এ বাড়ির রক্তে তৈরি।'

'তাহলে ছোটকার চিঠি জাল?' অমলকান্তি চাপা গর্জনে জিজ্ঞেস করলেন।

বিমলকান্তি বললেন, 'না। ছোটকার চিঠি একটা আইনের আশ্রয় মাত্র, জীবনের সত্য নয়। আইন দিয়ে সত্যি মিথ্যের খেলা, খেলা যায়। জীবন দিয়ে নয়।'

'বড়দা!'. শর্মিষ্ঠার গলা দিয়ে শব্দ বেরিয়ে এলো।

বিমলকান্তি শর্মিষ্ঠার দিকে ফিরে বললেন, 'ছোট বউ, এরা সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। আমি আজ প্রেসিডেন্সী জেলে গিয়ে মাধব ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। এই তার চিঠি।' বলে চিঠি দেখিয়ে বললেন, 'জেলের স্ট্যাম্প মারা। এখন আমি তোমার মায়ের কাছ থেকে আসছি।'

শর্মিষ্ঠা হা হা করে কেঁদে, দু' হাত বাড়িয়ে বিমলকান্তির দু' পা জড়িয়ে ধরলো, 'উহু, বড়দা, বড়দা!'

বিমলকান্তি নিজে শর্মিষ্ঠাকে মেঝে থেকে তুলে ধরে, শশীসুধার বুকের কাছে এগিয়ে দিলেন, এবং তাঁর প্রিয় নাম ধরে ডেকে বললেন, 'সুধা, ছোট জাকে ধরো, আর এই চিঠি তুমি সকলের আগে পড়ো, তারপরে সবাইকে দাও।'

শশীসুধা শর্মিষ্ঠাকে এক হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে, অন্য হাতে চিঠি নিয়ে পড়তে লাগলেন। বিমলকান্তি এগিয়ে গিয়ে, মেঝের ওপরে ঘুমিয়ে পড়া টুসিকে নিজের কোলে তুলে নিলেন। সুপ্রিয়া ব্যস্ত ভাবে এগিয়ে এসে, বিমলকান্তির দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, 'বড়দা, ওকে আমার কাছে দিন।'

'নাও।' বিমলকান্তি বললেন, 'বংশের একটা মাত্র মেয়ে এমন করে মেঝেয় পড়ে আছে দেখে, আমার বড় কষ্ট হচ্ছিল।'

ইতিমধ্যে ছেলেরা এসে ভিড় জমাতে আরম্ভ করেছিল। শশীসুধা চিঠি পড়ে বলে উঠলেন, 'ছি ছি, ছোট ঠাকুরপো এতোটা নিচে কী করে নামলো?'

'ঘাড়ের ভূতে নামিয়েছে, ও কি আর নেমেছে?' বিমলকান্তি বললেন, 'অমুকে চিঠিটা পড়তে দাও।'

অমলকান্তি ফুঁসে উঠে বললেন, 'আমি কোনো চিঠিপত্র পড়তে চাই না।' বলেই তিনি ছিট্‌কে বাড়ির ভিতর চলে গেলেন।

কিন্তু মাধুরি গেলেন না, বললেন, 'বড়দি, চিঠিটা আমাকে পড়তে দাও।'

এই সময়েই বাড়ির বাইরে রাস্তায় একটা গাড়ি দাঁড়াবার শব্দ ভেসে এলো। গাড়ির দরজা খোলা বন্ধ, এবং তারপরেই কলিং বেল বেজে উঠলো।

খোকা গিয়ে দরজা খুলে দিতেই, বিমলকান্তি মুখ ফিরিয়ে প্রথমে দেখতে পেলেন, সি বি আই অফিসার মিঃ ব্রহ্মচারিকে। তিনি ছুটে গিয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আসুন মিঃ ব্রহ্মচারি।'

মিঃ ব্রহ্মচারি ঘরে ঢুকে বললেন, 'আপনার ভাই অমলকান্তির সঙ্গে কথা বলে, আমরা তিনটি জায়গায় হানা দিয়েছিলাম। উনি অবিশ্যি আমাদের বিশেষ কিছু বলতে চাননি। বললে হয়তো আমরা মোকান্তকে ধরতে পারতাম।'

'ধরতে পারলেন না?' বিমলকান্তির স্বরে আফশোস্ ফুটে উঠলো।

মিঃ ব্রহ্মচারি বললেন, 'না। কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা আর একজনকে ধরেছি, তবে তার বিরুদ্ধে আমাদের ব্যুরোর আপাতত কোনো অভিযোগ নেই। তাকে আমরা আপনার হাতে ছেড়ে দিতে চাই।'

'কে—কে সে?' বিমলকান্তি গভীর প্রত্যাশায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

মিঃ ব্রহ্মচারি বললেন, 'সে আপনার ছোট ভাই, কমলকান্তি চৌধুরি।'

'কোথায়—কোথায় সেই রাস্কেল?'

মিঃ ব্রহ্মচারি পিছন ফিরে, দরজার বাইরে তাকিয়ে স্বর চড়িয়ে ডাকলেন, 'মিঃ ঘোষ, ওকে নিয়ে আসুন।'

বিমলকান্তি ছুটে দরজার কাছে যাবার আগেই, মিঃ ঘোষ কমলকান্তিকে নিয়ে ঢুকলেন। বিমলকান্তি ঝাঁপিয়ে পড়ে কমলকান্তির হাত চেপে ধরে, ঘরের মাঝখানে টেনে নিয়ে এলেন।

কমলকান্তিকে দেখাচ্ছে ঝোড়ো কাকের মতো। কোল বসা চোখের দৃষ্টি বিভ্রান্ত ও ভয়চকিত। ঘরের সকলের দিকে সে অচেনা চোখে দেখতে লাগলো।

বিমলকান্তি উত্তেজিত অথচ রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলেন, 'চিরটাকাল তুই আমাকে জ্বালিয়ে এসেছিস। চিরটাকাল! বাবার মৃত্যুর পরে তোকে আমি---।' তাঁর স্বর রুদ্ধ হয়ে এলো, চোখের কোণ দুটো চিকচিক করে উঠলো। কোনো রকমে গলা পরিষ্কার করে আবার বললেন, 'কিন্তু এ সব কথা আমি এখন বলতে চাই না। এদের দিকে ছ্যাখ্, এই শিশু আর এই মেয়েটার দিকে। বল্, এদের কি পরিচয়, বল্ সকলের সামনে।'

টুসির ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ও অবাক চোখে সকলের দিকে চেয়ে দেখছিল।

সুপ্রিয়ার কোল থেকে বলে উঠলো, 'বল দেথু, বাবুকে মেলো না বাবু, বাবু!'

কমলকান্তির বিভ্রান্ত চোখে চকিতেই যেন একটা আলোর ঝিলিক খেলে গেল। স্খলিত স্বরে টুসিকে দেখিয়ে বললো, 'ও আমার মেয়ে!'

'আর এই মেয়েটা—এই যে আমার বুকের কাছে?' শশীসুধার দু' চোখে জল, শর্মিষ্ঠার মুখটি তিনি তুলে ধরলেন।

শর্মিষ্ঠার নত চোখ, বিগলিত ধারা গাল বেয়ে নামছে। কমলকান্তি বিমলকান্তির মুখের দিকে তাকালো। বিমলকান্তির চোখও ভেজা, তিনি ফিসফিস স্বরে বললেন, 'বল ছোটকা, সত্যি করে বল্। সব পাপের শেষ আছে, এখনও সময় আছে, বল্।'

কমলকান্তি আবার শর্মিষ্ঠার দিকে তাকালো, তারপর বললে, 'ও আমারই। আমিই ওর সবকিছু।'

'ছোটকা ছোটকা!' বিমলকান্তি কমলকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কান্না ও হাসির উচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন, 'তোমরা সব শোনো, শোনো, আমার ভাইয়ের কথা শোনো। জীবনের সত্য কখনো চাপা থাকে না।'

এই সময়ে সুপ্রিয়া এগিয়ে এলো টুসিকে নিয়ে। টুসি কমলের দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকলো, 'বাবু!'

কমলের চোখের কোণ এই প্রথম চিকচিক করে উঠলো। দু' হাত বাড়িয়ে টুসিকে কোলে নিয়ে গালে গাল চাপলো। বড়দের সকলের চোখেই জল। ছোটদের মুখে হাসি।

মিঃ ব্রহ্মচারি গলা খাকারি দিয়ে বললেন, 'বিমলবাবু, আমরা আজ আসি।'

'অসম্ভব!' বলে ছুটে গিয়ে মিঃ ব্রহ্মচারি আর মিঃ ঘোষের হাত জাপটে ধরে বিমলকান্তি বললেন, 'আজ আমার বাড়িতে উৎসব, পাপ স্খালনের উৎসব, বড় আনন্দের উৎসব। বসুন, আপনাদের এখন আমি ছাড়তে পারবো না।'

অমলকান্তিও তখন ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি মাধুরির দিকে তাকালেন। মাধুরি তাঁর জলে ভেজা চোখ স্বামীর

দিক থেকে বিতৃষ্ণায় বিরক্তিতে ফিরিয়ে নিলেন। অমলকান্তি এগিয়ে এসে হঠাৎ বিমলকান্তির পায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'দাদা, আমাকে ক্ষমা করো।'

'গাধা!' বিমলকান্তি ভাইকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'ওখানে নয়, এখানে, এখানে আয়। তোদের সবাইকে এখানে রাখতে চাই আমি, এখানে এখানে···।'

টুসি বলে উঠলো, 'বল দেখ্, কেঁদো না।'

বিমলকান্তি বলে উঠলেন, 'সত্যি!' বলে হা হা করে হাসতে লাগলেন। তাঁর চোখে আনন্দাশ্রু।